বিশ্বাসীর

কর্তৃত্ব

কীভাবে পরাজয় থেকে বিজয় লাভ করবেন

ডঃ এ.এল. এবং জয়েস গিল

যদিও এই বইটি কপিরাইটযুক্ত,

গিলগুলি এখন আপনাকে ডাউনলোড করার অনুমতি দিচ্ছে

এবং বিনামূল্যে এটি অনুলিপি করুন

www.gillministries.com

লেখক সম্বন্ধীয়

এ.এল এবং জয়েস গিল আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত স্পিকার, লেখক এবং বাইবেল শিক্ষক। তাঁর প্রেরিত সেবাকাজের ভ্রমণ তাকে বিশ্বের আশি দেশেরও বেশি দেশে নিয়ে গিয়েছে, এবং তারা রেডিও এবং টেলিভিশনের মাধ্যমে এক লক্ষাধিক ব্যক্তিক এবং বহু মিলিয়ন লোকের মধ্যে প্রচার করেছেন। তার শীর্ষ বিক্রিত বই এবং ম্যানুয়ালগুলোর পনেরো মিলিয়নেরও বেশী অনুলিপি বিক্রি হয়েছে। তাদের লেখাগুলি, যা বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়েছে, বাইবেল স্কুল এবং সেমিনারগুলির মাধ্যমে সারা বিশ্বে ব্যবহৃত হচ্ছে। ঈশ্বরের বাক্যের শক্তিশালী জীবন পরিবর্তনের সত্যগুলি তাদের গতিশীল প্রচার, শিক্ষা, লেখার এবং ভিডিও এবং অডিও টেপ মন্ত্রকের মাধ্যমে অন্যের জীবনে বিস্ফোরিত হয়েছে। ঈশ্বরের উপস্থিতির অপূর্ব গৌরব তাদের প্রশংসা ও উপাসনার দ্বারা সেমিনারে অনুভুত হয় এবং তার দ্বারা বিশ্বাসীরা আবিষ্কার করে যে কীভাবে ঈশ্বরের সত্য এবং অন্তরঙ্গ উপাসক হওয়া যায়। বিশ্বাসীরা তাদের শিক্ষার মাধ্যমে অনেকে বিজয় এবং সাহসের এক নতুন এবং উত্তেজনাপূর্ণ মাত্রা তাদের জীবনে আবিষ্কার করেছেন। গিলস প্রশিক্ষনের দ্বারা প্রবাহিত ঈশ্বরের নিরাময় শক্তি দিয়ে ঈশ্বর-প্রদত্ত অতিপ্রাকৃত মন্ত্রীদের মধ্যে পদক্ষেপ নিতে অনেক বিশ্বাসীকে উৎসাহিত করেছেন। পবিত্র আত্মার সমস্ত নয়টি উপহার তাদের প্রতিদিনের জীবন ও সেবাকাজে পরিচালিত করার জন্য সাহায্য করেছে তাতে অনেকে অতিপ্রাকৃতভাবে প্রাকৃতিক হতে শিখেছেন। এ.এল. ও জয়েস উভয়েরই মাস্টার্স অফ থিওলজিকাল স্টাডিজ ডিগ্রি রয়েছে। এ.এল. ভিশন ক্রিশ্চিয়ান ইউনিভার্সিটি থেকে থিওলজি ডিগ্রিতে ডক্টর অফ ফিলোসফি অর্জন করেছেন। ঈশ্বরের বাক্যের উপর ভিত্তি করে তাদের সেবাকাজ, যীশুর উপর নির্ভর করে, বিশ্বাসে দৃঢ় এবং পবিত্র আত্মার শক্তিতে শেখানো হয়ে থাকে।তাদের সেবাকাজ পিতার হৃদয়ের ভালবাসার একটি প্রদর্শন। তাদের প্রচার ও শিক্ষার দ্বারা শক্তিশালী অভিষেক, চিহ্ন, আশ্চর্য এবং নিরাময়কারী অলৌকিক চিহ্ন কাজ হচ্ছে এবং তার দ্বারা ঈশ্বরের শক্তি ঢেউয়ের আকারে নিহিত হচ্ছে। ঈশ্বরের গৌরব এবং শক্তির অপূর্ব প্রকাশগুলি তাদের সভাগুলিতে উপস্থিত হওয়া সকলেই অনুভব করছে।

ডাঃ এ.এল. ও জয়েস গিল বিশ্বাসীদের যীশুর কাজ করতে সজ্জিত করার জন্য ব্যবহারিক সরঞ্জাম তৈরিতে সর্বদা নিবেদিত রয়েছেন ।

তাদের আকাঙ্ক্ষা হল খ্রীস্ট বিশ্বাসীর পরিপক্কতার সকল স্তরে প্রতিটি বিশ্বাসীর জন্য বিজয়ী, অতিপ্রাকৃত জীবনযাপনকে উত্সাহিত করা। এটি সর্বদা স্মরণ করা উচিত এটি পবিত্র আত্মা যিনি আমাদের সমস্ত কিছু শেখাতে এসেছেন, এবং যখন আমরা অধ্যায়নরত বা যখন আমরা শিক্ষা দিচ্ছি, আমাদের সর্বদা শক্তিযুক্ত হওয়া উচিত এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত। এই অধ্যায়নটি ব্যক্তিগত বা গ্রুপ স্টাডি, বাইবেল স্কুল, রবিবার স্কুল এবং হোম গ্রুপের জন্য দুর্দান্ত , অধ্যয়ন চলাকালীন শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়েরই কাছে এই ম্যানুয়ালটির অনুলিপি থাকা জরুরী। সেরা বইগুলি লেখা হয়, আন্ডারলাইন করা হয়, ধ্যান করা হয় এবং

মুখস্থ করা হয়। আমরা আপনার লেখা এবং মন্তব্যের জন্য জায়গা রেখেছি । ফর্ম্যাটটি একটি দ্রুত রেফারেন্স সিস্টেমের সাথে পর্যালোচনা করার জন্য এবং আপনাকে আবার অঞ্চলগুলি সন্ধানে সহায়তা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। পৌল তিমথিকে লিখেছিলেনঃ

‘’ আর অনেক সাক্ষীর মুখে যে সকল বাক্য আমার কাছে শুনিয়াছ, সে সকল এমন বিশ্বস্ত লোকদিগকে সমর্পণ কর, যাহারা অন্য অন্য লোককেও শিক্ষা দিতে সক্ষম হইবে’’। (২তিমথিয় ২:২)

শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরদের জন্য কিছু কথা

বিশ্বাসী কর্তৃপক্ষের এই শক্তিশালী অধ্যায়নটি প্রতিটি শিক্ষার্থীর জীবনে পুনরুদ্ধারকৃত আধিপত্যের প্রকাশ ঘটায় । কীভাবে হারতে ভুলে হবে এবং জীবনের প্রতিটি লড়াইয়ে জিততে হবে তা তারা শিখবে। বিশ্বাসীরা যারা যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে রয়েছে তার এক নতুন প্রকাশ দ্বারা অনুপ্রাণিত হবে।এবং এই অধ্যায়নটি শিক্ষার্থীদের জীবনে একটি সাহসের এবং বিজয়ের আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করবে।এই কোর্সটি শেখানোর আগে, আমরা আপনাকে এই সিরিজের অডিও বা ভিডিও টেপগুলি দেখার বা শোনার পরামর্শ দিই উচ্চমানের কর্তৃত্ব এবং আধ্যাত্মিক যুদ্ধের কর্তৃত্ব সম্পর্কিত ই ঈশ্বরের বাক্যের সত্যগুলির সাথে আপনি নিজেকে যত বেশি পরিচ্ছন্ন করবেই, ততই এই সত্যগুলি আরও আপনার মন থেকে আপনার আত্মায় সঞ্চারিত হবে। এই ম্যানুয়ালটি তখন অন্যদের কাছে এই সত্যগুলি সরবরাহ করার সময় আপনাকে ব্যবহার করার জন্য রূপরেখা সরবরাহ করবে। কার্যকরী শিক্ষাদানের জন্য ব্যক্তিগত জীবনের চিত্রগুলি আবশ্যক। লেখক এটিকে এই কাজ থেকে বাদ দিয়েছেন ,যাতে শিক্ষক তার নিজস্ব সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা থেকে বা অন্য যেগুলির সাথে শিক্ষার্থীরা সম্পর্কিত হতে পারবেন সেগুলির চিত্র তুলে ধরতে পারে। ফর্ম্যাটটি একটি দ্রুত রেফারেন্স সিস্টেমের সাথে পর্যালোচনা করার জন্য এবং আপনাকে আবার অঞ্চলগুলি সন্ধানে সহায়তা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।পৌল তিমথিকে বললঃ

‘’ আর অনেক সাক্ষীর মুখে যে সকল বাক্য আমার কাছে শুনিয়াছ, সে সকল এমন বিশ্বস্ত লোকদিগকে সমর্পণ কর, যাহারা অন্য অন্য লোককেও শিক্ষা দিতে সক্ষম হইবে।২তিমথিয়-২:২

এই কোর্সটি MINDS (সেবাকাজ বিকাশ সিস্টেম) ফর্ম্যাটে ব্যবহারিক অংশগ্রহণের বাইবেল কোর্স হিসাবে নকশা করা হয়েছে, যা প্রোগ্রামড লার্নিংয়ের একটি বিশেষভাবে বিকশিত পদ্ধতি।

এই ধারণাটি জীবন, সেবাকাজ এবং শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের শিক্ষার ক্ষেত্রে গুণনের জন্য তৈরি করা হয়েছে। প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা, এই ম্যানুয়ালটি ব্যবহার করে, অন্যদেরকে এই কোর্সটি সহজেই শিখিয়ে দিতে পারবে ।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় – 7 – 16 পৃষ্ঠা	আপনার শত্রুকে চিনুন
দ্বিতীয় অধ্যায় – 17 – 26 পৃষ্ঠা	পৃথিবীতে কর্তৃত্ব
তৃতীয় অধ্যায় – 27 - 34 পৃষ্ঠা	শয়তানের প্রতারণার পরিকল্পনা
চতুর্থ অধ্যায় – 35 - 45 পৃষ্ঠা	তারপর যীশু এলেন – ঈশ্বরের পরিকল্পনা
পঞ্চম অধ্যায় – 46 - 53 পৃষ্ঠা	যীশু কর্তৃত্বের সঙ্গে সেবাকাজ করলেন
ষষ্ঠ অধ্যায় – 54 - 62 পৃষ্ঠা	ক্রুশ থেকে সিংহাসন পর্যন্ত
সপ্তম অধ্যায় – 63 – 74 পৃষ্ঠা	মনুষ্যজাতির কাছে কর্তৃত্ব পুনস্থাপিত হল
অষ্টম অধ্যায় – 75 - 84 পৃষ্ঠা	আজকের সময়ে শয়তানের কৌশল
নবম অধ্যায় – 85 - 94 পৃষ্ঠা	মণ্ডলী এবং কর্তৃত্ব
দশম অধ্যায় – 95 - 104 পৃষ্ঠা	রাজ্যের চাবিকাঠি
একাদশ অধ্যায় – 105 - 114 পৃষ্ঠা	যীশুর নাম
দ্বাদশ অধ্যায় – 115 - 124 পৃষ্ঠা	বিজয়ী আধ্যাত্মিক যুদ্ধ
ত্রয়োদশ অধ্যায় – 125 – 126 পৃষ্ঠা	পদ মুখস্থ

Scriptures in the Authority of the Believer
are taken from The New King James Version.
Copyright 1979, 1980, 1982, Thomas Nelson Inc., Publishers.

প্রথম অধ্যায়(CHAPTER 1)

আপনার শত্রুকে চিনুন

আমরা যুদ্ধের মধ্যে রয়েছি!

যুদ্ধ

খ্রিস্ট বিশ্বাসী হিসাবে, আমরা অবশ্যই যুদ্ধে জড়িত তা সম্পর্কে আমাদের সচেতন হতে হবে । শয়তানের অন্যতম প্রধান কৌশল হ'ল আমরা যে সংঘর্ষের মধ্যে আছি তার দিকে আমাদের দৃষ্টি অন্ধ করে দেওয়া এবং যাতে আমরা তাঁর আক্রমণগুলির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ না করতে পারি। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের শত্রুদের উপর বিজয়ী হওয়ার জন্য আমাদের প্রতিটি অস্ত্র দিয়েছেন!

২ করিন্থিয় ১০:৩,৪ '' আমরা মাংসে চলিতেছি বটে, কিন্তু মাংসের বশে যুদ্ধযাত্রা করিতেছি না, কারন আমাদের যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র মাংসিক নহে, কিন্তু দুর্গসমূহ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য ঈশ্বরের সাক্ষাতে পরাক্রমী ''।

১ তিমথিয় ৬:১২ '' বিশ্বাসের উত্তম জুদ্ধে প্রানপন কর, অনন্ত জীবন ধরিয়া রাখ, তাহারই নিমিত্ত তুমি আহূত হইয়াছ, এবং অনেক সাক্ষীর সাক্ষাতে সেই উত্তম প্রতিজ্ঞা স্বীকার করিয়াছ''।

এই অস্ত্রগুলি প্রাকৃতিক বিশ্বের নয় তা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ। সেগুলি আত্মার দ্বারা হয় ।

নতুন নিয়মের অনেক লেখক যুদ্ধের কথা উল্লেখ করেছিলেন।

নতুন নিয়মের অনেক লেখক যুদ্ধের কথা উল্লেখ করেছিলেন। এগুলি প্রতীকী পদ নয়, বরং আমরা যে যুদ্ধে নিযুক্ত রয়েছি তার প্রকৃত বিবরণ। এই যুদ্ধগুলি আধ্যাত্মিক অঙ্গনে পরিচালিত হয়ে থাকে ।

আমাদের শত্রু

আমাদের প্রতিদিনের জীবন এবং সম্পর্কের সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা আমাদের শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছি – আমাদের:

* পরিবার
* অর্থনৈতিক
* কাজ
* মন (মানসিক)
* শরীর (স্বাস্থ্য)

* গৃহ
* প্রতিবেশী
* শহর
* দেশ
* পৃথিবী

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি শিখতে হবে যে, আমাদের এই যুদ্ধটি কোন মানুষের সাথে নয় বরং এটি শয়তান ও তার মন্দ আত্মাদের বিরুদ্ধে । এটা আত্মার রাজ্যে হয়। মানুষের সাথে বিরোধে জড়িত হওয়া কেবল হতাশা এবং পরাজয়ের দিকে পরিচালিত করে।

কে আমাদের শত্রু ?

আমরা যদি জানি যে আমরা যুদ্ধে আছি, তবে আমাদের শত্রু কে তা জানা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের শত্রু কে –

* আমাদের পরিবার?
* আমাদের সহকর্মী?
* আমাদের সরকার?
* আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা?

না !

শাসক - কর্তৃপক্ষ

শক্তি – আধ্যাত্মিক বাহিনী

প্রেরিত পৌল আমাদের সুন্দর চিত্রায়নের দ্বারা শত্রুদের বর্ণনা করেছেন । তিনি আমাদের বলেছিলেন, আমাদের সংগ্রাম আমাদের আশেপাশের মানুষের সাথে নয়। তিনি বলেছিলেন, আমরা মাংস ও রক্তের বিরুদ্ধে লড়াই করি না।

ইফিষিয় ৬:১২ '' কেননা রক্তমাংসের সহিত নয়, কিন্তু আধিপত্য সকলের সহিত, কর্তৃত্ব সকলের সহিত, এই অন্ধকারের জগৎপতিদের সহিত, স্বর্গীয় স্থানে দুষ্টটার আত্মাগণের সহিত আমাদের মল্লযুদ্ধ হইতেছে ''।

শয়তান

পিতর স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন যে আমাদের বিরোধী হল শয়তান।

১ পিতর ৫:৮ '' তোমরা প্রবুদ্ধ হও, জাগিয়া থাক, তোমাদের বিপক্ষ দিয়াবল, গর্জনকারী সিংহের ন্যায়, কাহাকে গ্রাস করিবে, তাহার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে ''।

ইচ্ছা

শয়তানের চক্রান্ত হল তাঁর কৌশল, কৌশল এবং প্রতারণার পরিকল্পনা, যা সে আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে।। আমাদের পরাজিত করার জন্য তাঁর কাছে সামরিক ধরণের যুদ্ধ পরিকল্পনা রয়েছে । যাইহোক, আমরা তাঁর পরিকল্পনাগুলি সম্পর্কে সচেতন হওয়ার সাথে সাথে ঈশ্বর আমাদের যুদ্ধের জন্য যে বর্ম এবং অস্ত্র সরবরাহ করেছেন সে সম্পর্কে আমাদের আরও সচেতন হতে হবে । বর্ম আমাদের প্রতিরক্ষার জন্য। অস্ত্রগুলি আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে আমাদের বিজয়ী হবার জন্য।

ইফিষিয় ৬:১১ '' ঈশ্বরের সমগ্র যুদ্ধসজ্জা পরিধান কর, যেন দিয়াবলের নানাবিধ চাতুরীর সম্মুখে দাঁড়াইতে পার''।

সাবধানবানী

* যীশুর সাথে অধিষ্ঠিত হন
* কর্তৃত্বকে জানা
* শয়তানের দ্বারা প্রলোভিত হবেন না

আমরা শয়তান, তার দানবীয়দের বা তার পরিকল্পনাগুলির দ্বারা ব্যস্ত বা অতিরিক্ত মাত্রায় চিন্তিত হব না। পরিবর্তে, আমরা যীশুর সাথে সর্বদা থাকবো । আমরা তাঁর দিকে নজর রাখার সাথে সাথে ,আমরা যারা তাঁর মধ্যে রয়েছি সে সম্পর্কে আমরা সচেতন হব । যীশুর মাধ্যমে আমরা আমাদের পুনরুদ্ধারকৃত কর্তৃত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠি, সাহস আমাদের আত্মার মধ্যে উদয় হয়। আপনারা শয়তান বা তার ষড়যন্ত্র দ্বারা ভয় পাবেন না।

ঈশ্বর স্বর্গদূতকে সৃষ্টি করেছিলেন

ঈশ্বর চিরস্থায়ী

ঈশ্বর অনন্তকালস্থায়ী।সর্বদা তার অস্তিত্ব রয়েছে এবং তিনিই সমস্ত কিছুর স্রষ্টা।

যোহন ১:১-৩ ''আদিতা বাক্য ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বরের কাছে ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বর ছিলেন। তিনি আদিতে ঈশ্বরের

কাছে ছিলেন । সকলই তাঁহার দ্বারা হইয়াছিল, যাহা হইয়াছে, তাঁহার কিছুই ব্যতিরকে হয় নাই ''।

যোহন ১:১৪ '' আর সেই বাক্য মাংসে মূর্তিমান হইলেন, এবং আমাদের মধ্যে প্রবাস করিলেন, আর আমরা তাঁহার মহিমা দেখিলাম, যেমন পিতা হইতে আগত একজাতের মহিমা, তিনি অনুগ্রহে ও সত্যে পূর্ণ ''।

''বাক্য'' হলেন যীশু

ঈশ্বর স্বর্গদূতদের সৃষ্টি করলেন

ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে, যীশু সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। স্বর্গদূতদেরও তিনি সৃষ্টি করেছেন। তাদের তিনি শুধুমাত্র সৃষ্টি করেনি, কিন্তু তার ঐশ্বরিক কাজের উদ্দেশ্য তিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন।

কলসিয় ১:১৬-১৭ '' কেননা তাঁহাতেই সকলই সৃষ্ট হইয়াছে, স্বর্গে ও পৃথিবীতে, দৃশ্য কি অদৃশ্য যে কিছু আছে, সিংহাসন হউক, কি প্রভুত্ব হউক, কি আধিপত্য হউক, কি কর্তৃত্ব হউক, সকলই তাঁহার দ্বারা ও তাঁহার নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে''।

স্বর্গদূতেরা সুবিন্যস্ত

পৌল যখন সিংহাসন, আধিপত্য, কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা তালিকাভুক্ত করেছিলেন, তখন তিনি স্বর্গদূতদের কথাও উল্লেখ করেছিলেন। তিনি তাদের কিছু বিষয়কে উল্লেখ করেছিলেন।

তাদের বিভিন্ন নামঃ

*স্বর্গদূত

*স্বর্গীয় দূত

*উচ্চতম শ্রেণীর দূত

*জীবন্ত প্রানি

তাদের বিভিন্ন কাজঃ

*সিংহাসন

*রাজত্ব

*রাজ্যশাসন

*ক্ষমতা

ঈশ্বর লুসিফারকে সৃষ্টি করেছিলেন

যেহেতু আমরা জানি যীশু সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন, তাই আমরা জানি যে তিনি লুসিফারকে তৈরি করেছিলেন।

লুসিফারের আগের স্থান

লুসিফারের মূল অবস্থানটি ছিল অন্যতম সম্মানের। তার একটি শিরোনাম ছিল । ভোরের তারা।

যিশাইয় ১৪:১২ '' হে প্রভাতি দ্বারা! ঊষা নন্দন! তুমি ত স্বর্গভ্রষ্ট হইয়াছ! হে জাতিগনের নিপাতনকারী, তুমি ছিন্ন ও ভূপাতিত হইয়াছ''।

ইয়োব ৩৮:৭ '' তৎকালে প্রভাতীয় নক্ষত্রগণ একসঙ্গে আনন্দরব করিল, ঈশ্বরের পুত্রগণ সকলে জয়ধ্বনি করিল''।

লুসিফারের বিবরন

যিহিস্কেল এবং যিশাইয় ভাবাবাদী দুজনেই লুসিফারের বিষয়ে বর্ণনা করেছেন।

*পরিপূর্ণতার মডেল

*প্রজ্ঞায় পূর্ণ

*সুন্দরতায় পরিপূর্ণ

যিহিস্কেল ২৮:১২খ '' প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি পরিমানের মুদ্রাঙ্ক, তুমি পূর্ণজ্ঞান, তুমি সৌন্দর্যে সিদ্ধ ''।

স্বর্ণ দ্বারা আভুষিত

যিহিস্কেল ২৮:১৩ক '' সর্বপ্রকার বহুমুল্য প্রস্তর, চুনি, পীতমণি, হীরক, বৈদূর্যমণি, গোমেদক, সূর্যকান্ত, নীলকান্ত, হরিন্মনি,ও মরকত, এবং স্বর্ণ তোমার আচ্ছাদন ছিল।

সুন্দর কন্ঠ

যিহিস্কেল ২৮:১৩খ '' তোমার ঢাকের ও বাঁশীর কারুকার্য তোমার মধ্যে ছিল, তোমার সৃষ্টি দিনে এ সকল প্রস্তুত হইয়াছিল''।

ঢাক ও বাঁশী হল বাদ্যযন্ত্র। বাতাসের বাদ্যযন্ত্র যেমন বাঁশি।

যিশাইয় ১৪:১১ক ''পাতালে নামান হল তোমার ঘটা, ও তোমার নেবল যন্ত্রের মধুর বাদ্য ।

তাঁর কন্ঠসরটি দুর্দান্ত অর্কেস্টের মতো ছিল।

নির্দোষহীন

যিহিস্কেল ২৮:১৫ '' তোমার সৃষ্টি দিন অবধি তুমি আপন আচারে সিদ্ধ ছিলে, শেষে তোমার মধ্যে অন্যায় পাওয়া গেল।

লুসিফারের কাজের পদ্ধতি

লুসিফারের মূল কাজটি কী ছিল তা নবী যিহিস্কেল লিখেছিলেন।

*রাজত্বের অভিভাবক

যিহিস্কেল ২৮:১৪ '' তুমি অভিষিক্ত আচ্ছাদক করুব ছিলে, আমি তোমাকে স্থাপন করিয়াছিলাম, তুমি ঈশ্বরের পবিত্র পর্বতে ছিলে। তুমি অগ্নিময় প্রস্তর সকলের মধ্যে গমনাগমন করিতে''।

এবং করুবরাও সাক্ষ্যসিন্দুকের দুপাশের আসনে অধিষ্ঠিত ছিল।

(যাত্রাপুস্তক ২৫:১৮-২২) সর্বাধিক সম্মানের জায়গায় ঈশ্বরের পরেই লুসিফার ছিল। ভোরের তারা বা ভোরের পুত্র হিসাবে, তিনি ঈশ্বরের সিংহাসনটি ঢেকে রেখেছিলেন এবং সুরক্ষিত করেছিলেন এবং ঈশ্বরের দীপ্তি এবং গৌরব প্রতিফলিত করেছিলেন। তিনি অভিভাবক করুব হিসাবে অভিষিক্ত হন। ঈশ্বরের দ্বারা তাঁকে সবচেয়ে বড় দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল ।

প্রধান আরাধনাকারী

তাঁর বাদ্যযন্ত্রের বর্ণনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে তিনি সমস্ত প্রশংসা ও ঈশ্বরের উপাসনায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং তিনি ঈশ্বরের সিংহাসনকে প্রশংসা ও উপাসনার আবরণ দিয়ে রক্ষা করেছিলেন।

স্বর্গে যুদ্ধ লুসিফারের পতন -

অহঙ্কার বিদ্রোহের কারনে /

লুসিফারের বিদ্রোহ, পতন এবং স্বর্গে যুদ্ধের ফলের থেকে আমরা বুঝতে পারি যে আমরা যে যুদ্ধে এখন আমরা রয়েছি তা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

যিহিস্কেল ২৮,১৫,১৭ " তোমার সৃষ্টি দিন অবধি তুমি আপন আচারে সিদ্ধ ছিলে, শেষে তোমার মধ্যে অন্যায় পাওয়া গেল। তোমার চিত্ত তোমার সৌন্দর্যে গর্বিত হইয়াছিল। তুমি নিজ দীপ্তি হেতু আপন জ্ঞান নষ্ট করিয়াছ, আমি তোমাকে ভুমিতে নিক্ষেপ করিলাম, রাজগনের সম্মুখে রাখিলাম যেন তাহারা তোমাকে দেখিতে পায় ।

লুসিফার

যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন তার সৌন্দর্যের পরিবর্তে নিজের সৌন্দর্যের প্রতি মনোযোগ কেন্দ্রীভূত না করা অবধি লুসিফার নির্ভুল ছিলেন। গর্ব প্রবেশ করল। তিনি ঈশ্বরের উজ্জ্বল উজ্জ্বলতার দিকে মনোযোগ রাখার পরিবর্তে নিজের উজ্জ্বলতা সম্পর্কে চিন্তা করেছিলেন।

"আমার ইচ্ছা"

শুধুমাত্র একটাই ইচ্ছা রয়েছে, আর সেটা হল ঈশ্বরের ইচ্ছা। যা এই মহাবিশ্বকে শাসন করত, যতক্ষণ না লুসিফারের মধ্যে গর্ব প্রবেশ করল না।

যিশাইয় ১৪:১২-১৭ '' হে প্রভাতি তারা ! ঊষা নন্দন ! তুমি ত স্বর্গভ্রষ্ট হয়েছ ! হে জাতিগনের নিপাতনকারী, তুমি ছিন্ন ও ভূপাতিত হয়েছ!তুমি ছিন্ন ও ভূপাতিত হইয়াছ!

তুমি মনে মনে বলেছিলেঃ

আমি স্বর্গারোহণ করব,

ঈশ্বরের নক্ষত্রগণের উদ্ধে আমার সিংহাসন উন্নত করব,

আমি সমাগম পর্বতে, উত্তরদিকের প্রান্তে উপবিষ্ট হব,

আমি মেঘরুপ উচ্চস্থলীর উপরে উঠব,

আমি পরাৎপরের তুল্য হব।

তুমি ত নামান হবে পাতালে, গর্তের গভীরতম তলে।

তোমাকে দেখলে লোকে একদৃষ্টিতে তোমার প্রতি নিরীক্ষণ করবে, তোমার বিষয়ে বিবেচনা করবে, ' এ কি সেই পুরুষ, যে পৃথিবীকে কম্পানিত করত, রাজ্য সকল বিচলিত করত, জগতকে নির্জন স্থানের ন্যায় করত, জগতের সকল নগর উৎপাটন করত, বন্দীদিগকে বাটি যেতে দিত না?''

এই মুহূর্ত পর্যন্ত মহাবিশ্বে কেবল একটি ইচ্ছা ছিল, সেটি হল ঈশ্বরের ইচ্ছা । বিদ্রোহের দ্বারা, লুসিফার ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধিতা করে তাঁর নিজের ইচ্ছা প্রয়োগ করেছিল। লুসিফারের পাঁচটি "আমার ইচ্ছা"তে প্রকাশ করা হয়েছে যে, তাঁর বিদ্রোহের এবং প্রতারণার দ্বারা সে স্বর্গের সিংহাসনে ঈশ্বরকে প্রতিস্থাপনের প্রচেষ্টায় রত ছিল।

যুদ্ধ

প্রকাশিত বাক্য ১২:৭-১০ '' আর স্বর্গে যুদ্ধ হল, মীখায়েল ও তাঁহার দূতগন ঐ নাগের সহিত যুদ্ধ করতে লাগল, তাহাতে সেই নাগ ও তাঁহার দূতগনও যুদ্ধ করল, কিন্তু জয়ী হল না, এবং স্বর্গে তাদের স্থান আর পাওয়া গেল না।

*শয়তান এবং তার দূতগনদের নিক্ষিপ্ত করা হল

আর সেই মহানাগ নিক্ষিপ্ত হল, এ সেই পুরাতন সাপ,যাহাকে দিয়াবল এবং শয়তান বলা যায়, সে সমস্ত নরলোকের ভ্রান্তি জন্মায়, সে পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হল, এবং তার দূতগনও তার সঙ্গে নিক্ষিপ্ত হল।

তখন আমি স্বর্গে এই উচ্চ রব শুনলাম,'' এখন পরিত্রান ও পরাক্রম ও রাজত্ব আমাদের ঈশ্বরের এবং কর্তৃত্ব তাঁহার খ্রিষ্টের অধিকার হল; কেননা যে আমাদের ভ্রাতৃগণের উপরে দোষারোপকারী, যে দিবারাত্র আমাদের ঈশ্বরের সম্মুখে তাহাদের নামে দোষারোপ করে, সে নিপাতিত হল''।

লুসিফার এবং তার দূতগণদের স্বর্গ থেকে নিক্ষিপ্ত করা হল

যুদ্ধের ফলাফল

*এক- তৃতীয়াংশ দূতগনেরা নিক্ষিপ্ত হল

এক- তৃতীয়াংশ দূতগনেরা লুসিফারের কর্তৃত্বে ছিল এবং তারা সকলে নিক্ষিপ্ত হল। বাকি দূতগনেরা, যেমন মিখাইল এবং গাব্রিয়েল ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল।

প্রকাশিত বাক্য ১২:৪ক '' আর তাঁহার লাঙুল আকাশের তৃতীয়াংশ নক্ষত্র আকর্ষণ করিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিল''।

লুসিফার এবং '' তার দূতগনেদের'' পৃথিবীতে নীচে নিক্ষিপ্ত করে দেওয়া হল

প্রকাশিত বাক্য ১২:৯ '' আর সেই মহানাগ নিক্ষিপ্ত হল, এ সেই পুরাতন সর্প যাহাকে দিয়াবল এবং শয়তান বলা যায়, সে সমস্ত নরলোকের ভ্রান্তি জন্মায়, সে পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হল এবং তাঁহার দূতগনও তাঁহার সঙ্গে নিক্ষিপ্ত হল''।

*নামের পরিবর্তন

লুসিফারের নামের পরিবর্তন হল। আগে তার যেমন, ভোরের তারা, অভিষিক্ত দূত নামে উচ্চসম্মানীয় নাম ছিল কিন্তু এখন তার পরিবর্তে তার নাম হলঃ

ড্রাগন

সাপ

দিয়াবল

শয়তান

লুসিফারের কর্তৃত্বাধীন দূতগণ, যারা তাঁকে বিদ্রোহে অনুসরণ করেছিলেন, তারা তাদের সিংহাসন, শক্তি, শাসক এবং কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামো রেখেছিলেন, কিন্তু তাদের নামগুলি তাদের পতিত প্রকৃতির প্রতিবিম্বিত করতে পরিবর্তন করা হয়েছিল। তাদের এখন ভূত, শয়তান এবং মন্দ আত্মা বলে ডাকা হয়।

*স্বভাবের পরিবর্তন

শয়তানের সম্পূর্ণ স্বভাব পরিবর্তন হয়ে গেল

সে আগে যেমন ছিলঃ

ভোরের তারা

ভোরের তারার পুত্র

যে ঈশ্বরের প্রধান আরাধনাকারী ছিল

ঈশ্বরের সিংহাসনের রক্ষক ছিল

সে এখন হয়ে গেলঃ

- দুর্নীতিবাজ

অপমানিত

স্বর্গ থেকে নিক্ষিপ্ত

সে হারালোঃ

তার মহান সুন্দরতা

ঈশ্বরের রাজ্যে উচ্চস্থান

তার স্বভাব হয়ে গেলঃ

অন্ধকারময়

কুৎসিত

মন্দ

ঘৃণায় পরিপূর্ণ

এই সবকিছুই তার গর্ব এবং বিদ্রোহের পাপের ফলেই হল।

পুনারলোচনার জন্য প্রশ্নাবলী

১। লুসিফারের সত্যিকারের কাজ এবং স্থান কি ছিল?

২। তার বিদ্রোহের বিষয়টি ব্যাখ্যা করুন, যার ফলে পতন এবং যুদ্ধ হল?

৩। আজকের দিনে বিশ্বাসীদের প্রধান শত্রু কে ?

দ্বিতীয় অধ্যায় (CHAPTER 2)

পৃথিবীতে কর্তৃত্ব

পৃথিবী সৃষ্টি হল

ঈশ্বরের দ্বারা

আদিপুস্তকে আমরা দেখতে পাই যে ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করলেন।

আদিপুস্তক ১:১ '' আদিতে, ঈশ্বর পৃথিবী এবং আকাশমণ্ডল সৃষ্টি করলেন।

*বাসস্থানের জন্য

যিশাইয় পুস্তকের মতে, পৃথিবী খালি থাকার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। এটি বসতি স্থাপন করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল।

যিশাইয় ৪৫:১৮ '' কেননা আকাশমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা সদাপ্রভু স্বয়ং ঈশ্বর, যিনি পৃথিবীকে সংগঠন করিয়া নির্মাণ করিয়াছেন, তাহা স্থাপন করেছেন ও অনর্থক সৃষ্টি না করে বাসস্থানের জন্য নির্মাণ করেছেন, তিনি এই কথা বলেন, আমিই সদাপ্রভু, আর কেহ নয়''।

*পৃথিবী শূন্য ছিল

তবে, আদিপুস্তক ১:২ বলে যে, '' পৃথিবী ঘোর এবং শূন্য এবং অন্ধকারময় ছিল।এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে পৃথিবী তখন বসতির জন্য তৈরি ছিল না। ইব্রিয় ভাষার থেকে ইংরাজিতে অনুবাদ হয়েছে সেটি '' হয়েছিল'' না হয়ে '' হল'' বললে ঠিক হবে।

আদিপুস্তক ১:২ '' পৃথিবী ঘোর ও শূন্য ছিল এবং অন্ধকার জলধির উপরে ছিল, আর ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে অবস্থিতি করছিল''।

যিরমিয় পুস্তকে সেই একই ইব্রিয় কথা ব্যবহার এবং অনুবাদ করা হয়েছে

যিরমিয় ৪:২৩-২৫ '' আমি পৃথিবীতে দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ তাহা ঘোর ও শূন্য ছিল। আমি আকাশমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করলাম, তাঁহার দীপ্তি ছিল না। আমি পর্বতগণের উপরে দৃষ্টিপাত করলাম আর দেখ সে সকল কাঁপছিল ও উপপর্বত সকল টলটলায়মান হচ্ছিল। আমি দৃষ্টিপাত করলাম আর দেখ মনুষ্যমাত্র নাই, এবং আকাশের সমস্ত পক্ষী পালিয়ে গেছে''।

*অন্ধকার এবং শূন্য ছিল

যিরমিয় ব্যাখ্যা করল যে, ঈশ্বরের বিচারের ফলে নিখুত পৃথিবী ধ্বংসের স্থান হয়ে গেল

(অন্ধকারময়)।

যিরমিয় ৪:২৩ '' পৃথিবী ঘোর ও শূন্য ছিল এবং আকাশমণ্ডলে কোন দীপ্তি ছিল না ''।

যিরমিয় পৃথিবীর উপরে ঈশ্বরের বিচারের বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করলেন ।

যিরমিয় ৪:২৬-২৭ '' আমি দৃষ্টিপাত করলাম, আর দেখ সদাপ্রভুর সম্মুখে ও তাঁহার জ্বলন্ত ক্রোধের সম্মুখে উদ্যান মরুভুমি হয়ে পড়েছে ও তাঁহার সমস্ত নগর ভগ্ন হয়েছে। কারন সদাপ্রভু এই কথা বলেন, সমস্ত দেশ ধ্বংসের স্থান হবে তথাপি আমি নিঃশেষে সংহার করিব না''।

*শয়তান পৃথিবীতে এল

এটি সম্ভব যে শয়তানকে আদিপুস্তক ১:১ থেকে আদিপুস্তক ১:২ এর মধ্যে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল।

কল্পনা করি শয়তানকে পৃথিবীতে নিক্ষেপিত করা হয়েছিল। যে স্বর্গের উচ্চপদে ছিল। বর্ণনার বাইরে তার সৌন্দর্যতা ছিল। সে ঈশ্বরের গৌরবের প্রতিফলক ছিল। কিন্তু সে বিদ্রোহ করল এবং সে আর বেশি ক্ষমতা পাওয়ার লোভ করল। তার স্বর্গে শাসন করার ইচ্ছা ছিল।

তখন একটি যুদ্ধ হল। তাকে এবং তার অনুসরণকারীদের পৃথিবীতে নিক্ষেপিত করা হল। শয়তান যেদিকেই তাকিয়েছিল তাকে সেই স্রষ্টা ঈশ্বরের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল যাকে সে এতটা ঘৃণা করত। সে তার বিদ্রোহের ফলে তার সমস্ত কিছু হারিয়ে ফেলল ।

হয়ত, শয়তান, যে চুরি, হত্যা, এবং ধ্বংস করতেই আসে, সে ঘৃণায় এবং রাগে অন্ধ হয়ে পৃথিবীকে ধ্বংস করেছিল।তার শাসন করার জন্য যে জায়গাটি ছিল সেটিও অন্ধকার এবং শূন্য হয়ে গেল। লুসিফারের সম্পূর্ণ মহাবিশ্বের উপর শাসন করার ইচ্ছা ছিল।কিন্তু এখন তার কাছে একটা ছোট, অন্ধকারময়, শূন্য গ্রহই শুধুমাত্র ছিল।

ঈশ্বর পৃথিবীকে পুনরুদ্ধার করলেন

আদিপুস্তক ১:২ আমরা পড়ি, ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে অধিষ্ঠিত ছিল। আদিপুস্তক ১:৩ পদে লেখা রয়েছে, '' পরে ঈশ্বর বললেন, আলো হোক''। শয়তান তাঁর আওয়াজকে চিনতো !

সে অনন্ত অতীত থেকে সেই আওয়াজকে শুনছে। ভেবে দেখুন যখন, শয়তান ঈশ্বরের আওয়াজ শুনল তখন সে কতটা ভয়ভীত হল। এমনকি পৃথিবীতেও তার ঈশ্বরের থেকে লুকাবার জায়গা ছিল না।এখানেও ঈশ্বর তাকে একা ছেড়ে দেননি।

পাঁচ দিনে ঈশ্বরের পৃথিবীর আসলরুপে আবার পুনুরদ্ধার করতে দেখে শয়তান কতটা না ভীত হয়েছিল।

" তারপর ঈশ্বর বললেন "

ঈশ্বরের মুখনির্গত বাক্য দ্বারা পৃথিবী পুনর্নির্মিত হয়েছিল। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, ঈশ্বর তার দ্বারা ধংসিত পৃথিবীকেই আবার বাক্যের দ্বারা পুনর্নির্মাণ করেছিলেন।

আদিপুস্তক ১:৩ এ ঈশ্বর বললেন, '' আলো হোক'', আর আলো হল।

৬পদ তারপর ঈশ্বর বললেন, '' জলের মধ্যে বিতান হোক, ও জলকে দুই ভাগে পৃথক করুক''।

৯পদ তারপর ঈশ্বর বললেন, '' আকাশমণ্ডলের নিচস্থ সমস্ত জল এক স্থানে সংগৃহীত হোক ও স্থল সপ্রকাশ হোক। তাহাতে সেইরুপ হল।

১১পদ পরে ঈশ্বর বললেন, '' ভূমি, তৃণ, বীজোৎপাদক ওষধি, ও সবীজ স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী ফলের উৎপাদক ফলবৃক্ষ ভুমির উপরে উৎপন্ন করুক ''।

১৪পদ, ''ঈশ্বর বললেন, '' রাত্রি হইতে দিবসকে বিভিন্ন করনার্থে আকাশমণ্ডলের বিতানে জ্যোতিগণ হোক। সে সমস্ত চিহ্নের জন্য, ঋতুর জন্য এবং দিবসের ও বৎসরের জন্য হোক ''।

২০পদ, ঈশ্বর বললেন '' জল বিভিন্ন জীবন্ত প্রাণীর ঝাঁকে ভরে উঠুক, আর পৃথিবীর উপরে আকাশের মধ্যে বিভিন্ন পাখী উড়ে বেড়াক ''।

২৪পদ, তারপর ঈশ্বর বললেন, '' মাটি থেকে এমন সব জীবন্ত প্রাণীর জন্ম হোক যাদের নিজের নিজের জাতকে বাড়িয়ে তুলবার ক্ষমতা থাকবে। তাদের মধ্যে গৃহপালিত, বন্য ও বুকে হাঁটা প্রাণী থাকুক''।

২৬পদ, পরে ঈশ্বর বললেন, '' আমরা আমাদের মত করে এবং আমাদের সঙ্গে মিল রেখে এখন মানুষ তৈরি করি। তারা সমুদ্রের মাছ, আকাশের পাখী, পশু, বুকে হাঁটা প্রাণী এবং সমস্ত পৃথিবীর উপর রাজত্ব করুক''।

২৯পদ, এবং ঈশ্বর বললেন, '' দেখ, পৃথিবীর উপরে প্রত্যেকটি শস্য ও শাক-সবজী যার নিজের বীজ আছে এবং প্রত্যেকটি গাছ যার ফলের মধ্যে বীজ রয়েছে সেগুলো আমি তোমাদের দিলাম। এগুলোই তোমাদের খাবার হবে ''।

শয়তানের প্রতিক্রিয়া

যাহা কিছু পৃথিবীতে ধ্বংস হয়ে গেছিল ঈশ্বর সেগুলিকেও আবার সুসজ্জিতভাবে গঠন করলেন । ঈশ্বরের পরিকল্পনা কি ছিল ? কেন ঈশ্বর এই গ্রহটির উপর এত আগ্রহী ছিলেন ?

কল্পনা করুন যে শয়তান তার মন্দদূতদের কাছে বলছে যে , '' কেন ঈশ্বর আমাদের একা ছাড়ছেন না ? তাঁর পুরো মহাবিশ্বটি চালনার জন্য রয়েছে এবং আমাদের যা কিছু আছে তা এই একটি ছোট গ্রহ! "

পাঁচ দিনের প্রত্যেক দিন ঈশ্বরের আওয়াজকে শুনে শয়তানের মধ্যে ভয় এবং ঘৃণা আবদ্ধ হচ্ছিলো । ঈশ্বর তার বাক্যের দ্বারা, পৃথিবীকে তার আসলরুপে ফিরিয়ে আনল।ঈশ্বরের প্রতি শয়তানের ঘৃণা দিনদিন বৃদ্ধি পেতে লাগল।

টিকাঃ শয়তানের পতন এবং মানুষের সৃষ্টি সম্পর্কিত যে ঘটনাগুলির ক্রম নিয়ে বাইবেল পণ্ডিতরা একমত নন । এই পাঠের উপাদানগুলি "গ্যাপ তত্ব" এর উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে যা আদিপুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে প্রথম পদ এবং দ্বিতীয় পদের মধ্যে যে সময়ের গ্যাপ রয়েছে তার বিষয়ে শিক্ষা দেয় ।এই তত্ব বলে যে শয়তানকে তার বিদ্রোহের জন্য পৃথিবীতে নিক্ষেপিত করা হয়েছিল। তার ফলে, দ্বিতীয় পদে যেমন বর্ণিত আছে যে, শূন্য, অন্ধকারময় হয়ে গেল ।

কিছু জন এই শিক্ষা দেয় যে, মনুষ্যের নির্মাণের পরে শয়তান বিদ্রোহ করেছিল এবং তার পতন হয়েছিল। এবং শয়তানের স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে নিক্ষেপনের সময় নিয়ে পণ্ডিতরা একমত নয়।

এই পাঠে বর্ণিত ঘটনাবলীর ক্রমের সাথে একমত হওয়া ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।এটি বোঝা যে, মনুষ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি হয়েছিল।এবং মনুষ্যকে পৃথিবীর সমস্ত কর্তৃত্ব এবং অধিকার দিলেন। এই কারনেই শয়তান মনুষ্যকে এতটা ঘৃণা করে ।

মনুষ্যকে কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়েছে

ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি

পৃথিবী সৃষ্টির পরে, তিনি পুরুষ ও মহিলাকে নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করলেন। তারপর তিনি তাদের পৃথিবীর সমস্ত জীবন্ত প্রাণীদের উপর কর্তৃত্ব এবং অধিকার দিলেন।

*তাদের আধিপত্য হোক

আদিপুস্তক ১ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে মনুষ্যকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করা হয়েছে। আদিপুস্তক ৯ অধ্যায়েও সেই একি কথা বলা হয়েছে।

আদিপুস্তক ১:২৬ '' তারপর ঈশ্বর বললেন, '' আমরা আমাদের মত করে এবং আমাদের সঙ্গে মিল রেখে এখন মানুষ তৈরি করি। তারা সমুদ্রের মাছ, আকাশের পক্ষী, পশু, বুকে হাঁটা প্রাণী এবং সমস্ত পৃথিবীর উপরে রাজত্ব করুক ''।

ঈশ্বর মনুষ্য পৃথিবীতে কর্তৃত্ব করার জন্য সৃষ্টি করেছিলেন সেই বিষয়ে গীতসংহিতাতেও আমরা দেখতে পাই ।

গীতসংহিতা ৮:৪-৬ '' তখন ভাবি, মানুষ এমন কি যে, তুমি তার বিষয় চিন্তা কর? মানুষের সন্তানই বা কি যে, তুমি তার দিকে মনোযোগ দাও? তুমি মানুষকে স্বর্গদূতের চেয়ে সামান্য নিচু

করেছ, রাজমুকুট হিসাবে তুমি তাকে দান করেছ গৌরব ও সম্মান। তোমার হাতের সৃষ্টির শাসনভার তুমি তারই হাতে দিয়েছ আর তার পায়ের তলায় রেখেছ এই সব ''।

আদিপুস্তক ৯:৬ '' ঈশ্বর মানুষকে তার মত করেই সৃষ্টি করেছেন, সেইজন্য কোন মানুষকে যদি কেউ খুন করে তবে অন্য একজনকে সেই খুনির প্রান নিতে হবে''।

ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে পুরুষ এবং মহিলা তৈরি করা হয়েছিল এই বিষয়টিকে বোঝা গুরুত্বপূর্ণ কারণ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি হল একটি কর্তৃত্ব।

আদিপুস্তক ১:২৭ '' পরে ঈশ্বর তার মত করেই মানুষ সৃষ্টি করলেন, হ্যাঁ তিনি তার মত করেই মানুষ সৃষ্টি করলেন, সৃষ্টি করলেন পুরুষ ও স্ত্রীলোক করে''।

ঈশ্বরের প্রান দেওয়া হল

ঈশ্বর তাঁর হাত দিয়ে মাটির ধূলিকণা থেকে মানুষের দেহকে গঠন করেছিলেন এবং তারপরে তিনি তাঁর মধ্যে তিনি ফু দিয়ে জীবন বায়ু দিয়েছিলেন। ঈশ্বর তার স্বভাবকে মনুষ্যের মধ্যে নিঃশ্বাসের দ্বারা দিয়ে দিলেন।

তিনি আমাদের তার জীবন দিলেন, ঈশ্বরের প্রানবায়ু আমাদের মধ্যে রয়েছে!

আদিপুস্তক ২:৭ '' পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর মাটি দিয়ে একটি পুরুষ মানুষ তৈরি করলেন এবং তার নাকে ফুঁ দিয়ে তার ভিতরে জীবন বায়ু ঢুকিয়ে দিলেন। তাতে সেই মানুষ একটি জীবন্ত প্রাণী হল ''।

শয়তানের উপর কর্তৃত্ব

স্বর্গে যুদ্ধের পর, শয়তানকে পৃথিবীতে নিক্ষেপিত করা হল। আপনি কি তাঁর ভয়াবহতাটি কল্পনা করতে পারেন যখন সে দেখল যে ঈশ্বর মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের জীবনের শ্বাস দিয়েছেন এবং তারপরে পৃথিবীর বুকের প্রতিটি জীবন্ত জিনিসের উপরে এই নতুন সৃষ্টি অর্থাৎ মনুষ্যকে শাসন এবং কর্তৃত্ব করতে দিয়েছেন। এই দেখে শয়তান কতটা না ভয়ভিত হয়ে গেছিল।

শয়তান পৃথিবীতে বসবাস করছিল! মনুষ্যকে শয়তান এবং তার অনুগামীদের উপরেও কর্তৃত্ব করার অধিকার ঈশ্বর দিয়েছিলেন।

দুজনকেই কর্তৃত্ব দেওয়া হল

ঈশ্বর আদম এবং হবাকে একসাথে সৃষ্টি করেছিলেন, তাদেরকে তিনি পৃথিবীর সমস্ত কিছুর ওপর কর্তৃত্ব করার অধিকার দিলেন।

আদিপুস্তক ২ অধ্যায়ে আমরা হবার সৃষ্টির বিষয়ে দেখতে পাই।

আদিপুস্তক ২:২১–২৪ '' সেইজন্য সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমের উপর একটা গভীর ঘুম নিয়ে আসলেন, আর তাতে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। তখন তিনি তার একটা পাঁজর তুলে নিয়ে সেই

জায়গাটা বন্ধ করে দিলেন। আদম থেকে তুলে নেওয়া সেই পাঁজরটা দিয়ে সদাপ্রভু ঈশ্বর একজন স্ত্রীলোক তৈরি করে আদমের কাছে নিয়ে গেলেন। তাকে দেখে আদম বললেন, '' এবার হয়েছে''। এর হাড় মাংস আমার হাড় মাংস থেকেই তৈরি। পুরুষ লোকের দেহের মধ্য থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে বলে একে স্ত্রীলোক বলা হবে। এই জন্যই মানুষ মা-বাবাকে ছেড়ে তার স্ত্রীর সঙ্গে এক হয়ে থাকবে আর তারা দুজন একদেহ হবে ''।

*শুধু আদমকেই নয়

মনুষ্যের বিষয়ে প্রথমে উল্লেখ করে, ঈশ্বর বললেন, '' তারা রাজত্ব করুক''। তিনি এটি বলেননি যে , '' সে রাজত্ব করুক''।

আদিপুস্তক ১:২৬-২৮ক '' তারপর ঈশ্বর বললেন, '' আমরা আমাদের মত করে এবং আমাদের সঙ্গে মিল রেখে এখন মানুষ তৈরি করি। তারা সমুদ্রের মাছ, আকাশের পাখী, পশু, বুকে হাঁটা প্রাণী এবং সমস্ত পৃথিবীর উপর রাজত্ব করুক। পরে ঈশ্বর তার মত করেই মানুষ সৃষ্টি করলেন। হ্যাঁ, তিনি তার মত করি মানুষ সৃষ্টি করলেন, সৃষ্টি করলেন পুরুষ ও স্ত্রীলোক করে। ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ করে বললেন, '' তোমরা বংশবৃদ্ধির খমতায় পূর্ণ হও, আর নিজেদের সংখ্যা বাড়িয়ে পৃথিবী ভরিয়ে তোল এবং পৃথিবীকে নিজেদের শাসনের অধীনে আন। এছাড়া তোমরা সমুদ্রের মাছ, আকাশের পাখী এবং মাটির উপর ঘুরে বেড়ানো প্রত্যেকটি জীবন্ত প্রাণীর উপরে রাজত্ব কর''।

পুরুষ নারীর উপর কর্তৃত্ব করবে না, বা একজন নারী পুরুষের উপরে কর্তৃত্ব করবে না, বরং এক দেহ হিসাবে তাদেরকে এই পৃথিবীতে কর্তৃত্ব ও অধিকারের সাথে একসাথে চলতে হবে ।

একসঙ্গে তাদের কর্তৃত্ব দেওয়া হলঃ

*সমুদ্রের মাছ

*আকাশের পক্ষী

*মাটির উপর ঘুরে বেড়ানো জীবন্ত প্রাণী

*সমস্ত পৃথিবী

*সমস্ত জীবন্ত প্রাণী

*অন্য মানুষের উপর নয়

একজন মনুষ্যের উপরে আরেকজন মনুষ্যের কর্তৃত্ব করার অধিকার নেই। পৃথিবীতে ঈশ্বরের সৃষ্ট মনুষ্য বাদে সমস্ত কিছুর উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার দেওয়া হয়েছে।এবং শয়তান ও মন্দ আত্মাদের উপরেও মনুষ্যকে কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে।

গ্রহ পৃথিবী গ্রহ ব্যতীত সমগ্র মহাবিশ্বে ঈশ্বরের পরম কর্তৃত্ব এবং আধিপত্য ছিল । এখানে তিনি নর ও নারী নামক এই নতুন ঈশ্বরের মতো প্রাণীদের সমস্ত কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন।

মনুষ্যকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে

*বিভক্তি

ঈশ্বর আব্রাহামকে স্বাধীন সত্তা দিয়েছিলেন। তার কাছে ঈশ্বরের বাধ্য বা অবাধ্য হবার স্বাধীন ক্ষমতা ছিল। মনুষ্য জাতিকে নির্বাচন করার স্বাধীন সত্তা দেওয়া হয়েছিল।

মানুষের নির্বাচন ক্ষমতার প্রকাশ বাগানের মধ্যে ঈশ্বরের বাধ্য এবং অবাধ্যতার মধ্যে, ভাল এবং মন্দ জ্ঞানের গাছ খাওয়ার মধ্যে বা এটি না খাওয়ার মধ্যে পরীক্ষিত হয়েছিল।

আদিপুস্তক ২:১৬-১৭ '' আর সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে এই আজ্ঞা দিলেন, তুমি এই উদ্দ্যানের সমস্ত বৃক্ষের ফল স্বাছন্দে ভোজন করিও; কিন্তু সদসদ জ্ঞানদায়ক যে বৃক্ষ তাঁহার ফল ভোজন করিও না, কেননা যে দিন তাঁহার ফল খাইবে সেই দিন মরিবেই মরিবে ''।

শয়তান মনুষ্যকে ঘৃণা করে

শয়তান আদম ও হবাকে ঘৃণা করত কারন তারা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট হয়েছিল। শয়তান যা কিছু বলের দ্বারা নেবার চেষ্টা করেছিল সেগুলি সৃষ্টির সময় তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল।

*তার ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট হয়েছিল

*তারা ঈশ্বরের মত কথা বলত

*তারা ঈশ্বরের মত হাঁটত

তাদেরকে পৃথিবীর সমস্ত কিছু এমনকি শয়তানের উপরেও কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছিল। শয়তান যেসবের উপর কর্তৃত্ব করত সেই সমস্ত কিছুর উপর ঈশ্বর মনুষ্যকে কর্তৃত্ব প্রদান করেছিল।

শয়তানের সবথেকে বড় ভয়

শয়তান আমাদের কর্তৃত্বকে জানে। সে জানে ঈশ্বর কি বলেছিল এবং কি করেছিল। তাঁর পক্ষে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা জান আমাদের কর্তৃত্বকে না জানতে পারি। শয়তান চায় যে, আমরা যেন ঈশ্বর প্রদত্ত কর্তৃত্বকে বুঝতে না পারি এবং আমরা এই কর্তৃত্বের পথে চলতে শুরু না করি।

শয়তানের" , আমার ইচ্ছা "

আমরা জানি যে, শয়তানের '' আমার ইচ্ছা'' কথাটি যিশাইয় পুস্তকে পাই।

যিশাইয় ১৪:১৩-১৫ তুমি তোমার হৃদয়ে বললেঃ

আমি স্বর্গারোহণ করিব

ঈশ্বরের নক্ষত্রগনের উপরে আমার সিংহাসন উন্নত করব

সমাগম পর্বতে, উত্তরদিকের প্রান্তে উপবিষ্ট হব

আমি মেঘরুপ উচ্চস্থলির উপরে উঠব

আমি পরাৎপরের তুল্য হব

তুমি ত নামান যাইবে পাতালে, গর্তের গভীরতম তলে।

সমস্ত কিছুই মনুষ্যকে দেওয়া হল

শয়তান যার জন্য বিদ্রোহ করলো, সেই সমস্ত কর্তৃত্ব ঈশ্বর মনুষ্যকে প্রদান করলেন।

*শয়তান বলেছিল, '' আমি স্বর্গারোহণ করব''।

ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগীতা করার জন্য মনুষ্যকে সৃষ্টি করা হয়েছিল।এই মহাবিশ্বের ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলতে এবং চলার জন্য আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। ঈশ্বরের সঙ্গে রাজত্ব করার জন্য আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে ।

প্রকাশিত বাক্য ২০:৬ '' যে কেহ এই প্রথম পুনরুত্থানের অংশী হয়, সে ধন্য ও পবিত্র, তাহাদের উপরে দ্বিতীয় মৃত্যুর কোন কর্তৃত্ব নাই, কিন্তু তাহারা ঈশ্বরের ও খ্রিষ্টের যাজক হইবে এবং সেই সহস্র বছর তাঁহার সঙ্গে রাজত্ব করবে''।

*শয়তান বলেছিল, '' ঈশ্বরের নক্ষত্রগনের উপরে আমার সিংহাসন উন্নত করব''।

ঈশ্বরের নক্ষত্রগণ বলতে স্বর্গদূতদের কথা বলা হয়েছে। শয়তান সমস্ত স্বর্গদূতদের উপরে গুরুত্বপূর্ণ হতে চেয়েছিল।

প্রেরিত পৌল লিখেছিলেন যে একদিন আমরা স্বর্গদূতদের বিচার করব

১করিন্থিয় ৬:২,৩ '' তোমরা কি জান না যে, ঈশ্বরের লোকেরাই জগতের বিচার করবে? যখন তোমরা জগতের বিচার করবে তখন তোমরা কি সামান্য বিষয়ের বিচার করতে পার না?

তোমরা কি জান না আমরা স্বর্গদূতদেরও বিচার করব? তাই যদি হয় তবে এই জগতের বিষয় তো সামান্য কথা!''

*শয়তান বলেছিল, ''আমি সমাগম পর্বতে, উত্তরদিকের প্রান্তে উপবিষ্ট হব''।

আমরাও যীশুর সঙ্গে স্বর্গীয় স্থানে বসে আছি।

ইফিষীয় ২:৬... '' আমরা খ্রিষ্ট যীশুর সঙ্গে যুক্ত হয়েছি বলে ঈশ্বর আমাদের খ্রিষ্টের সঙ্গে জীবিত করে খ্রিষ্টের সঙ্গেই স্বর্গে বসিয়েছেন।

*শয়তান বলেছিল, '' আমি মেঘরুপ উচ্চস্থলির উপরে উঠব''।

আমরা যীশুর সঙ্গে মেঘের মধ্যে সাক্ষাৎ করব।

১থিসলনকীয় ৪:১৬,১৭ '' জোর গলায় আদেশের সঙ্গে এবং প্রধান দূতের ডাক ও ঈশ্বরের তুরীর ডাকের সঙ্গে প্রভু নিজেই স্বর্গ থেকে নেমে আসবেন। খ্রিষ্টের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যারা মারা গেছে তখন তারাই প্রথমে জীবিত হয়ে উঠবে। তার পরে আমরা যারা জীবিত ও বাকি থাকব, আমাদেরও আকাশে প্রভুর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য তাদের সঙ্গে মেঘের মধ্যে তুলে নেওয়া হবে। আর এইভাবে আমরা চিরকাল প্রভুর সঙ্গে থাকব''।

*শয়তান বলেছিল, '' আমি পরাৎপরের তুল্য হব ''।

মনুষ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট হয়েছিল। এখন আপনারা বুঝতে পারছেন যে শয়তান কেন মনুষ্যকে এতটা ঘৃণা করেন?

আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছেঃ

*ঈশ্বরের সাদৃশ্যে

*ঈশ্বরের মত কথা বলা

*ঈশ্বরের মত চলাফেরা করা এবং

*ঈশ্বরের সঙ্গে রাজত্ব করতে!

শয়তানের কাছে এটা কতটা অবমাননাকর যে, সে যার জন্য বিদ্রোহে করার চেষ্টা করেছিল তা সমস্ত কিছুই আমাদের দেওয়া হয়েছে।

গীতসংহিতা ১১৫:১৬ '' স্বর্গ হল সদাপ্রভুরই স্বর্গ, কিন্তু পৃথিবীটা তিনি মানুষকে দিয়েছেন''।

পুনরালোচনার জন্য প্রশ্ন

১। আপনার নিজের ভাষায় পৃথিবীর উৎস সম্বন্ধে লিখুন, শয়তানের পতন এবং পৃথিবীর ফলাফলের বিষয়ে ব্যাখ্যা করুন

২। পৃথিবী পুনরুদ্ধার করার সময় ঈশ্বর কীভাবে কর্তৃত্ব ও রাজত্বের কাজ করেছিলেন তা বর্ণনা করুন।

৩। শয়তান আপনাকে কেন ঘৃণা করে তা ব্যাখ্যা করুন। আপনি কি করেছেন যে শয়তান আপনাকে ঘৃণা করে?

তৃতীয় অধ্যায় (CHAPTER 3)

শয়তানের প্রতারনার পরিকল্পনা

শয়তান দেখেছিল যে আদম এবং হবা, এবং এইভাবে সমস্ত মানবজাতিকে ঈশ্বরের সমান একই জীবন এবং প্রকৃতি দেওয়া হয়েছিল । শয়তান নিশ্চয়ই আতঙ্কিত হয়েছিল যে মানবজাতির এখন এই পৃথিবীর সমস্ত কিছুর উপরে কর্তৃত্ব রয়েছে।

মানুষ ঈশ্বরের মত লাগছিল। তারা ঈশ্বরের মতো চলাফেরা করেছিল। শয়তানের ঈশ্বরের প্রতি যত ঘৃণা ছিল, সেগুলির জন্য সে মানুষের শত্রু হয়ে গেল। সে মানুষকে সফল হতে দিতে চায়নি। সুতরাং, শয়তান তার নিজস্ব পরিকল্পনা তৈরি করেছিল!

শয়তানের পরিকল্পনা

প্রতারনা

শয়তান স্বর্গের স্বর্গদূতদের সঙ্গেও প্রতারণা করেছিল এবং এক তৃতীয়াংশ স্বর্গদূতেরা তাকে বিদ্রোহে অনুসরণ করেছিল। প্রতারণার করাতে সে অভিজ্ঞ ছিল।

ঈশ্বর মানবজাতিকে একটি স্বাধীন ইচ্ছা দিয়েছিলেন – তারা বাধ্য হবে কি অবাধ্য হবে তারা নিজেরাই বেছে নিতে পারে। সেই পছন্দের স্বাধীনতার সাথে, অবাধ্যতার জন্য তিনি একটি শাস্তির কথাও বলে দিয়েছিলেন।

আদিপুস্তক ২:১৭ '' কিন্তু ভাল মন্দ জ্ঞানের যে গাছটি রয়েছে তার ফল তুমি খাবে না, কারন যেদিন তুমি তার ফল খাবে সেই দিন নিশ্চয়ই তোমার মৃত্যু হবে''।

শয়তান ছদ্মবেশ ধরে

ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প্রশ্ন করল

শয়তান সর্পের ছদ্মবেশ নিয়ে এসেছিল যাতে সে অলক্ষিত ভাবে বাগানে আসতে পারে । তার বাগানে যাওয়ার কোন অধিকার ছিল না এবং শয়তান যদি ছদ্মবেশ ছাড়াই সাহসের সাথে বাগানে আসত তবে আদম তাকে অবশ্যই বাগান থেকে বিতাড়িত করে দিত।

আদিপুস্তক ৩:১ক '' সদাপ্রভু ঈশ্বরের তৈরি ভূমির জীবজন্তুদের মধ্যে সাপ ছিল সবচেয়ে চালাক''।

"চালাক কথার অর্থ হল, চালাকি বা ছলনাকারী।

শয়তান সর্পের মধ্যে দিয়ে হবার সাথে কথা বলছিল । আজও মন্দ আত্মা দেহের মধ্যে প্রবেশ করে। এটি তাদের ছদ্মবেশ এবং তারা যে মন্দতা অর্জন করতে চায় তার জন্য তারা ছদ্মবেশ ধারন করে।

আদিপুস্তক ৩:১খ '' এই সাপ একদিন সেই স্ত্রীলোকটিকে বলল, '' ঈশ্বর কি সত্যি তোমাদের বলেছেন যে, বাগানের সব গাছের ফল তোমরা খেতে পারবে না?

শয়তান, ঈশ্বর যা বলেছিলেন তা নিয়ে প্রশ্ন করেছিল এবং একই সময়ে পাপের জন্য শাস্তিকে প্রবেশ করিয়েছিল।

*ঈশ্বরের কথার উক্তি

লক্ষ্য করুন যে শয়তান ঈশ্বরের বাক্যগুলিকে তার প্রতারণার সাথে যুক্ত করার জন্য উদ্ধৃতি দিয়েছিল।

আদিপুস্তক ৩:২,৩ '' উত্তরে স্ত্রীলোকটি বললেন, '' বাগানের গাছের ফল আমরা খেতে পারি। তবে বাগানের মাঝখানে যে গাছটি রয়েছে তার ফল সম্বন্ধে ঈশ্বর বলেছেন, '' তোমরা তার ফল খাবেও না, ছোঁবেও না, তা করলে তোমাদের মৃত্যু হবে''।

হবা, ঈশ্বর আসলে যা বলেছিলেন তাতে "স্পর্শ" যুক্ত করেছিলেন, কিন্তু তবুও তিনি শাস্তির কথাকে মনে রেখেছিলেন।

*শয়তানের মিথ্যা

৩:৪খ পদ '' কিছুতেই তোমরা মরবে না''।

শয়তান ঈশ্বর যা বলেছিলেন তার বিরোধিতা করেছিল, কিন্তু হবা এখনও তার কথা শুনতে অবিরত ছিল। অতঃপর শয়তান পাপের প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ।

*তুমি ঈশ্বরের মত হয়ে যাবে

৩:৫পদ '' ঈশ্বর জানেন, যেদিন তোমরা সেই গাছের ফল খাবে সেই দিনই তোমাদের চোখ খুলে যাবে। তাতে ভালো মন্দের জ্ঞান পেয়ে তোমরা ঈশ্বরের মতই হয়ে উঠবে''।

শয়তান, হবা এবং আদমকে বলেছিল, "তোমার চোখ খুলে যাবে এবং তুমি ঈশ্বরের মতো হয়ে যাবে!" তারা ইতিমধ্যে ঈশ্বরের মতই ছিল কিন্তু শয়তান তাদের ঠকিয়েছিল।

আদম ও হবা পাপ করল

দুজনেই পাপ করল

অনেক সময়, আমরা হবাকে একা চিত্রিত করি যখন সর্প ছদ্মবেশে শয়তান তার কাছে আসে। কিন্তু শাস্ত্র এটা বলে না। ছয় পদে আমারা দেখতে পাই যে, '' সেই ফল তিনি তার স্বামীকেও দিলেন এবং তার স্বামিও তা খেলেন''।

তারা উভয়েই ঈশ্বরের বাক্যের অবাধ্য হয়েছিল , তাদের নিজস্ব জ্ঞানকে অনুসরণ করেছিল, এবং শয়তানের কথা শুনেছিল এবং ফলটি খেয়েছিল।

৩:৬ পদ '' স্ত্রীলোকটি যখন বুঝলেন যে, গাছটার ফলগুলো খেতে ভালো হবে এবং সেগুলো দেখতেও সুন্দর আর তা ছাড়া জ্ঞান লাভের জন্য কামনা করবার মত বটে, তখন তিনি কয়েকটা ফল পেড়ে নিয়ে খেলেন। সেই ফল তিনি তার স্বামীকেও দিলেন এবং তার স্বামীও তা খেলেন''।

যখন আদম এবং হবা ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছিল এবং ফলটি খেয়েছিল, তখন ঈশ্বরের প্রকৃতি তাদের ছেড়ে চলে গেছিল। তারা গৌরবময় আলোয় পোশাক পরেছিল-ঈশ্বরের প্রকৃতি ।কিন্তু তারা এখন উলঙ্গ ছিল।

ভাল-মন্দের জ্ঞানের গাছটি ব্যবহার করে শয়তান আদম ও হাওয়াকে প্রতারণা করেছিল, ঠকিয়েছিল এবং তাদের পরাজিত করেছিল। শয়তান পরিবর্তন হয়নি। তার কৌশল আজও একই রয়েছে!

তারা পরিত্যক্ত হয়েছিল

*পরাজিত

*উলঙ্গ

শয়তান তাদের প্রতারিত করেছিল এবং মানবজাতির আচ্ছাদন, আধিপত্য এবং কর্তৃত্বকে ছিনিয়ে নিয়েছিল।

আদিপুস্তক ৩:৭ '' এতে তখনই তাদের দুজনের চোখ খুলে গেল। তারা বুঝতে পারলেন যে, তারা উলঙ্গ অবস্থায় আছেন। তখন তারা কতগুলো ডুমুরের পাতা একসঙ্গে জুড়ে নিয়ে নিজেদের জন্য খাটো ঘাগরা তৈরি করে নিলেন''।

*ভয়ভীত

*লুকিয়ে পড়ল

শয়তান আদম ও হবাকে পরাস্ত করেছিল। এখন, এই পৃথিবীর প্রাক্তন শাসকরা একটি ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে ছিল।

আদিপুস্তক ৩:১০ '' তিনি বললেন, '' বাগানের মধ্যে আমি তোমার গলার আওয়াজ শুনেছি। কিন্তু আমি উলঙ্গ, তাই ভয়ে লুকিয়ে আছি।

*তারা তখনও ঈশ্বর সাদৃশ্যে ছিল

এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে আদম এবং হবা পাপ করার পরেও তারা ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবিতে তৈরি হয়েছিল । তবে তাদের মধ্যে আর ঈশ্বরের জীবন ছিল না।তারা আত্মিকভাবে মৃত হয়ে গেছিল।

আদিপুস্তক ৯:১,২,৬ '' ঈশ্বর নোহ আর তার ছেলেদের আশীর্বাদ করে বললেন, '' তোমরা বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা দ্বারা সংখ্যায় বেড়ে ওঠো এবং পৃথিবী ভরে তোল ।পৃথিবীর সব জীবজন্তু, আকাশের পাখী, বুকে হাঁটা প্রাণী, আর সমুদ্রের মাছ তোমাদের ভীষণ ভয় করে চলবে। এগুলো তোমাদের হাতেই দেওয়া হল।

ঈশ্বর মানুষকে তার মত করেই সৃষ্টি করেছেন, সেইজন্য কোন মানুষকে যদি কেউ খুন করে তবে অন্য একজনকে সেই খুনির প্রান দিতে হবে''।

মনুষ্য তখন পর্যন্ত

*ফলবান

*বহুবন্ত

*পৃথিবী ভরে তুলল

*পরাধীন

*আধিপত্য এবং শাসন করা

এখন, যন্ত্রণায় এটি করা হবে, কপালের ঘাম দ্বারা এবং সমস্ত জীবন্ত জিনিস মানবজাতির ভয়ে বাস করবে।

পুনরালোচনা

ঈশ্বর আদম এবং হবা এই পৃথিবী শাসনের জন্য তৈরি করেছিলেন। তবে, মানুষ যখন ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছিল এবং তাঁর ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিপরীতে ব্যবহার করেছিল, তখন তারা আধ্যাত্মিকভাবে মারা গিয়েছিল। তাদের থেকে ঈশ্বরের দেওয়া কর্তৃত্ব এবং আধিপত্য ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

ঈশ্বরের ইচ্ছা পুরুষ ও মহিলাদের কর্তৃত্ব এবং আধিপত্যের অধিকারী হোক

শয়তানের ইচ্ছা মানবজাতির ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ছিল।

আদম এবং হবার সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার ছিল –

তাদের নিজের ইচ্ছা ছিল

তারা তাদের ইচ্ছাকে শয়তানের সাথে যুক্ত করেছিল

শয়তান আদমের থেকে কর্তৃত্ব চুরি করেছিল:

সেটি হল এই বিশ্বের শাসক, এই বিশ্বের রাজপুত্র।

মনুষ্যের পাপের পর

অভিশাপ নেমে এসেছিল

*সাপের উপরে

যেহেতু সর্প শয়তানকে তার দেহ ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছিল, তাই সমস্ত সর্পগুলিকে একটি অভিশাপ দেওয়া হয়েছিল।

আদিপুস্তক ৩:১৪ '' তখন সদাপ্রভু ঈশ্বর সেই সাপকে বললেন, তোমার এই কাজের জন্য ভূমির সমস্ত গৃহপালিত আর বন্য প্রাণীদের মধ্যে তুমি সবচেয়ে বেশী অভিশপ্ত। তুমি সারা জীবন পেটের উপর ভর করে চলবে এবং ধুলা খাবে''।

*নারীর উপর

নারীর উপর অভিশাপের দুটি অংশ ছিল। তারা শিশু প্রসবের বেদনা সহ্য করবে এবং পুরুষ তার উপরে রাজত্ব করবে।

আদিপুস্তক ৩:১৬ '' তারপর তিনি সেই স্ত্রীলোকটিকে বললেন, '' আমি তোমার গর্ভকালীন অবস্থায় তোমার কষ্ট অনেক বাড়িয়ে দেব। তুমি যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে সন্তান প্রসব করবে। স্বামীর জন্য তোমার খুব কামনা হবে। আর সে তোমার উপর কর্তৃত্ব করবে ''।

কোনও মহিলা যখন যীশুকে তাঁর ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তা হিসাবে গ্রহণ করবে, তখন সে তার পুরানো অবস্থানটি ফিরে পাবে। যীশু তার জন্য সমস্ত অভিশাপ নিজের উপর নিয়ে নিয়েছেন।

গালাতিয় ৩:১৩ '' আইন কানুন অমান্য করবার দরুন যে অভিশাপ আমাদের উপর ছিল, খ্রিষ্ট সেই অভিশাপ নিজের উপর নিয়ে আমাদের মুক্ত করেছেন। পবিত্র শাস্ত্রে এই কথা লেখা আছে, '' যাকে গাছে টাঙ্গানো হয় সে অভিশপ্ত ''।

*পুরুষের উপর

পুরুষের উপর অভিশাপ নেমে আসল যে সে সারা জীবন ভীষণ পরিশ্রম করে তবে সে মাটির ফসল খাবে।

আদিপুস্তক ৩:১৭ '' তারপর তিনি আদমকে বললেন, '' যে গাছের ফল খেতে আমি নিষেধ করেছিলাম তুমি তোমার স্ত্রীর কথা শুনে তা খেয়েছ। তাই তোমার দরুন মাটি অভিশপ্ত হল। সারা জীবন ভীষণ পরিশ্রম করে তবে তুমি মাটির ফসল খাবে''।

*পৃথিবীর উপর

পৃথিবীও অভিশপ্ত হয়েছিল।

১৮,১৯ পদ, '' তোমার জন্য মাটিতে কাঁটাগাছ ও শিয়ালকাঁটা গজাবে, কিন্তু তোমার খাবার হবে ক্ষেতের ফসল। যে মাটি থেকে তোমাকে তৈরি করা হয়েছিল সেই মাটিতে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তোমাকে খেতে হবে। তোমার এই ধুলার দেহ ধুলাতেই ফিরে যাবে''।

*শয়তানের উপর

শয়তান মানবজাতির উপরে তাঁর দুর্দান্ত বিজয় অর্জন করার সাথে সাথেই ঈশ্বর তাঁর প্রতি অভিশাপ ঘোষণা করেছিলেন।

আদিপুস্তক ৩:১৫ '' আমি তোমার ও স্ত্রীলোকের মধ্যে এবং তোমার বংশ ও স্ত্রীলোকের মধ্য দিয়ে আসা বংশের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করব। সেই বংশের একজন তোমার মাথা পিষে দেবে আর তুমি তার পায়ের গোড়ালিতে ছোবল মারবে''।

শয়তান যখন সর্পের অভ্যন্তরে ছিল,তখন ঈশ্বর তার সাথে কথা বলল এবং তাকে বলল যে নারীর বংশ তার মাথা চূর্ণ করবে।

উদ্ধারের প্রতিশ্রুতি!

শয়তানের উপর চাপানো অভিশাপ আসন্ন মশীহের প্রথম প্রতিশ্রুতিও ছিল। "বংশ" হল যীশুর জন্য ভবিষ্যদ্বাণী যিনি একজন নারীর গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ।

শয়তান যীশুর পায়ের নীচে থাকবে।যীশু তার পা দিয়ে শয়তানের মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করবেন।

ভবিষ্যতের চিহ্ন

মানুষের পতনের ঘটনায় ভবিষ্যতের বিভিন্ন ধরনের চিহ্ন রয়েছে।

*ডুমুর পাতা

ডুমুর পাতাগুলি আদম এবং হবা নিজেদের ঢাকতে ব্যবহার করেছিল সেটি মানুষের নিজের পাপ ঢাকা দেবার চেষ্টা করার এক প্রতীক । এগুলি মানুষের দ্বারা নির্মিত ধর্মগুলির প্রতীক।

*পশু উৎসর্গ

ঈশ্বরের প্রথম রক্তপাতের ব্যবস্থা আদম এবং হবার পাপকে ঢাকার জন্য করেছিলেন । এটি ছিল যীশুর জন্য একটি চিহ্ন বা এক প্রতীক, যাকে পুরো পৃথিবীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে নিজেকে হত হতে হবে।

ঈশ্বরের পরিকল্পনা

এমনকি মানব জাতির ইতিহাসের সবচেয়ে অন্ধকারতম সময়েও ঈশ্বরের মানবজাতির জন্য পরিত্রাণের পরিকল্পনা ছিল । ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রিস্ট তাঁর নিজের ইচ্ছা অনুসারে আমাদের জন্য তাঁর জীবন দান করবেন।

তাঁর মৃত্যুর দ্বারা তিনি শয়তানকে পরাজিত করবেন । শয়তান যীশুর গোড়ালিতে আঘাত করবে , কিন্তু যীশু শয়তানের মাথা চূর্ণ করবেন। শয়তানের কর্তৃত্ব চূর্ণ করা হবে এবং ঈশ্বরের আসল পরিকল্পনা অনুসারে কর্তৃত্ব মানবজাতির জন্য পুনরুদ্ধার করা হবে।

শয়তানের পরিকল্পনা

শয়তানের ছলনা

শয়তান ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট পুরুষ এবং নারীকে যাদের সর্বদা শুধু ঘৃণা করেছে। তাঁর প্রতারণার পরিকল্পনা কখনও থামেনি। প্রতারণার মাধ্যমে, যুগে যুগে সে আধ্যাত্মিক নেতাদের কাছ থেকে তাদের ক্ষমতাকে কেড়ে নিয়েছে। তারা অন্ধের মত সব অন্ধ নেতা হয়ে গেছে।

শয়তানের কাজ

শয়তান তার বাহিনীকে পুরো যুদ্ধের পরিকল্পনার জন্য সংগঠিত করেছে । অন্ধকারের শাসক প্রত্যেক জাতিকে প্রতিটি পুরুষ, মহিলা এবং শিশুকে তার দাসত্ব করার জন্য নিজেকে নিযুক্ত করেছে। তাদের নির্দেশাবলী হ'ল চুরি করা, হত্যা করা এবং ধ্বংস করা।

ঈশ্বর মানবতার আইন এনেছেন যাতে তারা পাপের জন্য ক্ষমা পেতে পারে এবং তাঁর সাথে সহভাগীতায় চলতে পারে। কিন্তু মানবজাতির অবাধ্যতার কারণে শয়তান চার-হাজার বছর ধরে পৃথিবীতে রাজত্ব করে চলেছে।

মনুষ্যকে সৃষ্টি করা হল তারা যেন এই

গ্রহের মধ্যে রাজত্ব করতে পারে যেখানে এখনঃ

অন্ধ রাস্তার পাশে ভিক্ষা করে,

দুর্বলতার আত্মার মধ্যে সকলে আবদ্ধ রয়েছে,

মন্দ আত্মার দ্বারা সবাই আবদ্ধ হয়ে আছে

ঈশ্বরের মতো দেখতে তৈরি করা মুখ এবং দেহ,

ভয়ঙ্কর কুষ্ঠরোগ দিয়ে খেয়ে ফেলা হয়েছে।

শাসন এবং কর্তৃত্ব করার জন্য পুরুষ এবং মহিলা সৃষ্টি করা হয়েছিল কিন্তু তারা এখন পরাজিতের জীবনযাপন করছে।

পুনরালোচনার জন্য প্রশ্ন

---

১. শয়তান কেন পুরুষ ও মহিলা নামক প্রাণীটিকে এত মারাত্মকভাবে ঘৃণা করেছিল তা ব্যাখ্যা করুন।

২. মানুষের পাপ ও পতনের ফলাফল বর্ণনা কর।

৩. আদিপুস্তক :৩:১৫ পদে হিসাবে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি কী ছিল?

চতুর্থ অধ্যায় (CHAPTER 4)

তারপর যীশু এলেন – ঈশ্বরের পরিকল্পনা

প্রথম আদম – শেষ আদম

ঈশ্বর তার পুত্রকে প্রেরন করলেন

যখন আদম ও হবা প্রথম পাপ করেছিল, ঈশ্বর তখন তার পুত্রকে প্রেরন করার প্রতিশ্রুতি দিলেন, নারীর গর্ভের ফল, যে সর্পের মস্তক চূর্ণ করবে। (আদিপুস্তক ৩:১৫) উদ্ধারকর্তার প্রথম প্রতিশ্রুতির বিষয়ে পৌল আবার তুলে ধরেছেন।

গালাতিয় ৪:৪,৫ '' কিন্তু কাল সম্পূর্ণ হলে ঈশ্বর আপনার নিকট হইতে আপন পুত্রকে প্রেরন করিলেন, তিনি স্ত্রীজাত, ব্যবস্থার অধীনে জাত হইলেন, যেন তিনি মূল্য দিয়া ব্যবস্থার অধীন লোকদিগকে মুক্ত করেন যেন আমরা দত্তকপুত্র প্রাপ্ত হই''।

যীশুর ক্রুশেতে মৃত্যুর দ্বারা মনুষ্যের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক এবং সমস্ত কর্তৃত্ব আবার পুনরুদ্ধার হয়।

পাপ এবং তার জরিমানা থেকে তার ফলে আসা সমস্ত অভিশাপ থেকে মনুষ্য উদ্ধার পায় এবং নতুন জন্মপ্রাপ্ত হবার পর ঈশ্বরের পরিবারের সদস্য হয় । সে এক নতুন সৃষ্টি হয়ে যায়। সে আবার ঈশ্বরের আত্মাকে নিজের মধ্যে ফিরে পায়।

আদম পাপ নিয়ে আসলো

আদমের অবাধ্যতার কারনে পৃথিবীতে পাপ প্রবেশ করল।

রোমীয় ৫:১২ ''অতএব যেমন এক মনুষ্য দ্বারা পাপ, ও পাপ দ্বারা মৃত্যু জগতে প্রবেশ করল, আর এই প্রকারে মৃত্যু সমুদয় মনুষ্যের কাছে উপস্থিত হল, কেননা সকলে পাপ করল''।

যীশু আনলেন

*ধার্মিকতা

একজন মানুষ যীশুর সম্পূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে অনেকে ধার্মিক হতে পারেন।

১৯পদ '' কারন যেমন সেই এক মনুষ্যের অবাধ্যতার দ্বারা অনেককে পাপী বলে ধরা হল তেমনি সেই আর এক ব্যক্তির বাধ্যতার দ্বারা অনেককে ধার্মিক বলে ধরা হবে''।

*সুসমাচার

আদম এবং হবা পাপ করার পরে, যখন তারা জানল যে ঈশ্বর আসছেন, তখন তারা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। ঈশ্বরের পুত্র যীশু আসলেন এবং স্বর্গদূতরা বললেন, 'ভয় কোরো না! এটি তোমাদের জন্য সুসংবাদ ''।

লুক ২:১০,১১ '' সেই স্বর্গদূত তাদের বললেন, 'ভয় নেই, দেখ আমি তোমাদের কাছে এক আনন্দের সংবাদ নিয়ে এসেছি। এই সংবাদ সকলের জন্য মহা আনন্দের হবে। কারণ রাজা দায়ূদের নগরে আজ তোমাদের জন্য একজন ত্রাণকর্তার জন্ম হয়েছে। তিনি খ্রীষ্ট প্রভু''।

*মনুষ্যের কাছে শান্তি

একজন স্বর্গদূত সেই রাতে বেথেলহেম পাহাড়ের রাখালদের কাছে বার্তাটি পৌছে দিয়েছিল, কিন্তু স্বর্গে যে আনন্দ ছিল তা এতই দুর্দান্ত ছিল, আত্মিক রাজ্যটি প্রাকৃতিক রাজ্যে মধ্যে প্রবেশ করেছিল।

১৩,১৪ পদ, ''সেই সময় হঠাত্ স্বর্গীয় বাহিনীর এক বিরাট দল ঐ স্বর্গদূতদের সঙ্গে য়োগ দিয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে করতে বললেন। 'স্বর্গে ঈশ্বরের মহিমা, পৃথিবীতে তাঁর প্রীতির পাত্র মনুষ্যদের মধ্যে শান্তি''।

খ্রীষ্টের জন্মের পরেও কী অপূর্ব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। "পৃথিবীতে শান্তি, মানুষের প্রতি শুভ কামনা!"

আনন্দ বর্ণনা করার জন্য কোনও শব্দ নেই

সমগ্র মহাবিশ্ব জুড়ে আনন্দ অনুভূত হচ্ছে

স্বর্গদূতরা আনন্দের সাথে

রাখালদের উন্মুক্ত দৃষ্টিতে

প্রশংসা গান করল।

এমনকি তারারাও তার জন্মকে ঘোষণা করল !

যীশু এই পৃথিবীতে একজন মানুষ হিসাবে কাজ করেছেন!

এই পৃথিবীতে থাকাকালীন যীশু কি ঈশ্বরের কর্তৃত্ব এবং শক্তি নিয়ে কাজ করেছিলেন, নাকি একজন মানুষ হিসাবে – পবিত্র আত্মার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত?

যীশু হলেন শেষ আদম

পৌল যীশুকে শেষ আদম বলে উল্লেখ করেছেন।

১করিন্থিয় ১৫:৪৫ '' শাস্ত্রে এই কথাও বলছে: 'প্রথম মানুষ (আদম) সজীব প্রাণী হল;আর শেষ আদম (খ্রীষ্ট) জীবনদায়ক আত্মা হলেন ''।

যীশু, সর্বশেষ আদম হিসাবে, পৃথিবীতে এলেন এবং কর্তৃত্বের সহিত সেবাকাজ করলেন। যা তিনি প্রথম আদমকে করার জন্য সৃষ্টি করেছিলেন ,সেটি তিনি নিজেই করলেন।

এটি বুঝা খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি কেবলমাত্র সর্বশেষ আদম হিসাবে আইন পূরণ করার দ্বারাই, যীশু আমাদের আইন থেকে মুক্ত করতে পারেন। কেবলমাত্র মানুষ হয়েই তিনি আমাদের পরিত্রাতা হতে পারেন। শয়তান প্রথম আদমের কাছ থেকে যে কর্তৃত্ব নিয়ে নিয়েছিল তা ফিরে পাওয়ার জন্য যীশু মানুষ হিসাবে শয়তানকে পরাজিত করেছিলেন।

যেহেতু যীশু আদমের পরে প্রথম নিখুঁত মানুষ ছিলেন, তাই আদমকে দেওয়া সমস্ত কর্তৃত্ব তার কাছেও ছিল। পবিত্র আত্মা যখন তাঁর উপরে এসেছিল তখন তিনি ঈশ্বরের শক্তির দ্বারা পূর্ণ হয়েছিলেন।

যীশুর বাপ্তিস্ম

*আত্মা তার উপরে এল

যীশুর উপর ঈশ্বরের আত্মা অবতরিত হতে বাপ্তিস্মদাতা যোহন চাক্ষুশ দেখেছিলেন।এবং এই ঘটনাটি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে এর বিষয়ে চারটি সুসমাচারে উল্লেখিত রয়েছে।(মার্ক ১:১০, লুক ৩:২২, যোহন ১:৩২)।

মথি ৩:১৬ '' যীশু বাপ্তাইজিত হয়ে জল থেকে উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সামনে আকাশ খুলে গেল, আর তিনি দেখলেন ঈশ্বরের আত্মা কপোতের মতো নেমে তাঁর ওপরে আসছেন ''।

*আশ্চর্য কাজ সম্পাদিত হল

যীশু তাঁর জীবনের প্রথম ত্রিশ বছরের মধ্যে কোনও অলৌকিক কাজ করেন নি, কিন্তু তিনি যখন তাঁর সেবাকাজ শুরু করলেন

তখন পবিত্র আত্মা তাঁর উপরে এসেছিল। এরপরে, পবিত্র আত্মার শক্তিতে যীশুর অলৌকিক পরিচর্যা কাজ শুরু হয়েছিল।

ঈশ্বরের কর্তৃত্বের সাথে পবিত্র আত্মায় পরিচালিত হওয়া হল জয়ী হবার যমজ শক্তি!

যীশু ঈশ্বরের কর্তৃত্বকে

ত্যাগ করলেন

*তিনি নিজেকে উজার করে দিলেন

পৃথিবীতে আসার পরে খ্রীস্টের মনের সম্বন্ধে, সাধু পৌল আমাদের অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছেন। পৌল লিখেছিলেন যে যীশু ঈশ্বর হিসাবে তাঁর সমস্ত গুণাবলী প্রকাশ করেছিলেন।

ফিলিপিয় ২:৫-৮ ''খ্রীষ্ট যীশুর মধ্যে যে ভাব ছিল, তোমাদের মধ্যেও সেই মনোভাব থাকুক।যদিও সমস্ত দিক দিয়ে খ্রীষ্ট ছিলেন ঈশ্বরের মতো। তিনি ঈশ্বরের সমান ছিলেন; কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে সমান থাকাটা তিনি আঁকড়ে ধরে থাকার মত এমন কিছু বলে মনে করেন নি। তিনি ঈশ্বরের স্তর থেকে নামলেন,নিজের উচ্চস্থান ছেড়ে দিলেন এবং একজন ক্রীতদাসের মতো হলেন। তিনি মানুষের মত হয়ে জন্ম নিলেন ও একজন দাসের মতো হলেন।

যীশু নিজেকেঃ

নিজেকে কোনও খ্যাতিসম্পন্ন করেন নি

নিজেকে দাস করলেন

মনুষ্যের মত পৃথিবীতে এলেন

নিজেকে নম্র করেছেন

মৃত্যুর বাধ্য হয়েছিলেন

যীশুর মধ্যে ঈশ্বরের প্রকৃতি ছিল, এবং তিনি ঈশ্বরের সমান ছিলেন তবুও, একটি মানুষ হিসাবে এই পৃথিবীতে কাজ করার জন্য তিনি ঈশ্বর হিসাবে তাঁর সমস্ত অধিকারকে বর্জন করলেন । তিনি নিজেকে একজন দাস করলেন এবং মানুষের মত সদৃশতা এবং চেহারা ধারন করলেন। তিনি নিজেকে নত করলেন এবং মৃত্যুর বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি একজন মানুষ হিসাবে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন এবং এই পৃথিবীতে তাঁর শক্তি পবিত্র আত্মার মাধ্যমে এসেছিল।

কেন এটি এত গুরুত্বপূর্ণ ?

প্রথম ব্যক্তি আদম ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছিল এবং তার কর্তৃত্ব শয়তানের কাছে সমর্পণ করেছিল । যীশু, শেষ আদম হিসাবে ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত একজন মানুষ হিসাবে

এই পৃথিবীতে সমস্ত কিছু করেছিলেন।। আদমকে যেমন সৃষ্টি করা হয়েছিল তেমনি তিনি এই পৃথিবীতে নিখুঁত ব্যক্তি হিসাবে কাজ করেছিলেন।

মনুষ্য পুত্ররুপে

যীশু এই পৃথিবীতে ছিলেন মানবপুত্র হিসাবে সমস্ত কর্তৃত্ব দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন। নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদে, যোহন শব্দগুলির খুব সঠিক ব্যবহার করেছেন: "ঈশ্বরের পুত্র" - "মনুষ্যপুত্র।"

যোহন ৫:২৫-২৭ '' আমি তোমাদের সত্যি বলছি সময় আসছে; বলতে কি এসে গেছে, যখন মৃতেরা ঈশ্বরের পুত্রের রব শুনবে, আর যাঁরা শুনবে তারা বাঁচবে। পিতার নিজের য়েমন জীবন দান করার ক্ষমতা রয়েছে ঠিক তেমনই তিনি তাঁর পুত্রকেও জীবন দান করার ক্ষমতা দিয়েছেন ।এবং পিতা সেই পুত্রের হাতেই সমস্ত বিচারের অধিকার দিয়েছেন, কারণ এই পুত্রই মানবপুত্র''।

মৃতেরা ঈশ্বরের পুত্রের কন্ঠ শুনতে পাবে। এই পৃথিবীর বাইরেও, যীশু ঈশ্বর-সদৃশ ত্রিত্বের অংশ হিসাবে কাজ করেছিলেন।

এই পৃথিবীতে, যীশু মানবপুত্ররুপে কর্তৃপক্ষের সাথে পদচারণ করেছিলেন। মানুষ কর্তৃপক্ষ এবং আধিপত্য সঙ্গে চলার জন্য নির্মিত হয়েছিল। এটি মানবরুপী যীশুর কাছেও সেই একই কর্তৃত্ব ছিল । কারণ তিনি ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে নয় বরং মানবপুত্র, সর্বশেষ আদমরুপে সমস্ত কিছু সাধন করলেন।

যদি যীশু করতে পারেন

তবে আমরাও তা করতে পারি!

মনুষ্যকে যে জন্য পৃথিবীতে সৃষ্টি করা হয়েছিল সেই কাজ যীশু স্বয়ং করলেন। । তিনি ঈশ্বরের পুত্রের শক্তিতে নয়!বরং পবিত্র আত্মার শক্তিতে দ্বারা চালিত হয়েছিলেন।

এটিও আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ! যীশু যদি এই পৃথিবীতে একজন মানুষ হিসাবে পরিচালিত হতে পারেন , তবে আমরা তাঁর কাজ একইভাবে করতে পারি । যীশু যখন একজন মানুষ হিসাবে পৃথিবীতে ছিলেন, তখন যীশু যা কিছু করেছিলেন সেই একই কাজ করার ক্ষমতা, কর্তৃত্ব এবং অধিকার আমাদেরও রয়েছে।

মনুষ্যের মত পরিস্কার মধ্যে পড়েছিলেন

আমাদের মত পরিক্ষিত হয়েছিলেন

ঈশ্বর আদম এবং হবাকে একটি স্বাধীন ইচ্ছা, একটি পছন্দ, অধিকার দিয়েছিলেন।

যীশুরও কাছে সেই একই ক্ষমতা ছিল। সম্পূর্ণরূপে শেষ আদম হতে, যীশুকেও পরীক্ষার মধ্যে পড়তে হয়েছিল।

আদম এবং হবাকে তিনটি বিষয়ে পরীক্ষিত হতে হয়েছিলঃ

দেহ - হবা ফলটিকে দেখল ,সেটি খাওয়ার জন্য ভালো

মন- শয়তান তাকে বুদ্ধি ,ভালমন্দের জ্ঞানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

আত্মা- অবশেষে শয়তান তাকে প্রতিশ্রুতি দিল যে সে ঈশ্বরের মত হয়ে যাবে।

যীশুকে এই তিনটি বিষয়ের জন্য পরীক্ষিত হয়েছিলেনঃ

প্রথম পরিক্ষা - দেহ

যীশুকে চল্লিশ দিন ধরে প্রান্তরে কাটাতে হয়েছিল। শয়তান চাইল যে, যীশু তার এই দৈহিক ক্লান্তির সময় যেন তাকে প্রলোভিত করতে জান তিনি তার মনুষ্য দেহের চাহিদা মেটাবার জন্য ঈশ্বরের পুত্র হবার শক্তি প্রয়োগ করে। কিন্তু যীশু এই পৃথিবীতে আসার পর তার ঈশ্বরের পুত্র হবার সমস্ত শক্তি ত্যাগ করে মনুষ্যপুত্রের কাজ করেছিলেন।

*মনুষ্যের চাহিদা পূরণ

মথি ৪:১-৩ '' এরপর দিয়াবল য়েন যীশুকে পরীক্ষা করতে পারে তাই আত্মা যীশুকে প্রান্তরে নিয়ে গেলেন। একটানা চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত সেখানে উপোস করে কাটানোর পর যীশু ক্ষুধিত হলেন। তখন সেই পরীক্ষক দিয়াবল তাঁর কাছে এসে বলল, 'তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে এই পাথরগুলিকে রুটিতে পরিণত হতে বল ।

যখন পরিক্ষা তার কাছে এল, সে বলল, '' 'তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে এই পাথরগুলিকে রুটিতে পরিণত হতে বল ।

যদি যীশু পাথরকে রুটিতে পরিণত করতেন তবে তিনি মনুষ্যরুপে কাজ করতে পারতেন না। যদি তিনি তার ঈশ্বরীয় শক্তির প্রয়োগ করে তা করতেন। তবে শয়তান প্রথম এবং শেষ দুজন আদমকেই পরাজিত করে দিতেন।

*যীশু উত্তর দিলেন

যীশু ঈশ্বরের বাক্য উদ্ধৃত করে বললেন,

মথি ৪:৪ '' কিন্তু যীশু এর উত্তরে বললেন: 'শাস্ত্রে একথা লেখা আছে, 'মানুষ কেবল রুটিতে বাঁচে না, কিন্তু ঈশ্বরের মুখের প্রত্যেকটি বাক্যেই বাঁচে।'দ্বিতীয় বিবরণ ৪:৩

লক্ষ্য করুন কিভাবে যীশু নিজেকে মনুষ্য হিসাবে ন্যায্য করেছেন।

৫পদ '' দিয়াবল তখন পবিত্র নগরী জেরুশালেমের মন্দিরের চূড়ায় যীশুকে নিয়ে গেল ''।

দ্বিতীয় পরিক্ষা মন -

দ্বিতীয় পরিক্ষাটি মনের মধ্যে এসেছিল। শয়তান যীশুকে তাঁর জীবনের ঈশ্বরের ইচ্ছার বিপরীতে যুক্তিযুক্ত করতে এবং তাঁর আবেগকে অনুসরণ করার জন্য প্রলুব্ধ করেছিল।

*নিজেকে প্রমান কর

৬পদ '' আর যীশুকে বলল, 'তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও তবে লাফ দিয়ে নীচে পড়, কারণ শাস্ত্রে তো একথা লেখা আছে: 'তিনি তাঁর স্বর্গদূতদের তোমার উপর দৃষ্টি রাখতে আদেশ দেবেন আর তারা তোমাকে তুলে ধরবেন, য়েন পাথরের উপর পড়ে তোমার পায়ে আঘাত না লাগে ''।

এটি সেই একই বুনিয়াদী পরিক্ষা। 'তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও...'' শয়তান জানত যে যীশু ঈশ্বরের পুত্র। যীশু পৃথিবীতে মনুষ্যপুত্র, শেষ আদম রুপে জীবনযাপন করার জন্য এসেছিলেন।

*যীশুর উত্তর

যীশু ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা শয়তানকে পরাজিত করেছিলেন। যীশু জানতেন যে তিনিই হলেন প্রভু ,আর শয়তানও সেটি জানত।

৭পদ '' যীশু তখন তাকে বললেন, 'শাস্ত্রে একথাও লেখা আছে, 'তোমার প্রভু ঈশ্বরকে তুমি পরীক্ষা করবে না।'

তৃতীয় পরিক্ষা আত্মা -

তৃতীয় পরিক্ষায়, শয়তান যীশুকে জগতের সমস্ত রাজ্য দেবার প্রস্তাব দিলেন। যীশুর এই পৃথিবীতে আসার এটি কারণ ছিল না? তিনি কি এখানে শয়তানের হাত থেকে পৃথিবী ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য আসেননি?

*জগতের অধিপতি হও

মথি ৪:৮,৯ '' এরপর দিয়াবল আবার তাঁকে খুব উঁচু একটা পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে জগতের সমস্ত রাজ্য ও তার সম্পদ দেখাল। পরে দিয়াবল যীশুকে বলল, 'তুমি যদি আমার সামনে মাথা নত করে আমার উপাসনা কর, তবে এসবই আমি তোমায় দেব''।

শয়তানের যীশুর কাছে এই রাজ্যগুলির দেওয়ার অধিকার ছিল। শয়তান আদমকে প্রতারিত করে তার থেকে কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নিয়েছিল, তারপর সে এই পৃথিবীর শাসক হয়ে গেছিল। কিন্তু যীশু পিতার অবাধ্য হতে হয় এমন কোনও উপায়ে শয়তানের কাছ থেকে পৃথিবী ফিরিয়ে আনতে আগ্রহী ছিলেন না।

*যীশুর উত্তর

যীশু শয়তানের সঙ্গে কোন তর্কের মধ্যে গেলেন না।কে এই পৃথিবীর শাসক হবে সেই নিয়ে তিনি তার সাথে মতানৈক্যও করেন নি।যীশু শয়তানকে দূর হয়ে যেতে বললেন। তিনি আবার ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা তার সাথে কথা বললেন।

মথি ৪:১০ '' তখন যীশু তাকে বললেন, 'দূর হও শয়তান! কারণ শাস্ত্রে লেখা আছে,'তোমরা অবশ্যই প্রভু ঈশ্বরেরই উপাসনা করবে, একমাত্র তাঁরই সেবা করবে''।

পুনরালোচনা

যীশু যদি ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে শয়তানের প্ররোচনায় কাজ করতেন, তবে তাকে মানবপুত্র হিসাবে তাঁর অধিকার ছেড়ে দিতে হত। তিনি আর মানবজাতির মুক্তির জন্য উপযুক্ত বিকল্প হিসাবে যোগ্য হয়ে উঠতে পারতেন না।

শয়তান যীশুকে সেই জিনিসই দিচ্ছিল যা তিনি ফিরিয়ে নিতে এসেছিলেন – এই পৃথিবীতে শাসনের অধিকার । শয়তানের পথে এটি করা অনেক "সহজ" হত – ক্রুশে কোন মৃত্যুর কোন দরকাত হত না। যীশু জানতেন যে তাঁর রক্ত ব্যতিরকে পাপের কোনও ক্ষমা হবে না ।

যীশু ক্রুশে যখন মারা যাচ্ছিলেন, তখন এমনকী শয়তানও লোকদের মাধ্যমেও যীশুকে একই শব্দ দিয়ে বিদ্রূপ করেছিল।

মথি ২৭:৪০ '' তুমি না মন্দির ভেঙ্গে আবার তা তিন দিনের মধ্যে তৈরী করতে পার! তাহলে এখন নিজেকে রক্ষা কর। তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও তবে ক্রুশ থেকে নেমে এস''।

ঈশ্বর আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা প্রায়শই শয়তানও আমাদের দিয়ে থাকে। আমাদের প্রত্যেককে কিছু ক্ষেত্রে সমঝোতা করতে হয়। তাঁর কৌশলগুলিকে জয় করার জন্য আমাদের পদ্ধতি হ'ল ঈশ্বরের বাক্যকে জানা এবং সেটিকে বলা।

প্রলোভন থেকে দূরে থাকার ,প্রধান উদাহরন হলেন , স্বয়ং যীশু।

যীশু জানতেন কোনটি প্রলোভন

মথি পুস্তকে যীশুর 'পরিক্ষার ঘটনাটি থেকে আমরাও শিখতে পারি যে কিভাবে আমরা শয়তানকে পরাজিত করব। আমাদেরও নিজের স্বাধীন সত্বা রয়েছে। ,শয়তান আমাদেরও প্রলোভিত করে থাকে ,

কিন্তু আমারাও যীশুর মত সমস্ত প্রলোভন ,পরিক্ষা থেকে জয়ী হতে পারি।

পৌল বললেন যে ,যেহেতু যীশু নিজে পরীক্ষিত হয়েছিলেন তাই তিনি অন্যদেরকে পরীক্ষিত হওয়া থেকে সাহায্য করতে পারেন।

ইব্রিয় ২:৮ " যীশু নিজে পরীক্ষা ও দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে গেছেন বলে যাঁরা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তাদের যীশু সাহায্য করতে পারেন ''।

আমাদের মত যীশুও পরীক্ষিত হয়েছিলেন

যীশু আমাদের মতোই প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রলুব্ধ হয়েছিলেন তা জেনে আমরাও সাহসের সাথে আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে পারি। যেহেতু তিনি এই প্রলোভনের থেকে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন,তেমনি আমরাও ঈশ্বরের কাছে সাহায্য চাইতে পারি যাতে সেই প্রলোভনকে প্রতিরোধ করার জন্য তাঁর অতিপ্রাকৃত সাহায্য আমরা পেতে পারি।

ইব্রিয় ৪:১৪-১৬ '' আমাদের এক মহাযাজক আছেন, যিনি স্বর্গে ঈশ্বরের সাথে বাস করতে গেছেন। তিনি যীশু, ঈশ্বরের পুত্র। তাই এসো আমরা বিশ্বাসে অবিচল থাকি । আমাদের মহাযাজক যীশু আমাদের দুর্বলতার কথা জানেন। যীশু এই পৃথিবীতে সবরকমভাবে প্রলোভিত হয়েছিলেন। আমরা যেভাবে পরীক্ষিত হই যীশু সেইভাবেই পরীক্ষিত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি কখনও পাপ করেন নি। সেইজন্যে বিশ্বাসে ভর করে করুণা সিংহাসনের সামনে এসো, যাতে আমাদের প্রযোজনে আমরা দয়া ও অনুগ্রহ পেতে পারি ''।

সমস্ত পরিক্ষাই এক

শয়তানের কৌশলগুলির মধ্যে একটি হ'ল যে আমরা যেন অনুভব করি যে আমরা আলাদা; আমাদের প্রলোভন অনন্য, বা অন্যেরা যা ভোগ করে তার চেয়ে আমার পরিক্ষা কঠিন। তবে বাস্তবে সমস্ত প্রলোভন এক এবং ঈশ্বর আমাদের সেই পরিক্ষার থেকে বাঁচার উপায় দিয়েছেন যাতে আমরা দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে পারি।

১করিন্থিয় ১০:১৩ '' য়ে প্রলোভনগুলি স্বাভাবিকভাবে লোকদের কাছে আসে তার থেকে বেশী কিছু তোমাদের কাছে আসেনি। তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বস্ত থাক, য়ে সব প্রলোভন প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তোমাদের নেই, তিনি তা তোমাদের জীবনে আসতে দেবেন না; কিন্তু প্রলোভনের সাথে সাথে তার থেকে উদ্ধারের পথ তিনিই করে দেবেন, য়েন তোমরা সহ্য করতে পার ।

যীশুর উদাহরকে অনুসরন করুন

যীশু আমাদের উদাহরণ। যীশু যেমন ঈশ্বরের বাক্য ব্যবহার করে শয়তানকে উত্তর দিয়েছিলেন, আমরাও তা-ই করব।

শয়তান যখন যীশুর কাছে এল, যীশু যেটা করলেন না,

*শয়তানের সঙ্গে তর্ক

*শয়তানের সঙ্গে যুক্তি

*শয়তানের পথে কাজ করা

যীশু শুধুমাত্র লিখিত ঈশ্বরের বাক্যের উক্তি করলেন।

মথি ৪:৪ '' কিন্তু যীশু এর উত্তরে বললেন: 'শাস্ত্রে একথা লেখা আছে, 'মানুষ কেবল রুটিতে বাঁচে না, কিন্তু ঈশ্বরের মুখের প্রত্যেকটি বাক্যেই বাঁচে।'

শয়তান এভাবেই পরাজিত হয়। ঈশ্বরের বাক্য অবশ্যই আমাদের মুখ থেকে প্রবাহিত হতে হবে।

যখন আমাদের দেহে রোগ ব্যাধি আসার চেষ্টা করে, তখন আমরা যেন বলতে পারি, "এটি লিখিত আছে," তাঁর আঘাতের দ্বারা আমি সুস্থ হয়েছি। "

যখন দারিদ্র্য আমাদের অর্থের বিরুদ্ধে আসার চেষ্টা করে, তখন আমরা বলতে পারি, "এটি লেখা আছে," ঈশ্বর আমার সমস্ত কিছুর যোগান দেবেন ... ""

শয়তান যখন আমাদের সন্তানদের ভুল পথে চালিত করার চেষ্টা করে, তখন আমরা বলতে পারি, "এটি লেখা আছে," আমার সমস্ত সন্তানকে প্রভুর শিক্ষা দিতে হবে ... ""

সমাধানটি বলুন - সমস্যা নয়।

উত্তরটি বলুন - প্রয়োজন নয়

ঈশ্বরের বাক্য বলুন এবং বিশ্বাস করুন

শয়তান হবে - সম্পূর্ণ - সম্পূর্ণ

- একেবারে - পরাজিত!

এবং আপনি বিজয়ী হবেন!

পুনরালোচোনার জন্য প্রশ্ন

১। যীশু ঈশ্বর হিসাবে তাঁর অধিকার ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং পৃথিবীতে থাকাকালীন মানুষ হিসাবে জীবনযাপন করেছিলেন এবং পরিচালিত হয়েছিলেন, এটি জেনে রাখা কেন আপনার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ?

২। যীশু পৃথিবীতে থাকাকালীন মনুষ্যের কর্তৃত্বে কাজ করেছিলেন তার জন্য আপনি কোন উদাহরণটি দিতে পারেন?

৩। যখন শয়তান ও তার মন্দদূতেরা আপনাকে ঈশ্বরের অবাধ্য হবার জন্য প্ররোচিত করে তখন আপনি কিভাবে যীশুর উদাহরণকে অনুসরন করে শয়তানকে পরাস্ত করবেন?

পঞ্চম অধ্যায় (CHAPTER 5)

যীশু কর্তৃত্বের সাথে তার সেবাকাজ করেছিলেন

সমস্ত বিশ্বাসীদের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা

মনুষ্যরুপে যীশু ,

যীশু এই পৃথিবীতে মানুষ হিসাবে পরিচালিত হয়েছিলেন। তিনি ঈশ্বর হিসাবে তাঁর অধিকারগুলি উদ্দেশ্যমূলকভাবে ত্যাগ করেছিলেন। মানুষ হিসাবে তিনি প্রলোভনের মুখোমুখি হয়েছিলেন। তিনি মানুষ হিসাবে শয়তানকে পরাভূতও করেছিলেন।

মানব যীশুর এই পৃথিবীতে কর্তৃত্ব ছিল। তাঁর কর্তৃত্ব ছিল কারণ তিনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন তাই নয় বরং তিনি মানবপুত্র, সর্বশেষ আদম ছিলেন।

ঈশ্বর প্রথম আদমকে যে জন্য সৃষ্টি করেছিলেন যীশু সেই সেই উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণ করার জন্য যীশু শেষ আদম হয়ে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। যীশু সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব এবং অধিকার নিয়ে এই পৃথিবীতে তার সেবাকাজ করেছেন।

যীশু কোন কর্তৃত্বের সাথে পরিচালিত হয়েছিলেন, তা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ।এটি যদি সেই কর্তৃত্ব হয় যা ঈশ্বর সৃষ্টির সময় মনুষ্যকে দিয়েছিল , তাহলে আমরাও এক উদ্ধারপ্রাপ্ত পুরুষ, মহিলারুপে কর্তৃত্বের সাথে চলতে পারি।

লুক ১০:১৯ '' শোন! সাপ ও বিছেকে পায়ে দলবার ক্ষমতা আমি তোমাদের দিয়েছি; আর তোমাদের শত্রুর সমস্ত শক্তির ওপরে ক্ষমতাও আমি তোমাদের দিয়েছি; কোন কিছুই তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না ''।

কেবলমাত্র যীশুতে নতুন সৃষ্টির দ্বারাই আমরা ঈশ্বরের পরিকল্পনার জন্য তৈরি হওয়া পুরুষ ও মহিলা হয়ে উঠতে পারি। আমরা যখন বাইবেলের পদগুলী পড়ি এবং যীশুকে একজন নিখুঁত মানুষ হিসাবে চলতে দেখি তখন আমরা আমাদের জীবনযাপনের জন্য ঈশ্বরের ধরণটি বুঝতে পারি এবং আমাদের জীবনের প্রতিটি দিন পরম কর্তৃত্ব এবং আধিপত্যের সাথে চলতে পারি।

লুক যীশুর কর্তৃত্বের কথা বলেছেন

প্রথম প্রচার

*পবিত্র আত্মার শক্তিতে''

যীশু যখন জর্ডন নদীতে বাপ্তিস্ম নিয়েছিলেন, তখন তাঁর আত্মিক কাজের জন্য তাঁকে শক্তিশালী করার জন্য পবিত্র আত্মা তাঁর উপরে এসেছিলেন। এর অব্যবহিত পরে তাঁকে প্রান্তরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যেখানে তিনি ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা শয়তান এবং তার প্রলোভনের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন। পবিত্র আত্মার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত একজন মানুষ হিসাবে এই পৃথিবীতে তাঁর কর্তৃত্বের পরিচয় দিয়ে, তিনি তাঁর পার্থিব পরিচর্যা শুরু করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন।

তিনি গালীলে তার পরিচর্যা শুরু করেছিলেন। এবং পবিত্র আত্মার শক্তির দ্বারা অভিষিক্ত হয়ে এবং কর্তৃত্বের সাথে তিনি ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে প্রচার করেছিলেন।

লুক ৪:১৪,১৬,১৮-২১ '' যীশু পবিত্র আত্মার পরিচালনায় গালীলে ফিরে গেলে ঐ সংবাদ সেই অঞ্চলের সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল।

এরপর যীশু নাসরতে গেলেন, এখানেই তিনি প্রতিপালিত হয়েছিলেন। তাঁর রীতি অনুসারে বিশ্রামবারে তিনি সমাজ-গৃহে গিয়ে সেখানে শাস্ত্র পাঠ করার জন্য উঠে দাঁড়ালেন ।

প্রভুর আত্মা আমার ওপর আছেন কারণ দীন দরিদ্রের কাছে সুসমাচার প্রচারের জন্য তিনিই আমায় নিযুক্ত করেছেন। তিনি আমাকে বন্দীদের কাছে স্বাধীনতার কথা ও অন্ধদের কাছে দৃষ্টি ফিরে পাবার কথা ঘোষণা করতে পাঠিয়েছেন; আর নির্যাতিতদের মুক্ত করতে বলেছেন। এছাড়া প্রভুর অনুগ্রহ দানের বত্সরের কথা ঘোষণা করতেও পাঠিয়েছেন। এরপর তিনি পুস্তকটি গুটিয়ে সেখানকার সহায়কদের হাতে দিয়ে বসলেন। সমাজ-গৃহে যাঁরা সে সময় ছিল, তাদের সকলের দৃষ্টি তাঁর ওপর গিয়ে পড়ল । তখন তিনি তাদের বললেন, 'শাস্ত্রের এই কথা যা তোমরা শুনলে তা আজ পূর্ণ হল ''।

যীশু যিশাইয় ৬১:১,২ পদ পড়ছিলেন ।

দ্বিতীয় প্রচার

নাসরতে প্রচার করার পর যীশু, কফুরনাহুমের গালীল শহরে গেলেন।সেখানের লোকেরা তার কর্তৃত্ব দেখে অবাক হয়ে গেছিল।

*কর্তৃত্বের সাথে

লুক ৪:৩১,৩২ '' এরপর যীশু গালীলের কফরনাহূম শহরে গেলেন। সেখানে তিনি বিশ্রামবারে তাদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন । তাঁর দেওযা শিক্ষায় তারা আশ্চর্য হয়ে গেল, কারণ তাঁর শিক্ষা ছিল ক্ষমতাযুক্ত ''।

*মন্দ আত্মা পালায়

৩৩-৩৫ পদ '' সেই সমাজগৃহে অশুচি আত্মায় পাওযা একজন লোক ছিল, সে চিত্কার করে বলে উঠল, 'ওহে নাসরতীয় যীশু! আমাদের কাছে আপনার কি দরকার? আপনি কি আমাদের ধ্বংস করতে এসেছেন? আমি জানি আপনি কে, আপনি ঈশ্বরের পবিত্র ব্যক্তি! যীশু তাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'চুপ করো! আর ওর মধ্য থেকে বের হয়ে যাও!' তখন সেই অশুচি আত্মা লোকটিকে সকলের মাঝখানে আছড়ে ফেলে দিয়ে তার কোন ক্ষতি না করে তার মধ্যে থেকে বের হয়ে গেল।

*ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব

৩৬পদ '' এই দেখে লোকেরা অবাক হয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, 'এর মানে কি? সম্পূর্ণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের সঙ্গে তিনি অশুচি আত্মাদের হুকুম করেন আর তারা বের হয়ে যায়।

যীশুর মন্দ আত্মা ,ঝড়ের উপর কর্তৃত্ব রয়েছে -গাছপালা-অসুস্থতা-

---

মার্ক কফরনাহূমে যীশুর সেবাকাজ এবং তিনি যে কর্তৃত্বের সাথে তার কাজ করেছিলেন সে বিষয়ে জনগণের আশ্চর্যতা সম্পর্কে লিখেছিলেন। মার্ক অন্যান্য মন্দআত্মার দ্বারা আক্রান্ত এবং অসুস্থ লোকদের সুস্থ হওয়ার বিষয়ে বলেছেন।

মন্দ আত্মাদের উপর কর্তৃত্ব

যীশুর মন্দ আত্মার উপরে কর্তৃত্ব রয়েছে

৪০,৪১ পদ '' সূর্য অস্ত যাবার সময় লোকরা তাদের বন্ধু-বান্ধব ও পরিবারের লোকজন, যাঁরা নানা রোগে অসুস্থ ছিল তাদের যীশুর কাছে নিয়ে এল। যীশু তাদের প্রত্যেকের ওপরে হাত রেখে তাদের সুস্থ করলেন।

তাদের অনেকের মধ্যে থেকে ভূত বের হয়ে এল। তারা চিত্কার করে বলতে লাগল, 'আপনি ঈশ্বরের পুত্র।' কিন্তু তিনি তাদের

ধমক দিলেন, তাদের কথা বলতে দিলেন না, কারণ তারা জানত যে তিনিই সেই খ্রীষ্ট''।

অসুস্থতার উপরে কর্তৃত্ব

যীশুর অসুস্থতার উপরে কর্তৃত্ব রয়েছে

মার্ক ১:৪০,৪১ '' একদিন এক কুষ্ঠরোগী তাঁর কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বিনীতভাবে তাঁর সাহায্য চাইল। সে যীশুকে বলল, 'আপনি ইচ্ছে করলে আমাকে ভাল করে দিতে পারেন।যীশু তার প্রতি মমতায় পূর্ণ হয়ে হাত বাড়িয়ে তাকে স্পর্শ করে বললেন, 'আমি তা-ই চাই, তুমি ভাল হয়ে যাও ''।

মনুষ্যের দেহের উপরে কর্তৃত্ব

যীশু পঙ্গু লোকটির সাথে কথা বললেন। "তোমার হাত প্রসারিত কর!"

মার্ক ৩:১-৩ '' আবার তিনি সমাজ-গৃহে গেলেন। সেখানে একটা লোক ছিল, যার একটা হাত পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল। তিনি লোকটিকে সুস্থ করেন কি না, তা দেখার জন্য কিছু লোক তাঁর দিকে নজর রাখল, যাতে তাঁর দোষ ধরতে পারে। যীশু সেই লোকটিকে, যার হাত পঙ্গু হয়ে গেছে তাকে বললেন, 'সকলের সামনে এসে দাঁড়াও ''।

যীশু জানতেন লোকটি সুস্থ হয়ে উঠবে। তিনি বললেন, "এগিয়ে যাও"

৪,৫ পদ '' পরে তিনি তাদের বললেন, 'বিশ্রামবারে লোকের উপকার, না ক্ষতি করা, কোনটি বিধিসম্মত? জীবন রক্ষা করা না জীবন নষ্ট করা, কোনটি বিধিসম্মত? কিন্তু তারা চুপ করে থাকল। তখন তিনি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাদের চারিদিকে তাকালেন এবং তাদের কঠোর মনের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে সেই লোকটিকে বললেন, 'তোমার হাত বাড়াও।' সে তার হাত বাড়িয়ে দিলে তার হাত ভাল হয়ে গেল''।

কর্তৃত্বের সাথে, যীশু একটি কথা বললেন এবং লোকটি তার হাত বাড়াতেই সুস্থতা পেল।

সৃষ্টির উপরে কর্তৃত্ব

*অভিশপ্ত ডুমুর গাছ

যীশুর ডুমুর গাছের উপর কর্তৃত্ব ছিল

মথি ২১:১৯ '' তিনি পথের ধারে একটি ডুমুর গাছ দেখতে পেয়ে সেই গাছটার কাছে গেলেন। কিন্তু পাতা ছাড়া তাতে কিছু দেখতে পেলেন না। তখন তিনি সেই গাছটিকে বললেন, 'তোমাতে আর কখনও ফল হবে না।' আর সেইডুমুর গাছটি শুকিয়ে গেল ''।

প্রকৃতির উপরে কর্তৃত্ব

*ঝড়কে শান্ত করলেন

যীশু বাতাস ও সমুদ্রের সাথে কর্তৃত্বের সাথে কথা বলেছিলেন এবং তারা তাঁর আনুগত্য হয়েছিল।

মার্ক ৪:৩৫-৩৮ '' ঐদিন সন্ধ্যে হলে তিনি শিষ্যদের বললেন, 'চল, আমরা হ্রদের ওপারে যাই। তখন তাঁরা লোকদের বিদায় দিয়ে, তিনি নৌকায় যে অবস্থায় বসেছিলেন, তেমনিভাবেই তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন, সেখানে আরও নৌকা তাদের সঙ্গে ছিল। দেখতে দেখতে প্রচণ্ড ঝড় উঠল এবং ঢেউগুলো নৌকায় এমন আছড়ে পড়তে লাগল যে নৌকা জলে ভরে উঠতে লাগল। সেইসময় যীশু নৌকার পিছন দিকে বালিশে মাথা দিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। তাঁরা তাঁকে জাগিয়ে বললেন, 'গুরু, আপনার কি চিন্তা হচ্ছে না যে আমরা সকলে ডুবতে বসেছি?

যীশু বাতাসকে ধমক দিয়ে সমুদ্রের সাথে কথা বললেন।

৩৯,৪০ পদ '' তখন তিনি জেগে উঠে ঝড়কে ধমক দিলেন ও সমুদ্রকে বললেন, 'থাম!শান্ত হও!' সঙ্গে সঙ্গে ঝড় থেমে গেল, আর সবকিছু শান্ত হল । তখন তিনি তাদের বললেন, 'তোমরা এত ভীতু কেন? তোমাদের কি এখনও বিশ্বাস হয় নি?

যীশুর বোঝাতে চাইছিলেন যে, "তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন? তুমিও ঝড় শান্ত করতে পারে। তোমার বিশ্বাস কোথায়? "

৪১পদ '' কিন্তু শিষ্যরা আরও ভয় পেয়ে পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, 'ইনি তবে কে? এমন কি ঝড় এবং সমুদ্রও এঁর কথা শোনে''।

যীশু আমাদের উদাহরন

আমাদের কীভাবে চলতে হবে এবং কর্তৃত্বের সাথে চালিত হতে হবে, যীশুকে আমাদের উদাহরণ হিসাবে দেখতে হবে। শেষ আদম হিসাবে পৃথিবীতে তাঁর কাজগুলি উদাহরণস্বরূপ, আমরা কীভাবে উদ্ধার পেয়েছি এবং পুনরুদ্ধিত হয়েছি,যাতে আমরা পৃথিবীতে যীশুর কাজগুলি করতেপারি।আমরাও যেন যীশুর মত কর্তৃত্ব এবং সাহস নিয়ে ঈশ্বরের সেবাকাজ করতে পারি।

যোহন ১৪:১২ '' আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যে আমার ওপর বিশ্বাস রাখে, আমি যে কাজই করি না কেন, সেও তা করবে, বলতে কি সে এর থেকেও মহান মহান কাজ করবে, কারণ আমি পিতার কাছে যাচ্ছি ''।

যীশু জ্বরের আত্মাকে ধমক দিলেন

পিতরের শাশুড়ির মধ্যে থাকা জ্বরকে যীশু কর্তৃত্বের সাথে ধমক দিয়েছিলেন।

লুক ৪:৩৮,৩৯ '' যীশু সমাজ-গৃহ থেকে বেরিয়ে শিমোনের বাড়িতে গেলেন। সেখানে শিমোনের শাশুড়ী খুব জ্বরে ভুগছিলেন, তাই তারা এসে তাঁকে অনুরোধ করল য়েন তিনি তাঁকে সুস্থ করেন ।তখন যীশু তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে জ্বরকে ধমক দিলেন, এর ফলে জ্বর ছেড়ে গেল, আর তিনি তখনই উঠে তাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করতে লাগলেন ''।

লাসারের জীবিত হওয়া

যীশু লাসারের কবরের কাছে গিয়ে সাহস এবং জোর দিয়ে কথা বললেন।

যোহন ১১:৪৩ '' এই কথা বলার পর যীশু জোর গলায় ডাকলেন, 'লাসার বেরিয়ে এস ''!

যীশুর কাজের দ্বারা

যীশু যেখানেই গেছেন, তিনি সাহসের সাথে সেবাকাজ করেছিলেন যা মানবপুত্র হিসাবে তাঁর কর্তৃত্বের অবগত থাকার ফলস্বরূপ। পবিত্র আত্মার শক্তিতে তিনি যখন এই কর্তৃত্ব প্রকাশ করেছিলেন, তখন তিনি অসুস্থকে নিরাময় করেছিলেন, ভূতদের বের করেছিলেন এবং মৃতদেরকে জীবিত করেছিলেন। তিনি সেই সময়কার এবং আমাদের সময় উভয়ই বিশ্বাসীদের জন্য এটি একটি উদাহরণস্বরূপ।

যীশু তাঁর শিষ্যদের একই কর্তৃত্বের সাথে সেবাকাজ করতে এবং তিনি যে কাজ করছিলেন ঠিক একই কাজ করতে বলেছিলেন।

মথি ১০:৮ '' তোমরা গিয়ে রোগীদের সারিয়ে তোল, মৃতদের বাঁচিয়ে তোল, কুষ্ঠ রোগীদের পরিষ্কার করো, ভূতদের বের করে দাও। তোমরা এসব কাজ বিনামূল্যে করো, কারণ তোমরা সেই ক্ষমতা বিনামূল্যেই পেয়েছ''।

যীশু যেই কর্তৃত্ব নিয়ে সেবাকাজ করতেন সেই একই কর্তৃত্ব তিনি তার শিস্যদেরও দিয়েছিলেন, তারফলে তারাও সেবাকাজকে করতে পেরেছিল।

লুক ১০:১৯ '' শোন! সাপ ও বিছেকে পায়ে দলবার ক্ষমতা আমি তোমাদের দিয়েছি; আর তোমাদের শত্রুর সমস্ত শক্তির ওপরে ক্ষমতাও আমি তোমাদের দিয়েছি; কোন কিছুই তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না''।

সাহসী কর্তৃত্ব

যীশুর সেবাকাজ ভয় বা ভীরুতা প্রকাশ করে না বরং তার সেবাকাজ আমাদের কাছে সাহস এবং শক্তির উদাহরণস্বরূপ।

২ তিমথিয় ১:৭ ''ঈশ্বর আমাদের ভীরুতার আত্মা দেন নি। ঈশ্বর আমাদের পরাক্রম, প্রেম ও আত্মসংযমের আত্মা দিয়েছেন ''।

যীশু সাহসের সাথে সুসমাচার প্রচার করেছিলেন, দুষ্ট আত্মা ছাড়িয়েছেন এবং অসুস্থ লোকদের উপরে তাঁর হাত রেখেছিলেন এবং তিনি কর্তৃত্বের সাথে পরিচর্যা করার দ্বারা তাদের সুস্থ হয়ে উঠতে দেখেছিলেন। আমাদের উদাহরণস্বরূপ, যীশু এই বিভাজনীয় বাক্য রেখে গেছেন।

মার্ক ১৬:১৫-১৮ '' আর তিনি তাঁদের বললেন, 'তোমরা সমস্ত পৃথিবীতে যাও, এবং সব লোকের কাছে সুসমাচার প্রচার কর। যাঁরা বিশ্বাস করে বাপ্তাইজ হবে, তারা রক্ষা পাবে, কিন্তু যাঁরা বিশ্বাস করবে না, তাদের দোষী সাব্যস্ত করা হবে । যাঁরা বিশ্বাস করবে এই চিহ্নগুলি তাদের অনুবর্তী হবে। আমার নামে তারা ভূত তাড়াবে; নতুন নতুন ভাষায় কথা বলবে। হাতে করে সাপ তুলবে এবং মারাত্মক কিছু খেলেও তাদের কোন ক্ষতি হবে না; আর তারা অসুস্থ লোকের ওপর হাত রাখলে তারা সুস্থ হবে''।

যখন আমরা শেষ আদম হিসাবে যীশুর উদাহরণ অনুসরণ করব, আমরা খুঁজে পাব যে আমরা প্রথম আদম হিসাবে জান যীশু যিনি স্রষ্টা তার বাক্য মান্য করে চলি।

আমরা এই পৃথিবী এবং অসুস্থতা, দাসত্ব, দারিদ্র্য এবং মৃত্যু সহ এই পৃথিবীতে এবং এই পৃথিবীর সমস্ত কিছুর উপরে নিজেদের শাসন ও কর্তৃত্ব করার বিষয়টি দেখতে পাব।আমরা যে কারনে সৃষ্ট হয়েছিলাম সেই কাজ আমরা আবার করব।

শয়তানের ভয়

যীশু এই পৃথিবীতে সেবা করার সময় শয়তান নিশ্চয়ই তা দেখে ভীত হয়ে উঠেছিল। যীশু মনুষ্যপুত্ররুপে কাজ করছেন, আধিপত্যের সাথে, কথা বলছিলেন এবং কর্তৃত্বের সঙ্গে পরিচর্যা করছিলেন এবং তা করে তিনি শয়তানের কাজগুলিকে ধ্বংস করছিলেন।

১ যোহন ৩:৮খ '' দিয়াবল সেই শুরু থেকেই পাপ করে চলেছে। যে ব্যক্তি পাপ করেই চলে সে দিয়াবলের। দিয়াবলের কাজকে ধ্বংস করার জন্যই ঈশ্বরের পুত্র প্রকাশিত হয়েছিলেন ''।

আজ আমরা যীশুর উদাহরণ অনুসরণ দ্বারা জীবনযাপন করব এবং আমাদের ঈশ্বরের দেওয়া কর্তৃত্বের মধ্যে পরিচালিত হব। আমরাও শয়তানের কাজকে ধ্বংস করব।

পুনারালোচনার জন্য প্রশ্ন

১। যোহন ৫:২৫-২৭ অনুসারে, যীশু কি ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে নাকি মানবপুত্র হিসাবে কর্তৃত্বের সঙ্গে সেবাকাজ করেছিলেন?

২। । যীশু সমস্ত বিষয়ের উপর, অসুস্থতা এবং রোগের উপরে এবং মন্দ আত্মার উপরে কর্তৃত্বের সাথে করা কাজের উদাহরণ দিন।

৩। এই পৃথিবীতে যীশুর কর্তৃত্বের দ্বারা কাজ দেখে লোকেদের কি প্রতিক্রিয়া ছিল।

৪। আপনি যখন এই পৃথিবীতে কর্তৃত্বের সাথে পরিচালিত হবেন তখন লোকেদের প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে?

ষষ্ঠ অধ্যায় (CHAPTER 6)

ক্রুশ থেকে সিংহাসন পর্যন্ত

যীশুর মৃত্যু

শয়তানের রাজ্য ধ্বংস হয়ে গেছিল এবং শয়তান জানত যে যীশুকে অবশ্যই হত্যা করা হবে । শয়তানের প্রতারনা স্বর্গদূতদের সঙ্গে আদম এবং হবার বিরুদ্ধে কাজ করেছিল। কিন্তু যীশুর বিরুদ্ধে তা সফল হয়নি!

তবে, আবারও শয়তান প্রতারণার ব্যবহার করেছিল।যীশুর মৃত্যুর দাবী করার মধ্য দিয়ে সে ধর্মীয় নেতাদের প্রতারণা করেছিল । সে যিহুদার মধ্যে দিয়ে কাজ করল এবং যিহুদা যীশুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। এমনকি আদম ও হাওয়ার সঙ্গে প্রতারণা করার জন্য সে সর্পের দেহে প্রবেশ করেছিল

শয়তান যীশুকে এতটা ঘৃণা করেছিল যে কেবল সে তাঁর মৃত্যুই চায় নি সে তাঁকে যন্ত্রণা দিতে চেয়েছিল। শয়তানের সমস্ত রাজত্ব, ক্ষমতা, অন্ধকারের শাসক এবং দুষ্ট আত্মারা জমায়েত হয়েছিল। তারা অবশ্যই তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজয় এবং উদযাপনের মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত ছিল কিন্তু তারা জানত যে তাদের নিজের ধ্বংসই তখন চলে এসেছিল।

যীশুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছিলক্রুশেতে দেওয়া তাকে আঘাত করা হয়েছিল এবং , হয়েছিল।

মহান প্রতারনা

শয়তান, মহান প্রতারক নিজেই প্রতারিত হয়েছিল। তার অন্ধ বিদ্বেষের জন্য, সে বুঝতেই পারেন নি যে সে সেই ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ হয়েছিল, যে তাঁর মৃত্যু এবং পরবর্তী পুনরুত্থানের মাধ্যমে তাঁকে পুরোপুরি পরাস্ত করবেন এবং মানবজাতিকে পাপের পরিণতি থেকে উদ্ধার করবেন।

ক্রুশেতে মৃত্যুর দ্বারা যীশু আমাদের পাপের মূল্য প্রদান করলেন।

তিনি আমাদের সমস্ত পাপ, অসুস্থতা, রোগ এবং অসুস্থতা সমস্ত যন্ত্রণার নিজের উপর নিয়ে নিয়েছিলেন। যখন এই জগতের সমস্ত পাপ যীশুর থেকে মুছে ফেলা হয়েছিল, তখন ইশ্বরের শক্তি তাঁর উপরে এসেছিল। মহান আধ্যাত্মিক যুদ্ধের এই সময়ে পুরো বিশ্ব কেঁপে উঠেছিল। যীশু, শয়তান ও তার মন্দদূতদের বিনষ্ট

করেছিলেন। শয়তান আদমের সময় থেকেই মানুষকে তার কর্তৃত্বের অধীনে রেখেছিল। যীশু সেই কর্তৃত্বের চাবি শয়তানের থেকে কেড়ে নিল।

পৃথিবীতে কি ঘটেছিল?

তিন দিন ধরে যুদ্ধ চলেছিল। যীশু বলেছিলেন যে যোনা তিন দিন এবং তিন রাত এক বড় মাছের পেটে ছিলেন, তিনিও তেমনি তিন দিনের এবং তিন রাত পৃথিবীর বুকে থাকবেন।

মথি ১২:৪০ '' যোনা যেমন সেইবিরাট মাছের পেটে তিন দিন তিন রাত ছিলেন, তেমন মানবপুত্র তিন দিন তিন রাত পৃথিবীর অন্তঃস্থলে কাটাবেন ''।

*পর্দা দুভাগ হয়ে গেছিল

*পৃথিবী কম্পিত হয়ে উঠল

*পাথর ফেটে গেল

*কবর খুলে গেল

মনুষ্য আর ঈশ্বর থেকে পৃথক থাকল না। মন্দিরের মহাপবিত্রস্থানের স্থানের পর্দাটি ছিরে দুভাগ হয়ে গেছিল। যীশু মৃত্যুর বাঁধনকে ভেঙ্গে দিয়েছিলেন তার ফলে পৃথিবী কেঁপে উঠেছিল।

মথি ২৭:৫০-৫৩ '' পরে যীশু আর একবার খুব জোরে চিত্কার করে প্রাণ ত্যাগ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের মধ্যেকার সেই ভারী পর্দাটা ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত চিরে দুভাগ হয়ে গেল, পৃথিবী কেঁপে উঠল, বড় বড় পাথরের চাঁই ফেটে গেল। সমাধিগুহাগুলি খুলে গেল, আর মারা গিয়েছিলেন এমন অনেক ঈশ্বরের লোকের দেহ পুনরুত্থিত হল। যীশুর পুনরুত্থানের পর এরা কবর ছেড়ে পবিত্র নগর জেরুশালেমে গিয়ে বহুলোককে দেখা দিয়েছিলেন''।

আত্মার জগতে কি ঘটেছিল?

যুদ্ধটি যীশু এবং শয়তান ও তার পৈশাচিক বাহিনীর সাথে ঘটেছিল।

যখন যীশুকে ক্রুশে পেরেক গাঁথা হচ্ছিল, শয়তান অবশ্যই এই গুরুতর ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করার জন্য তার সমস্ত বাহিনীকে ডেকে পাঠিয়েছিল। এটি প্রতক্ষ্য করা তাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল! যীশু ক্রুশে মারা যাবার সাথে সাথে শয়তান ও তার মন্দদূতরা অবশ্যই তাদের বিজয়ের সবচেয়ে বড় মুহূর্ত হবে বলে ভেবে ভেবে আনন্দিতভাবে প্রস্তুত হতে শুরু করেছিল।

শয়তানের পক্ষে যীশুর প্রাণহীন দেহকে ক্রুশে ঝুলতে দেখাই যথেষ্ট ছিল না। অন্ধ বিদ্বেষে শয়তান নিশ্চয়ই চিৎকার করে বলেছিল যে, "তাকে অবশ্যই নরকের গভীরে ফেলে দেওয়া হোক!" শয়তান ও তার মন্দদূতরা তাদের অজ্ঞানহীন বোকামির ফলে আনন্দের মধ্যে মেতে উঠেছিল, কিন্তু তাদের আনন্দ ক্ষণস্থায়ী ছিল কারন নরকের দরজা যীশুর পশ্চাতে বন্ধ হয়ে গেছিল।

যীশু সমস্ত মানবজাতির ভয়াবহ পাপকে নিয়ে নরকের সমস্ত যন্ত্রণা সহ্য করেছিলেন, তিনি অসহায় হয়ে নরকের গভীরে নেমে এসেছিলেন। তিনি সেখানে গিয়ে মনুষ্যের সমস্ত পাপকে মুঝে দিলেন এবং আমাদের সমস্ত পাপকে চিরকালের জন্য প্রোথিত করে দিলেন।

গীতসংহিতা ১০৩:১২ '' পূর্ব য়েমন পশ্চিমের থেকে বিচ্ছিন্ন, তেমন করেই ঈশ্বর, আমাদের কাছ থেকে আমাদের পাপকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে গেছেন ''।

দাউদের দ্বারা ভবিষ্যৎবানী

*পাপের মূল্য প্রদান

*পাপের শাস্তি বহন

যীশুর মৃত্যুর পর কি ঘটবে তা দাউদ বর্ণনা করেছেন।আমাদের পাপ বহন করে, শয়তান তাঁর চূড়ান্ত ধ্বংসের পরিকল্পনা করার সময় তিনি অসহায় হয়ে পড়েছিলেন। তিনি নরকের গভীরতম অংশে নেমেছিলেন। যেখানে যারা অবিশ্বাসের ফলে মারা গিয়েছিল তাদের বিচার ও শাস্তির জন্য সেখানে ছিল।

যীশু আমাদের পাপের শাস্তি ও বিচার বহন করে নরকে নামলেন।

গীতসংহিতা ৮৮:৩-৭ '' আমার আত্মা এই যন্ত্রণায় অনেক কষ্ট পেয়েছে! খুব তাড়াতাড়ি আমি মারা যাবো। ইতিমধ্যেই লোকরা আমার সঙ্গে সেই রকম আচরণ শুরু করেছে, যা একজন মৃতের প্রতি করা হয়, অথবা একজন লোক য়ে বেঁচে থাকার পক্ষে খুব

দুর্বল তার সঙ্গে য়েমন ব্যবহার করা হয়। ওরা মৃতদের মধ্যে আমাকে খোঁজে। আমি সেই মৃত লোকের মত কবরে পড়ে আছি,

য়ে মৃত লোককে আপনি ভুলে গেছেন, য়ে আপনার থেকে এবং আপনার যত্ন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আপনি আমাকে মাটির সেই গর্তে পুরে দিয়েছেন। হ্যাঁ, আপনি আমাকে অন্ধকারে নিক্ষেপ করেছেন। হে ঈশ্বর, আপনি আমার প্রতি ক্রোধান্তিত ছিলেন এবং আপনি আমায় শাস্তি দিয়েছেন''।

দাউদ যীশুর পুনরুত্থানের বিষয়েও ভবিষ্যৎবানী করেছিলেন।

গীতসংহিতা ১৬:১০ '' কেন? কারণ হে প্রভু পাতালে আপনি আমার আত্মা ছেড়ে চলে যাবেন না। আপনার বিশ্বস্ত জনকে আপনি কবরে পচতে দেবেন না''।

যিশাইয়ের ভাববানী

ভাববাদী যিশাইয় যীশুর মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের বিষয়ে ভাববানী করেছিলেন।

যিশাইয় ৫৩:৮-১২ '' মানুষ শক্তি প্রয়োগ করে তাকে নিয়েছিল এবং তার প্রতি ন্যায্য বিচার করেনি। তাঁর ভবিষ্যত্ পরিবার সম্পর্কে কেউ কিছু বলেনি। কারণ সে জীবিতদের দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। আমার লোকদের পাপের জন্য সে শাস্তি পেয়েছিল। তার মৃত্যু হয়েছিল এবং ধনীদের সঙ্গে তাকে সমাহিত করা হয়েছিল। তাকে দুষ্ট লোকদের সঙ্গে সমাহিত করা হয়েছিল যদিও সে কোন হিংস্র কাজ করেনি। সে কখনও কাউকে প্রতারণা করেনি। প্রভু তাকে মেরে পিষে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন। যদি সে দোষমোচনের বলি হিসেবে নিজেকে উত্সর্গ করে, সে তার সন্তানের মুখ দেখবে এবং দীর্ঘ দিন বাঁচবে। ঈশ্বরের অভিপ্রায় তার হাতে সফল হবে। তার আত্মা বহু কষ্ট পেলেও সে অনেক ভালো জিনিস ঘটা দেখতে পাবে। সে যেসব জিনিস শিখেছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট হবে। আমার ভালো দাসটি অনেক মানুষকে ধার্মিক করবে। সে তাদের অপরাধের দরুণ শাস্তি ভোগ করবে। এই কারণে আমি তাকে অনেক লোকের মধ্যে পুরস্কৃত করব। যে সব লোকরা শক্তিশালী তাদের সঙ্গে সমস্ত জিনিসে তার অংশ থাকবে।আমি এটা তার জন্য করব কারণ সে লোকের জন্য নিজের জীবন উত্সর্গ করে মারা গিয়েছিল। তাকে এক জন অপরাধী হিসেবে গণ্য করা হত। কিন্তু সত্যটা হল সে অনেক লোকের পাপ বহন করে ছিল। এবং এখন সে পাপী লোকদের সপক্ষে কথা বলছে''।

ঈশ্বরের মেষ

*সকলের পাপ বহন করলেন

*অপরাধীদের জন্য মধ্যস্থতা করলেন

থাকবে।আমি এটা তার জন্য করব কারণ সে লোকের জন্য নিজের জীবন উত্সর্গ করে মারা গিয়েছিল। তাকে এক জন

অপরাধী হিসেবে গণ্য করা হত। কিন্তু সত্যটা হল সে অনেক লোকের পাপ বহন করে ছিল। এবং এখন সে পাপী লোকদের সপক্ষে কথা বলছে''।

পুরাতন নিয়মের উৎসর্গের মেষের ক্রিয়াকে যীশু ক্রুশের মধ্যে পূর্ণ করলেন।

যোহন ১:২৯ '' পরের দিন যোহন যীশুকে তাঁর দিকে আসতে দেখে বললেন, 'ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, যিনি জগতের পাপরাশি বহন করে নিয়ে যান''।

বলির ছাগল

যীশু যখন আমাদের পাপকে পৃথিবীর গভীরে নিয়ে গেলেন, তখন তিনি পাপ-ছাগল দ্বারা চিত্রিত কাজটি সম্পাদন করলেন যা মানুষের পাপকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল।

লেবীয়ের পুস্তক ১৬:১০,২১,২২ '' অজাজেলের জন্য ঘুঁটি চেলে যে ছাগলটাকে বেছে নেওয়া হয়েছে তাকে অবশ্যই জীবন্ত অবস্থায় প্রভুর কাছে আনবে। তারপর এই ছাগলটিকে অজাজেলের জন্য মরুভূমিতে পাঠাতে হবে। এটা লোকদের পবিত্র করার জন্যই দরকার। হারোণ তার হাত দুটি জীবন্ত ছাগলের মাথায় রাখবে এবং তার ওপর ইস্রায়েলের লোকদের পাপ ও অপরাধগুলি স্বীকার করবে। এইভাবে হারোণ লোকদের পাপসমূহকে ছাগলের মাথায় চাপাবে। তারপর সে ছাগলটাকে মরুভূমিতে পাঠাবে। একজন মানুষ নিযুক্ত করা হবে এবং সে ছাগলটিকে নিয়ে ইস্রায়েলেওযার জন্য তৈরী থাকবে। সুতরাং ছাগলটা নিজের ওপর সমস্ত মানুষের পাপ বয়ে নিয়ে খোলা মরুভূমিতে চলে ইস্রায়েলেবে। যে মানুষটি ছাগলটিকে নিয়ে ইস্রায়েলেবে সে তাকে মরুভূমিতে ছেড়ে দিয়ে আসবে''।

যীশুকে ধরে রাখা যায় নি

যীশু যখন আমাদের পাপগুলি নরকের গভীরতম অঞ্চলে পৌঁছে দিয়েছিলেন, তখন ঈশ্বরের শক্তি তাঁর উপরে নেমে এসেছিল।

প্রেরিত ২:২৭ '' কারণ তুমি আমার প্রাণ মৃত্যুলোকে পরিত্যাগ করবে না। তুমি তোমার পবিত্র ব্যক্তিকে ভয় পেতে দেবে না ''।

নরকের দরজা (হেডেস) যীশুর বিরুদ্ধে কিছু করতে পারেনি। নরকের দরজা ভেঙে তিনি শয়তানের থেকে মৃত্যু, নরক এবং কবরের চাবি ছিনিয়ে নিয়েছিলেন।

মন্দ আত্মা এবং দুষ্ট আত্মারা পরাজিত হয়েছিল

প্রাচীন যুদ্ধগুলির ইতিহাস এবং শত্রুদের পরাজয় নিম্নলিখিত বাক্যের তাৎপর্য সম্পর্কে বিশেষ অন্তর্দৃষ্টি প্রকাশ করে থাকে।

কলসিয় ২:১৫ '' আর এইভাবে সমস্ত (আত্মিক) শাসক ও আধিপত্যকে পরাস্ত করলেন। ঈশ্বর জগতকে দেখালেন যে তারা শক্তিহীন ''।

শক্তি এবং কর্তৃপক্ষগুলি, যেমনটি আমরা আগে অধ্যয়ন করেছি, সেগুলি হল শয়তানের বাহিনীর সংগঠনের উল্লেখিত বিষয়।

প্রাচীনকালে, যখন কোনও সেনাবাহিনী তাদের শত্রুকে পরাজিত করত, তারা তাদেরকে নিরস্ত্র করে দিত, তাদের পোশাক ছিনিয়ে নিত, তাদের শিকল দিয়ে একে অপরের সাথে বেঁধে রেখে দিত এবং সম্পূর্ণ অসম্মানিতভাবে তাদের দাস হিসাবে নিজেদের দেশে নিয়ে যেত।

যীশু ব্যক্তিগতভাবে শয়তান এবং সমস্ত মন্দ আত্মাদের নিরস্ত্র করেছিলেন। তিনি তাদের কাছ থেকে তাদের অস্ত্র কেড়ে নিয়েছিলেন। তিনি তাদের কাপড় খুলে ফেললেন। তিনি তাদেরকে সকলের সামনে পরাস্ত করলেন।

যারা কিছু দিন আগে যীশুকে ক্রুশেতে ঝুলিয়ে, উলঙ্গ করে তাকে অপমানিত করছিল, তারাও এখন সেই একইভাবে অপমানিত হচ্ছিল।

শয়তান আদম ও হবাকে পরাস্ত করেছিল

*তাদেরকে উলঙ্গ করে দিয়েছিল

*তাদের কর্তৃত্ব কেড়ে নিয়েছিল

শয়তান ভেবেছিল সে যীশুকেও পরাস্ত করে দিয়েছে

*তাকে আহত, উলঙ্গ করে দিয়েছিল

*ক্রুশেতে টাঙ্গিয়ে দিয়েছিল

কিন্তু যীশুশয়তান এবং তার মন্দ আত্মাদের পরাস্ত করেছিলেন ,

*তাদেরকে উলঙ্গ করে দিয়ে

*তাদের কর্তৃত্বকে চিরকালের জন্য কেড়ে নিয়ে

পুনরুত্থান

ক্রুশে তাঁর মৃত্যুর মাধ্যমে এবং পাপকে নরকের গভীরে পৌঁছে দিয়ে পাপের শাস্তি প্রদান করার পরে, যীশু মৃত্যু, নরক এবং কবরের চাবি শয়তানের থেকে কেড়ে নিয়েছিলেন।

শয়তানকে পরাস্ত করে এবং মৃত্যুর উপরে তার শক্তি ভেঙে দিয়ে, কবরও আর যীশুর দেহকে ধরে রাখতে পারে না। শক্তিশালী

বিজয়ের বিস্ফোরণে যীশু মৃতদের মধ্য থেকে উঠে এসেছিলেন। শয়তান এবং সমস্ত মন্দ শক্তি পরাজিত হয়েছিল!

ইফিষীয় ১:১৯-২১ '' আমরা যাঁরা বিশ্বাসী, আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের যে মহাশক্তি কাজ করছে তাও তোমরা জানতে পারবে। সেই মহাশক্তি দ্বারা ঈশ্বর খ্রীষ্টকে মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত করেছেন ও তাঁর ডানপাশে স্বর্গীয় স্থানে বসিয়েছেন। ঈশ্বর খ্রীষ্টকে সমস্ত রাজা, মহারাজা, শাসনকর্তা ও মহান নেতাদের থেকে এবং প্রত্যেক শীর্ষ স্থানীয় শক্তির উর্দ্ধে খ্রীষ্টকে স্থাপন করেছেন, কেবল এই কালে নয় আগামীকালেও ''।

যীশু স্বর্গারোহিত হলেন

বিজয়ী হয়ে

যীশু বিজয়ীভাবে স্বর্গে ফিরে গেলেন এবং তিনি তাঁর যাত্রায় বন্দীদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

ইফিষীয় ৪:৮-১০ '' তাই শাস্ত্র বলছে: 'তিনি উর্দ্ধে আকাশে গেলেন, সঙ্গে বন্দীদের নিয়ে গেলেন, আর মানুষের হাতে তুলে দিয়ে গেলেন নানা বরদান।' যখন বলা হয়েছে, 'তিনি উর্দ্ধে উঠে গেলেন,' তার অর্থ কি? তার অর্থ এই যে প্রথমে তিনি নিম্নে পৃথিবীতে নেমেছিলেন।সেই জন যিনি নেমে এসেছিলেন (খ্রীষ্ট) তিনি সেই একই ব্যক্তি যিনি আকাশের থেকেও উচ্চে উঠেছিলেন, যাতে সব কিছুই তাঁর দ্বারা পূর্ণ করতে পারেন''।

যীশু যখন বন্দী হয়ে বন্দীদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তখন তার মধ্যে আমরা এক বিজয়ী সৈন্যপ্রমুখ হিসাবে সামরিক প্রদর্শনীর মধ্যে পরাজিত শত্রুকে নেতৃত্ব দেওয়ার চিত্র দেখতে পাই - নিরস্ত্র, শিকল দিয়ে আবদ্ধ, স্বর্গের সমস্ত স্বর্গদূতদের সামনে অপমানিতরুপে শয়তান ও তার বাহিনীর দল চলেছে। শয়তান ও তার সমস্ত বাহিনিকে তিনি সম্পূর্ণরুপে পরাজিত করেছিলেন এবং তাদের সম্পূর্ণ অপমান জনসাধারণের কাছে প্রতক্ষ্য করে তুলেছিলেন।

যীশু যখন কর্তৃত্বের চাবি শয়তানের থেকে নিয়ে নিলেন। তিনি কর্তৃত্বের চাবিগুলি ফিরিয়ে নিয়েছিলেন যা আদম তার অবাধ্যতার

কারনে শয়তানের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। যীশু যখন শয়তানের হাত থেকে এই কর্তৃত্বের চাবিগুলি ছিনিয়ে নিয়েছিলেন, তখন তিনি মানবজাতি ও এই পৃথিবীর উপরে শয়তানকে তার কর্তৃত্ব থেকে পরাস্ত করেছিলেন। যীশু ব্যক্তিগতভাবে শয়তান এবং তার সমস্ত মন্দতাকে পরাজিত করেছিলেন।

আনন্দের সহিত গ্রহন করা

নিশ্চয়ই ঈশ্বরের পুত্রকে স্বর্গে তাঁর যথাযথ জায়গায় ফিরিয়ে আসার পর স্বর্গীয় সেনাবাহিনীর আনন্দকে বর্ণনা করার কোনও শব্দ নেই। তাহলে কীভাবে মানুষ সেই বিজয়ী প্রত্যাবর্তনের বর্ণনা দিতে পারে?

দাউদ এই আনন্দের একটি বর্ণনা আমাদের দিয়েছেন।

গীতসংহিতা ২৪:৭-১০ '' হে ফটক সকল, তোমাদের মাথা তোল! হে প্রাচীন দ্বারসমূহ, খুলে যাও, কারণ মহিমান্বিত রাজা ভেতরে আসবেন। কে সেই মহিমান্বিত রাজা? প্রভুই সেই রাজা। তিনিই পরাক্রমী সৈনিক। প্রভুই সেই রাজা, তিনিই যুদ্ধের নায়ক। হে ফটক সকল তোমাদের মাথা তোল! হে প্রাচীন প্রবেশ দ্বারসমূহ, খুলে যাও, কারণ মহিমান্বিত রাজা ভেতরে আসবেন। কে সেই মহিমান্বিত রাজা? সর্বশক্তিমান প্রভুই সেই রাজা। তিনিই সেই মহিমান্বিত রাজা।

বিজয়ীর ঘোষণা !

প্রেরিত যোহন প্রকাশিত বাক্যে যীশুর কথাকে তুলে ধরলেন, যীশু নিজের জয়ী হবার কথা ঘোষণা করলেন!

প্রকাশিত বাক্য ১:১৮ '' আমি সেই চির জীবন্ত, আমি মরেছিলাম, আর দেখ আমি চিরকাল যুগে যুগে জীবিত আছি। মৃত্যু ও পাতালের চাবিগুলি আমি ধরে আছি''।

যীশুর কাছে চাবি রয়েছে!

যীশু স্বর্গে রাজ্যে এসে চিৎকার করে বললেন, '' পিতা, আমার কাছে চাবি আছে! শয়তান পরাজিত হয়েছে এবং আমার কাছে এখন চাবি রয়েছে''!

যীশুর হাতে কর্তৃত্বের চাবি ছিল যা তিনি শয়তান থেকে কেড়ে নিয়েছিলেন যা সে আদম ও হবাকে প্রতারণা করে এদেন উদ্যান থেকে চুরি করে নিয়েছিল।

চাবির গুরুত্ব

যীশু শয়তানের কাছ থেকে চাবিগুলি ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি সেগুলি নিজের কাছে রাখেন নি। সেগুলিকে তিনি তার ''নতুন সৃষ্টের' কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

মণ্ডলীর প্রথম প্রকাশে যীশু শিষ্যদের বলেছিলেন যে তিনি তাদেরকে স্বর্গরাজ্যের চাবিগুলি দেবেন।

মথি ১৬:১৯ '' আমি তোমাকে স্বর্গরাজ্যের চাবিগুলি দেব, তাতে তুমি এইপৃথিবীতে যা বাঁধবে তা স্বর্গেও বেঁধে রাখা হবে। আর পৃথিবীতে যা হতে দেবে তা স্বর্গেও হতে দেওয়া হবে ''।

যিশাইয় পুস্তকে চাবির বিষয়ে উল্লেখিত রয়েছে।

যিশাইয় ২২:২২ '' "আমি দায়ূদের বাড়ির চাবি ঐ মানুষটার গলায় ঝুলিয়ে দেব। যদি সে একটা দরজা খোলে, তাহলে সে দরজা খোলাই থাকবে। কেউই তা বন্ধ করতে সক্ষম হবে না। যদি সে একটা দরজা বন্ধ করে তাহলে ঐ দরজা বন্ধই থাকবে। কেউই তা খুলতে পারবে না''।

পুরাতন সময়ে, চাবিগুলি খুব বড়, ভারী এবং অলঙ্কৃত হত। ধনী পুরুষরা চাবি তাদের কাঁধে ঝুলিয়ে রাখত, সেগুলি ভারি ছিল সেইজন্য নয় বরং সৌন্দর্যতার জন্য।প্রায়শই দু'জন দাস ধনী লোককে কাঁধে চাবিগুলি নিয়ে তার পিছনে অনুসরন করত। এটি ছিল সম্পদের এক প্রদর্শন।

যিশাইয় যখন মশীহের আগমনের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তখন তিনি কাঁধে চালিত চাবিগুলীর তাত্পর্য উল্লেখ করেছিলেন।

যিশাইয় ৯:৬ক '' একটি বিশেষ শিশু জন্মগ্রহণ করার পরই এটা ঘটবে। ঈশ্বর আমাদের একটি পুত্র দেবেন। লোকদের নেতৃত্ব দেওয়ার ভার তার ওপর থাকবে''।

রাজত্ব, কর্তৃত্বের চাবিগুলী যীশুর হাতে ছিল! যীশু এই চাবিগুলী নিলেন এবং মণ্ডলীকে দিয়ে দিলেন।

এই পৃথিবীর কর্তৃত্ব আবার

মনুষ্যের জন্য পুনরুদ্ধিত করা হল!

পুনরালোচনার জন্য প্রশ্ন

১। ক্রুশে মৃত্যুর পরে, যীশু আমাদের সমস্ত পাপ এবং অপরাধকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিলেন?

২। শাস্ত্রবাক্যের অর্থ কী যখন এটি বলে যে যীশু আধ্যাত্মিক ক্ষমতা এবং ক্ষমতাগুলি লুণ্ঠন করেছিলেন এবং তাদের প্রকাশ্য লজ্জায় ফেলেছেন?

৩।প্রকাশিত বাক্য ১:১৮ তে উল্লেখিত চাবিগুলী কাকে প্রতিনিধিত্ব করে?

সপ্তম অধ্যায় (CHAPTER 7)

কর্তৃত্ব মনুষ্যের জন্য পুনরুদ্ধিত করা হয়েছিল

যীশুর কাজ সম্পূর্ণ হয়েছিল!

যীশুর কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে!

ঈশ্বর যখন আদম এবং হবাকে সৃষ্টি করেছিলেন, তখন তিনি তাদেরকে এই পৃথিবীতে শাসন করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। পাপের মাধ্যমে তারা এই কর্তৃত্বটি শয়তানের কাছে হারিয়েছিল। অতঃপর যীশু, নিখুঁত মানুষ, সর্বশেষ আদমরুপে, পৃথিবীতে এমন প্রতিটি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন যা ঈশ্বর মানবজাতিকে করার জন্য তৈরি করেছিলেন। যীশু সমস্ত মানবজাতির পাপকে নিজের উপর গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের পাপের শাস্তি নিজের উপর নিয়ে ক্রুশে মৃত্যুবরন করেছিলেন।

তিনি সমস্ত মানবজাতির জন্য মৃত্যু ভোগ করেছিলেন। তিনি এই পাপগুলি নরকের গভীরে পৌঁছে দিয়েছিলেন এবং তার পরে ঈশ্বরের শক্তি স্বয়ং যীশুর উপরে এসেছিল। তিনি শয়তান ও সমস্ত মন্দদূতকে নরকের দ্বারপ্রান্তরে পরাজিত করেছিলেন। যীশু কর্তৃত্বের সমস্ত চাবিগুলি ফিরিয়ে নিয়ে নিয়েছিলেন।

মানবজাতির কাছ থেকে চুরি করা সমস্ত কিছুই যীশু ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। আদম ও হবাকে ঈশ্বর যা কিছুর জন্য সৃষ্টি করেছিলেন, যীশু সেগুলিকে শয়তানের কাছ থেকে পুনরুদ্ধার করেছিলেন এবং মানবজাতির কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

যীশু তার দ্বারা গঠিত মণ্ডলীর কাছে তিনি প্রথমে বললেন,

মথি ১৬:১৮খ,১৯ '' তুমি পিতরআর এইপাথরের ওপরেই আমি আমার মণ্ডলী গেঁথে তুলব মৃত্যুর কোন শক্তিতার ওপর জয়লাভ করতে পারবে না । আমি তোমাকে স্বর্গরাজ্যের চাবিগুলি দেব, তাতে তুমি এইপৃথিবীতে যা বাঁধবে তা স্বর্গেও বেঁধে রাখা হবে। আর পৃথিবীতে যা হতে দেবে তা স্বর্গেও হতে দেওয়া হবে ''।

যীশু স্বর্গরাজ্যে রয়েছেন

যীশুর বর্তমান স্থানের বিষয়ে ইব্রিয় পুস্তকের লেখকেরা বলেছেন।

ইব্রিয় ১০:১২,১৩ '' যখন তোমরা সেই বাড়িতে গিয়ে উঠবে তখন সেখানকার লোকদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলো, 'তোমাদের শান্তি হোক্। সেই বাড়ির লোকরা যদি তোমাদের স্বাগত জানায়, তবে তারা সেই শান্তি লাভের উপযুক্ত। কিন্তু তারা যদি

কর্তৃত্ব মনুষ্যের জন্য পুনরুদ্ধিত করা হয়েছিল

তোমাদের স্বাগত না জানায়, তবে তোমাদের শান্তি তোমাদেরই কাছে ফিরে আসুক''।

যীশু এখন পিতার ডানদিকে বসে আছেন।

যীশুর বর্তমান অবস্থান সম্বন্ধে দাউদ আগেই ভবিষ্যৎবানী করেছিলেন।

গীতসংহিতা ১১০:১ '' প্রভু আমার মনিবকে বলেছেন, "য়তক্ষণ পর্য়ন্ত আমি তোমার শত্রুকে তোমার অধীনে না এনে দিই ততক্ষণ আমার ডান দিকে বস ''।

দাউদ ভবিষ্যৎবানী করেছিলেন যে যীশু পিতার ডানদিকে বসবেন।

যীশু অপেক্ষা করছেন

দাউদ এবং ইব্রীয় বইয়ের লেখক উভয়েই আমাদের জানিয়েছিলেন যে যীশু পিতার ডানদিকে বসে থাকার চেয়ে আরও বেশি কিছু করছেন। যীশু তাঁর শত্রুদের তাঁর পাদদেশে আনিত করার জন্য অপেক্ষা করছেন ।

কে তার শত্রুদের তার পদতলে নিয়ে আসবে?

যীশু তাদের পুনরুদ্ধারকৃত কর্তৃত্ব আবিষ্কার করার জন্য এবং শয়তানকে পরাজিত শত্রু হিসাবে প্রদর্শন করার জন্য প্রভুর মুক্তির জন্য অপেক্ষা করছেন। যীশুর কাজ শেষ! তিনি তাঁর শত্রুদের তাঁর পাদদেশে পরিণত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন। শয়তানকে তার জায়গায় স্থাপন করা বিশ্বাসীদের কাজ। বিশ্বাসীদের অবশ্যই শয়তান ও তার মন্দদূতদেরকে যীশুর পায়ের নীচে রাখতে হবে।

যীশুর যা যা করার ছিল সেই সমস্ত কিছুই তিনি সম্পন্ন করেছিলেন।এখন দায়িত্ব আমাদের।আমরা হচ্ছি তার দেহ। আমরা তার হাত, পা। আমরা এখন পৃথিবীতে কর্তৃত্ব করব।

পৌলের প্রার্থনা

প্রেরিত পৌল সমস্ত প্রেরিতদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ, শক্তিশালী প্রার্থনা করেছিলেন। তাঁর প্রার্থনায় পিতার ডানদিকে যীশুর অবস্থান, আমাদের অবস্থান, আমাদের শক্তি এবং আমাদের দায়িত্বকে তিনি তুলে ধরেছিলেন।

ইফিষীয় ১:১৮-২৩ '' আমি প্রার্থনা করছি য়েন তোমরা আপন আপন হৃদয়ে ঐশ্বরিক জ্ঞান লাভ করতে পার, তাহলে ভবিষ্যতে কি প্রত্যাশার জন্য ঈশ্বর তোমাদের আহ্বান করেছেন তা তোমরা জানতে পারবে। য়ে আশীর্বাদ ঈশ্বর তাঁর পবিত্র লোকদের দেবার

কর্তৃত্ব মনুষ্যের জন্য পুনরুদ্ধিত করা হয়েছিল

জন্য স্থির করেছেন তা কত সম্পদশালী ও প্রতাপযুক্ত তা তোমরা বুঝতে পারবে। আমরা যাঁরা বিশ্বাসী, আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের যে মহাশক্তি কাজ করছে তাও তোমরা জানতে পারবে। সেই মহাশক্তি দ্বারা ঈশ্বর খ্রীষ্টকে মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত করেছেন ও তাঁর ডানপাশে স্বর্গীয় স্থানে বসিয়েছেন। ঈশ্বর খ্রীষ্টকে সমস্ত রাজা, মহারাজা, শাসনকর্তা ও মহান নেতাদের থেকে এবং প্রত্যেক শীর্ষ স্থানীয় শক্তির উর্দ্ধে খ্রীষ্টকে স্থাপন করেছেন, কেবল এই কালে নয় আগামীকালেও। ঈশ্বর সবকিছুই খ্রীষ্টের চরণের নীচে স্থাপন করেছেন। তাঁকেই সকলের ওপরে মস্তক স্বরূপ করে মণ্ডলীকে দান করেছেন। মণ্ডলী হল খ্রীষ্টের দেহ; আর তাঁর পরিপূর্ণতা সব কিছুই সমস্ত দিকে দিয়ে পূর্ণ করে।

যীশুর স্থান

প্রেরিত পৌলের মতে,

*যীশু মৃত্যু থেকে জীবিত হয়েছিলেন

*স্বর্গীয় স্থানে ডানদিকে বসে রয়েছেন

*সমস্ত ক্ষমতা, নিয়ম, শক্তি, রাজত্বের উপরে

*সমস্ত নামের উদ্ধে

*মস্তক হবার জন্য নিযুক্ত

যীশু সমস্ত মন্দ শক্তির থেকে অনেক উপরে। যীশু দেওয়া বা দেওয়া যেতে পারে এমন সমস্ত উপাধি থেকে অনেক উপরে। সমস্ত জিনিস যীশুর পায়ের নীচে রয়েছে।

শক্তির মানদণ্ড

শক্তির দুটি মানদণ্ড রয়েছে, একটি পুরাতন নিয়মে ও অপরটি নতুন নিয়মে রয়েছে।

পুরাতন নিয়মে ক্ষমতার মানদণ্ড হল লাল সমুদ্রের দুভাগ।

নতুন নিয়মে যীশুর পুনরুত্থানের ক্ষমতা হচ্ছে সেই মানদণ্ড।

পৌল লিখলেন,

ইফিষীয় ১:১৯খ,২০ক '' আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের যে মহাশক্তি কাজ করছে তাও তোমরা জানতে পারবে। সেই মহাশক্তি দ্বারা ঈশ্বর খ্রীষ্টকে মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত করেছেন ও তাঁর ডানপাশে স্বর্গীয় স্থানে বসিয়েছেন ''।

বিশ্বাসীদের স্থান

কর্তৃত্ব মনুষ্যের জন্য পুনরুদ্ধিত করা হয়েছিল

প্রেরিত পৌল প্রার্থনা করেছিলেন যেন বিশ্বাসীরা জ্ঞানদীপ্ত হতে পারে এবং তারা জানতে পারে যেঃ

তার আহ্বানের আশা

তার উত্তারিধাকারের গৌরবের প্রাচুর্যতা কে

তার অবিশাস্য ক্ষমতাকে জানার

আমরা তার দেহ

আমরা তার মধ্যেই সম্পূর্ণ

আমাদের তাঁর উত্তরাধিকারের গৌরবময় সম্পদ এবং তাঁর শক্তির অত্যধিক মহত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত থাকতে হবে। যেই মহান ক্ষমতার দ্বারা যীশুর মৃতদের মধ্য হতে জীবিত হয়েছিলেন সেই একই শক্তি নিয়ে আমাদেরও কাজ করতে হবে।

তার মধ্যে সম্পূর্ণতা

পৌল মণ্ডলীর জন্য প্রার্থনা করলেন, '' মণ্ডলী হল খ্রিষ্টের দেহ, তার সম্পূর্ণতা যার দ্বারা তিনি সকলকে সম্পূর্ণ করেন ''।

আমরা যদি, তাঁর মণ্ডলী হওয়া নাতে, ঈশ্বরের পুত্রের শূন্যতা বা খালিস্থান পূরণ করছি, তাহলে কখন এই শূন্যতা দেখা দিয়েছে? সম্ভবত এই শূন্যতা সেই সময়ের দিকে ফিরে যায় যখন লুসিফার সেই অভিষিক্ত করুব যাকে তাঁর বিদ্রোহের জন্য তাঁকে এবং তার অনুসরণকারী দূতেদের সাথে স্বর্গ থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

যিহিস্কেল ২৮:১৪ '' আমি বিশেষ ভাবে তোমার জন্যই একজন করুবকে তোমার একজন অভিভাবক হিসেবে নিযুক্ত করেছিলাম। আমি তোমাকে ঈশ্বরের পবিত্র পর্বতের ওপর স্থাপন করেছিলাম। আগুনের মত চকচকে ঐ মণি মানিক্যের মধ্যে দিয়ে তুমি যাতায়াত করতে ''।

স্বর্গীয়দূতসুলভ পরিচালনা

যেমন ঈশ্বরের মধ্যে ত্রিত্বতা রয়েছে তেমনি স্বর্গের দূতদের পরিচালনার মধ্যে ত্রিত্বতা ছিল।সেখানে মিখায়েল, লুসিফার এবং গাব্রিয়েল ছিল।

*এক তৃতীয়াংশ

যখন লুসিফার বিদ্রোহ করেছিল, লেখা আছে যে, ''তার দূতেদের'' নিক্ষেপিত করা হল।

প্রকাশিত বাক্য ১২:৭-৯ '' এরপর স্বর্গে এক যুদ্ধ বেধে গেল। মীখায়েল ও তার অধীনে অন্যান্য স্বর্গদূতরা সেই নাগের সঙ্গে যুদ্ধ করল। সেই নাগও তার অপদূতদের সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধ করতে

লাগল। কিন্তু সাপ যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল না, তাই তারা স্বর্গের স্থান হারালো। সেই বিরাট নাগকে স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে ছুঁড়ে ফেলা হল। এই বিরাট নাগ হল সেই পুরানো নাগ যাকে দিয়াবল বা শয়তান বলা হয়, সে সমগ্র জগতকে ভ্রান্ত পথে নিয়ে যায়। সেই নাগ ও তার সঙ্গী অপদূতদের পৃথিবীতে ছুঁড়ে ফেলা হল ''।

যেসব দূতদের নিক্ষেপিত করা হয়েছিল সেগুলিকে শয়তানের দূত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।স্বর্গের মোট এক তৃতীয়াংশ দূতদের পৃথিবীতে নিক্ষেপিত করা হয়েছিল।

প্রকাশিত বাক্য ১২:৪ক '' সে তার লেজ দিয়ে আকাশের এক তৃতীয়াংশ নক্ষত্র টেনে নামিয়ে এনে পৃথিবীর ওপর ফেলল''।

*মিখায়েল

স্বর্গদূতদের মধ্যে মিখায়েলকে প্রধান বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

যিহুদা ১:৯ক '' কিন্তু প্রধান স্বর্গদূত মীখায়েলের কথা আমরা জানি.....

এটি মিখায়েল এবং "তাঁর স্বর্গদূতরা" যিনি শয়তান, দানব এবং তার দূতদের" বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন''।

প্রকাশিত বাক্য ১২:৭ '' এরপর স্বর্গে এক যুদ্ধ বেধে গেল। মীখায়েল ও তার অধীনে অন্যান্য স্বর্গদূতরা সেই নাগের সঙ্গে যুদ্ধ করল। সেই নাগও তার অপদূতদের সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধ করতে লাগল''।

সম্ভবত মিখায়েল এবং তাঁর সেনাবাহিনীর অধীনে এক তৃতীয়াংশ স্বর্গদূত ছিল, যারা পিতার সেবক ছিল।

*গাব্রিয়েল

সম্ভবত গ্যাব্রিয়েল, যিনি সর্বদা দূত দেবদূত হিসাবে উপস্থিত হতেন এবং তার অধীনে এক তৃতীয়াংশ দূতেরা ছিল যারা পবিত্র আত্মার পরিচর্যায় থাকত।

তিনি সখরিয়ের কাছে এসে সংবাদ দিলেন যে, তার স্ত্রী এলিজাবেথ একটি পুত্র সন্তান প্রসব করবে , যে '' জন্ম থেকে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ থাকবে''।

লুক ১:১৯ '' এর উত্তরে স্বর্গদূত তাঁকে বললেন, 'আমি গাব্রিয়েল, ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকি; আর তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্য ও তোমাকে এই সুখবর দেবার জন্যই আমাকে পাঠানো হয়েছে''।

কর্তৃত্ব মনুষ্যের জন্য পুনরুদ্ধিত করা হয়েছিল

গাব্রিয়েল কুমারী মরিয়মের কাছেও এসেছিলেন।

লুক ১:৩০,৩১,৩৫ '' স্বর্গদূত তাঁকে বললেন, 'মরিয়ম তুমি ভয় পেও না, কারণ ঈশ্বর তোমার ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। শোন! তুমি গর্ভবতী হবে আর তোমার এক পুত্র সন্তান হবে। তুমি তাঁর নাম রাখবে যীশু। এর উত্তরে স্বর্গদূত বললেন, 'পবিত্র আত্মাতোমার ওপর অধিষ্ঠান করবেন আর পরমেশ্বরের শক্তি তোমাকে আবৃত করবে; তাই য়ে পবিত্র শিশুটি জন্মগ্রহণ করবে তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলা হবে''।

গাব্রিয়েল পবিত্র আত্মার কাজকে প্রকাশিত করলেন ।

*লুসিফার

তখন কি লুসিফার এবং তাঁর দূতগণ ঈশ্বরের পুত্রের সেবা করত?

লুসিফার আচ্ছাদন করুব হিসাবে পরিবেশন করেছিলেন এবং তিনি দয়ার আসনের প্রতিটি পাশে থাকা ঢাকা দেওয়ার চেরুবগুলির দ্বারা চিত্রিত করেছিলেন। তিনি ঠিক ঈশ্বরের সিংহাসনের পাশে ছিলেন। যেমনটি আমরা দেখেছি, আচ্ছাদনটি ছিল প্রশংসা ও উপাসনার মন্ত্রক।

হঠাৎ তাঁর বিদ্রোহের সময়, লুসিফার এবং তাঁর সমস্ত স্বর্গদূতকে স্বর্গ থেকে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, কীভাবে এই শূন্যতা পূরণ করা হয়েছিল?

পুত্রের পরিচর্যায় এই শূন্যতা পূরণের জন্য পিতা কি মিখায়েল এবং গ্যাব্রিয়েলকে তাদের কিছু স্বর্গদূতদের পুনরায় নিয়োগের জন্য বলেছিলেন? এই ঘটনার আমাদের কাছে কোন তথ্য নেই।

ঈশ্বরের কি আরও ভাল পরিকল্পনা থাকতে পারে যখন তিনি মানবজাতিকে তাঁর আকারে সৃষ্টি করেছেন, তাঁরাই তার উপাসক হতে পারেন, তাঁর সাথে স্বর্গীয় স্থানে বসতে পারে, তাঁর পাশে থাকতে পারে এবং তাঁর সাথে সর্বদা অনন্তকাল রাজত্ব করতে পারে?

শূন্যতা পূরণ করা হল

ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট পুরুষ এবং মহিলা কেবল তখনই সম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণ হতে পারে যখন পরিত্রাণের মুহূর্তে স্রষ্টা আবার তাদের মধ্যে নিজের নিঃশ্বাসকে দেবেন। তিনি জীবনের সাথে শূন্যতা পূরণ করেন। তার দ্বারা এই মনুষ্য শরীর সেই শূন্যতাকে পূরণ করে এবং তারা তাদের জীবনকে ঈশ্বরের গৌরব এবং প্রশংসার জন্য উৎসর্গ করে সেই শূন্যতাকে পূরণ করতে পারে।

শুরুতে, কেবল একটি সেবাকাজ ছিল, সেটি প্রশংসা ও উপাসনা সেবাকাজ। যখন এটি বন্ধ হয়ে যায়, তখন অনেক অন্যান্য

কর্তৃত্ব মনুষ্যের জন্য পুনরুদ্ধিত করা হয়েছিল

সেবাকাজ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে – সুস্থতা, উদ্ধার, পুনর্মিলন, পুনরুদ্ধার এবং অন্যান্য সেবাকাজ।

প্রসংশা এবং গৌরবের সেবাকাজ আবার মণ্ডলীর দ্বারা কি পুনরুদ্ধিত হতে পারে? অন্যান্য সেবাকাজগুলী যা খ্রিষ্টের দেহের মধ্যে বর্তমানে রয়েছে তার কি আর দরকার নেই?

আমরা ঈশ্বরের প্রশংসা ও উপাসনা করার জন্য আরও বেশি সময় ব্যয় করার সাথে সাথে আমরা আবিষ্কার করব যে আমাদের জীবনে সুস্থতার বা উদ্ধার বা অন্যান্য সেবাকাজের জন্য হ্রাসমান প্রয়োজন রয়েছে।

আমরা ঈশ্বরের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ! আমাদের তাঁর প্রতি পূর্ণ হতে হবে। তাঁর প্রশংসা ও উপাসনা করার জন্য তাঁর সেবা করতে হবে। এটি করার মাধ্যমে আমরা তাঁর দেহ হিসাবে "তাঁর পরিপূর্ণতা হয়ে উঠি যিনি সমস্ত কিছু পূরণ করেন।"

ইফিষীয় ১:২২,২৩ '' ঈশ্বর সবকিছুই খ্রীষ্টের চরণের নীচে স্থাপন করেছেন। তাঁকেই সকলের ওপরে মস্তক স্বরূপ করে মণ্ডলীকে দান করেছেন ''।

মণ্ডলী হল খ্রীষ্টের দেহ; আর তাঁর পরিপূর্ণতা সব কিছুই সমস্ত দিকে দিয়ে পূর্ণ করে ''।

আমরা যখন ঈশ্বরের প্রশংসা করি এবং উপাসনা করি, আমরা কেবল লুসিফার এবং তাঁর দূতদের পূর্বের কাজগুলোই সম্পন্ন করছি না, আমরা তাদের পরাজিত হওয়া সত্যটি প্রমাণ করছি এবং স্বর্গে তার আর কোনও স্থান নেই। আমরা তাদের লাঞ্ছিত করছি এবং তাদের আমাদের পায়ের নীচে রাখছি। আমরা যখন প্রভুর সামনে নৃত্য করি তখন, আমরা আমাদের পায়ের তলায় শয়তানকে পদতলে দলিত করি।

দ্রষ্টব্য: প্রশংসা ও উপাসনার গভীর অধ্যয়নের জন্য, এ.এল. ও জয়েস গিলের প্রশংসা ও উপাসনা ম্যানুয়ালটি পড়ুন।

আমাদের কাছে এর অর্থ কি

ক্রুশে যীশুর কাজ এবং এরপরে ঘটে যাওয়া ঘটনার দ্বারা, শয়তান পরাজিত হয়েছে! প্রতিটি মন্দ শক্তিকে পরাজিত করা হয়েছে! যীশু তাদের পরাজিত করেছিলেন এবং তাদের নিঃস্ব করে দিলেন! তিনি তাদেরকে শূন্যতে পরিনত করলেন।

*কেন আমরা এখন শয়তানকে আমাদের পরাজিত করতে দিচ্ছি?

কর্তৃত্ব মনুষ্যের জন্য পুনরুদ্ধিত করা হয়েছিল

*কেন আমরা তাকে আমাদের ঘরের মধ্যে,আমাদের শহরে, দেশে প্রবেশ করতে দিচ্ছি?

*কেন আমরা তাকে আমাদের উপর রোগ ছড়াতে দিচ্ছি?

*কেন আমরা দ্রারিদ্রতাকে গ্রহন করছি?

উত্তরটি হ'ল আমাদের অবশ্যই যীশু খ্রীষ্টে যা দেওয়া হয়েছে তা অধ্যয়ন করতে হবে এবং জানতে হবে। আমাদের অবশ্যই আমাদের পুনরুদ্ধার করা কর্তৃত্বকে আবিষ্কার করতে হবে।

আমরা উদ্ধার পেয়েছি!

প্রেরিত পৌল কলসিয় মণ্ডলীকে লেখার সময় বললেন, আমরা পেয়েছি,

*উদ্ধার

*অনুবাদিত

*পরিত্রান

*ক্ষমা

কলসিয় ১:১৩,১৪ '' তিনিই অন্ধকারের কর্তৃত্ব থেকে আমাদের উদ্ধার করে তাঁর প্রিয় পুত্রের রাজত্বে স্থান দিয়েছেন । তাঁর মাধ্যমেই আমরা মুক্ত হই ও আমাদের সব পাপের ক্ষমা হয়।

রাজ্য এখানেই

পুত্রের রাজ্য কি ?

যখন যীশু তার শিস্যদের প্রার্থনা করতে শেখাচ্ছিলেন, তিনি এইভাবে প্রার্থনা করলেন,

মথি ৬:১০ '' তোমার রাজত্ব আসুক। তোমার ইচ্ছা য়েমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও পূর্ণ হোক।

ঈশ্বরের রাজত্ব ভবিষ্যতে কিছু নয়। এটা এখন এখানেই। আমরা অন্ধকারের রাজত্ব থেকে উদ্ধার পেয়েছি এবং মুক্তি ও আমাদের পাপের ক্ষমার মধ্য দিয়ে পুত্রের রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করেছি।

আমাদের পুনরুদ্ধারকৃত কর্তৃত্বের জ্ঞান নিয়ে আমরা শক্তিশালী পুরুষ ও মহিলা হতে পারি যারা এই পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্যকে দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

মথি১১:১২ '' বাপ্তিস্মদাতা য়োহনের সময় থেকে আজ পর্যন্ত স্বর্গরাজ্য ভীষণভাবে আক্রান্ত হচ্ছে। আর শক্তিধর লোকরা তা জোরের সাথে অধিকার করতে চেষ্টা কর''।

পৌল সুন্দরভাবে যীশুর বর্ণনা দিলেন,

কর্তৃত্ব মনুষ্যের জন্য পুনরুদ্ধিত করা হয়েছিল

কলসিয় ১:১৫-১৮ '' কেউই ঈশ্বরকে দেখতে পায় না; কিন্তু যীশুই অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি এবং সমস্ত সৃষ্টির প্রথমজাত। তাঁর পরাক্রমে সবকিছুই সৃষ্টি হয়েছে। স্বর্গে ও মর্তে, দৃশ্য ও অদৃশ্য যা কিছু আছে, সমস্ত আত্মিক শক্তি, প্রভুবৃন্দ, শাসনকারী কর্তৃত্ব, সকলই তাঁর দ্বারা ও তাঁর নিমিত্ত সৃষ্ট হয়েছে। সবকিছুর পূর্বেই খ্রীষ্টের অস্তিত্ব ছিল; তাঁর শক্তিতেই সব কিছু স্থিতিশীল আছে। খ্রীষ্ট হলেন দেহের মস্তক সেই দেহ হচ্ছে মণ্ডলী। সব কিছুর আদি তিনি, মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিতদের মধ্যে তিনি প্রথম, তাই সব কিছুতেই প্রথমে তাঁর স্থান ''।

যীশু আমাদের মস্তক

যীশুঃ

*ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি

*সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা

*সমস্ত কিছুর পূর্বে ছিলেন

*সমস্ত কিছুকে একত্র করে রাখেন

*দেহ অর্থাৎ মণ্ডলীর মস্তক

*প্রথম, মৃত্যুর থেকে প্রথমজাত

যীশু আমাদের মস্তক। আমরা তাঁর দেহ। তাঁর দেহ সমস্ত বিশ্বাসীদের সমন্বয়ে গঠিত। তাঁর দেহ হিসাবে, আমরা ইতিমধ্যে শয়তানের আধিপত্য থেকে উদ্ধার পেয়ে এবং একদম নতুন রাজ্যে বাস করেছি যেখানে আমরা ঈশ্বরের পুত্র যীশুর সাথে রাজত্ব করব। আমরা আমাদের সমস্ত পাপ থেকে ক্ষমা ও উদ্ধার লাভ করেছি।

দেহের প্রধান যীশু স্বর্গে আছেন। তাঁর পা সহ তাঁর শরীরের বাকী অংশ পৃথিবীতে। পৃথিবীতেই মানুষকে তার নিখুঁত আধিপত্যের কার্য সম্পাদন করতে হবে। এখানেই তাকে কার্যকর আধ্যাত্মিক যুদ্ধের মাধ্যমে কর্তৃত্বের সহিত ঈশ্বরের রাজ্যেকে বৃদ্ধি করতে হবে।

শয়তানের স্থান

যীশুর পায়ের তলায়

ঈশ্বর শয়তানকে যীশুর পায়ের নীচে রেখেছিলেন এবং যীশুকে মণ্ডলীর বিষয়ে সমস্ত কিছুর উপরে প্রধান হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন।

কর্তৃত্ব মনুষ্যের জন্য পুনরুদ্ধিত করা হয়েছিল

ইফিষীয় ১:২২ '' ঈশ্বর সবকিছুই খ্রীষ্টের চরণের নীচে স্থাপন করেছেন। তাঁকেই সকলের ওপরে মস্তক স্বরূপ করে মণ্ডলীকে দান করেছেন''।

আমাদের পায়ের তলায়

রোমীয় ১৬:২০ক '' শান্তির ঈশ্বর শীঘ্রই তোমাদের পায়ের নীচে শয়তানকে পিষে ফেলবেন''।

কারও পায়ের নীচে থাকা অর্থাৎ পুরোপুরি বিজয়ী, পরাজিত ও পরাধীন হওয়ার চিত্র। এটি পরম কর্তৃত্ব এবং আধিপত্যের প্রকাশ ঘটায়।

আদিপুস্তক ৩:১৫ '' তোমার এবং নারীর মধ্যে আমি শত্রুতা আনব এবং তার সন্তানসন্ততি এবং তোমার সন্তান সন্ততির মধ্যে এই শত্রুতা বয়ে চলবে। তুমি কামড় দেবে তার সন্তানের পায়ে কিন্তু সে তোমার মাথা চূর্ণ করবে ''।

আমাদের কর্তৃত্বের মধ্যে

শয়তান যীশুর পায়ের নীচে কারণ যীশু তাকে পুরোপুরি পরাস্ত করেছিলেন এবং তাঁর এবং তাঁর সমস্ত দূতদের থেকে অনেক উপরে উঠেছিলেন। আমরা যখন আমাদের পুনরুদ্ধারকৃত কর্তৃত্বকে আবিষ্কার করি এবং পৃথিবীতে সেই কর্তৃত্বকে ব্যবহার করতে শুরু করি তখন শয়তান ও তার মন্দদূতদের আমারাও আমাদের পায়ের নীচে রাখতে পারব।

পদতলে দলিত করা

লুক পুস্তকে আমরা শয়তানের অবস্থানের একটি পরিষ্কার চিত্র দেখতে পাই। আমরা শয়তানকে পায়ের তলায় দলিত করব। আমাদেরও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে কোনও কিছুই আমাদের কোনওভাবেই ক্ষতি করবে না।

লুক ১০:১৯ '' শোন! সাপ ও বিছেকে পায়ে দলবার ক্ষমতা আমি তোমাদের দিয়েছি; আর তোমাদের শত্রুর সমস্ত শক্তির ওপরে ক্ষমতাও আমি তোমাদের দিয়েছি; কোন কিছুই তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না''।

মানবজাতিকে উদ্ধার করা, ফিরিয়ে আনা, রক্ষা করা, ক্ষমা করা এবং পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে, এখন শয়তানকে পরাজিত শত্রু হিসাবে মানবজাতির পায়ের তলায় দলিত হবে।

যখন যিশাইয় শয়তানের অন্তিম পরিনাম বর্ণনা করে বললেন যে শয়তানকে পদতলে দলিত করা হবে।

কর্তৃত্ব মনুষ্যের জন্য পুনরুদ্ধিত করা হয়েছিল

যিশাইয় ১৪:১৮-২০ '' পৃথিবীর সব রাজা সসম্মানে মারা গেছেন। প্রত্যেক রাজারই নিজস্ব সমাধি রয়েছে। কিন্তু তোমার মতো অত্যাচারী রাজাকে কবরও প্রত্যাখ্যান করেছে। তোমার অবস্থা এখন গাছের কাটা ডালের মতো। গাছের ডালকে কেটে যেমন ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয় তেমনি তুমিও নিজ কবরস্থান থেকে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছ। তুমি যুদ্ধে নিহত সেইসব ব্যক্তির শরীর দিয়ে ঢাকা যারা গর্তের মধ্যে পাথরের মত গড়িয়ে যায়। তুমি সেই মৃতদেহের মত যাকে মাড়িয়ে যাওয়া হয়। অনেক রাজা মারা গিয়েছে এবং তাদের নিজস্ব কবর রয়েছে। কিন্তু তুমি তাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারো না। কারণ তুমি তোমার নিজের দেশকেই ধ্বংস করেছ। তুমি তোমার প্রজাদের হত্যা করেছ। তোমার ছেলেমেয়েরা তোমার মতো ধ্বংসকায়র্য চালিযে যাবে না। তাদের বিরত করা হবে''।

আদেশের শৃঙ্খল

যীশু যখন তাঁর পিতার কাছে ফিরে গেলেন, তিনি মানবপুত্র হিসাবে তাঁর অধিকারগুলি রেখে গেলেন এবং ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে তাঁর সমস্ত অধিকারগুলী ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন।

পৃথিবীতে মনুষ্যের অধিকার

ঈশ্বর হিসাবে, তিনি আর পৃথিবীতে আধিপত্য স্থাপন করেন না কারণ এখানে, তিনি মানুষকে সমস্ত আধিপত্য দিয়েছেন।

পৃথিবীতে মনুষ্যের কর্তৃত্ব

পৃথিবীতে শয়তানকে পায়ের তলার রাখার জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছিল।

ভাববাদী যিশাইয় এক সুন্দর, উতসাহজনক ভাববাদী করেছেন,

*তোমাদের ধার্মিকতা দিয়ে গড়া ও প্রতিষ্ঠা করা হবে

*কিছুই তোমাকে আঘাত করতে আসবে না

*ভয়ের কিছু থাকবে না

*ভয় তোমার থেকে দূরে থাকবে

*যদি কেউ তোমার আক্রমন করে তবে সে পরাস্ত হবে

*কোন অস্ত্র তোমাকে আঘাত করতে পারবে না

*কেউ কেউ তোমার বিরুদ্ধে কথা বলবে। তবে যে যে লোক তোমার বিরুদ্ধে কথা বলছে তাদের ভুল বলে প্রমাণ করা হবে ।

কর্তৃত্ব মনুষ্যের জন্য পুনরুদ্ধিত করা হয়েছিল

যিশাইয় ৫৪:১৪-১৭ '' তোমাদের ধার্মিকতা দিয়ে গড়া ও প্রতিষ্ঠা করা হবে। হিংসা ও বিদ্বেষ থেকে তুমি থাকবে নিরুপদ্রব। ভয়ের কিছু থাকবে না। কিছুই তোমাকে আঘাত করতে আসবে না। আমার কোন সেনাদল তোমাকে আক্রমণ করবে না। যদিও বা করে তবে তুমি তাদের পরাস্ত করবে। দেখো, আমি কামারকে সৃষ্টি করেছি। সে আগুনে ফুঁ দিয়ে তাকে উত্তপ্ত করে। তারপর সে আগুন ব্যবহার করে গরম লোহার সাহায্যে নিজের ইচ্ছেমত যন্ত্র বানায়। ঠিক সে ভাবেই আমি সৃষ্টি করেছি 'ধ্বংসকারকদের' জিনিস ধ্বংস করার জন্য । মানুষ তোমাকে ধ্বংস করার জন্য অস্ত্র বানাবে। কিন্তু সেই অস্ত্রগুলি তোমাকে পরাস্ত করতে পারবে না। কেউ কেউ তোমার বিরুদ্ধে কথা বলবে। তবে যে যে লোক তোমার বিরুদ্ধে কথা বলছে তাদের ভুল বলে প্রমাণ করা হবে।"প্রভু বলেন, "প্রভুর দাসরা কি পায়? আমার কাছ থেকে আসা ভালো জিনিস তারা পায় ''।

আমাদের ঐতিহ্য আমরা জন্মগত অধিকার থেকেই পেয়েছি

যিশাইয় ভাববানী করলেন,

ঈশ্বরের দাসের এটি হল ঐতিহ্য!

পুনরালোচনার জন্য প্রশ্ন

১। যদি সমস্ত কিছু যীশুর পায়ের নীচে থাকে তবে শয়তান ও মন্দ শক্তি এখনও কেন এই পৃথিবীতে তাদের মন্দ কাজ চালিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছে?

২। যীশু ক্রুশে তাঁর মৃত্যুর দ্বারা এবং তাঁর পুনরুত্থানের মাধ্যমে তাকে পরাজিত করার পরেও কেন ঈশ্বর শয়তানকে পৃথিবীতে তার মন্দতা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছেন?

৩। পুনরুদ্ধিত অধিকার নিয়ে চলার জন্য জীবনে কি ধরনের পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে? যাতে আপনি শয়তানকে দেখাতে পারেন যে সে হচ্ছে পরাস্ত শত্রু।

অষ্টম অধ্যায় (CHAPTER 8)

বর্তমান যুগে শয়তানের পরিকল্পনা

কি হয়েছিল ?

২০০০ বছর পর – শয়তান সেই কর্তৃত্বকে প্রয়োগ করছে

২০০০ বছর পরে আমরা দেখছিঃ

লোকেরা যীশুর নাম ছাড়া জীবনযাপন করছে।

মানুষ দারিদ্রতার মধ্যে রয়েছে

পাপের মধ্যে রয়েছে

পরাজিত হয়ে রয়েছে

বিচ্ছেদের মধ্যে রয়েছে

সন্তানেরা নেশার মধ্যে আবদ্ধ রয়েছে

মানুষ মিথ্যা দেবতাদের আরাধনা করছে।

কেন শয়তান এখন এই জগতের অধিপতি হয়ে রয়েছে?

সে তো যীশুর দ্বারা পরাস্ত হয়ে গেছিল

এবং তার সমস্ত ক্ষমতা চলে গেছিল।

যীশুর আমাদের উদ্ধার কাজ করেছেন!

কিন্তু আমরা কি আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি

আমরা কি ক্ষমতা- কর্তৃত্ব – অধিকারের সাথে কাজ করেছি?

বর্তমান যুগে শয়তানের পরিকল্পনা

শয়তানের কৌশল

চুরি করা, হত্যা করা এবং ধ্বংস করা

যুগ যুগ ধরে, শয়তানের চিন্তাভাবনা কখনও পরিবর্তন হয়নি

যোহন ১০:১০ক '' চোর কেবল চুরি, খুন ও ধ্বংস করতে আসে ''।

শয়তান আমাদের এতটাই ঘৃণা করে যে সে তার মন্দ সেনাবাহিনীর মধ্যে দিয়ে চুরি, হত্যা এবং ধ্বংস করার আদেশ দিয়েছে! আমাদের জীবন ও সেবাকাজের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য আদেশ জারি করা হয়েছে। দুর্বলতা, হত্যা এবং আত্মহত্যার আত্মার মাধ্যমে আমাদের হত্যা করার আদেশ জারি করা হয়েছে। আমাদের জীবনে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। শয়তানের এটাই ইচ্ছা, '' যে করেই হোক না কেন শুধুমাত্র মনুষ্যের ধ্বংস''।

যদি মন্দদূতেরা আমাদের হত্যা করতে অক্ষমও হয়, সম্ভবত, তারা শয়তানকে এটা জানায় যে তারা আমাদের ঈশ্বরের প্রদত্ত কাজ এবং সেবাকাজগুলী পূরণ করতে মন্থর করেছে বা আমাদেরকে থামিয়ে দিয়েছে।

দুর্বলতার আত্মা প্রেরন

শয়তান দুর্বলতার আত্মার দ্বারা আমাদের স্বাস্থ্যকে কেড়ে নিতে চায়।

লুক ১৩:১১-১৩ '' সেখানে একজন স্ত্রীলোক ছিল যাকে এক দুষ্ট আত্মা আঠারো বছর ধরে পঙ্গু করে রেখেছিল। সে কুঁজো হয়ে গিয়েছিল, কোনরকমেও সোজা হতে পারত না। যীশু তাকে দেখে কাছে ডাকলেন, এবং স্ত্রীলোকটিকে বললেন, 'হে নারী, তোমার রোগ থেকে তুমি মুক্ত হলে! এরপর তিনি তার ওপর হাত রাখলেন, সঙ্গে সঙ্গে সে সোজা হয়ে দাঁড়াল, আর ঈশ্বরের প্রশংসা করতে লাগল''।

যোহন ৫:৫ '' সেখানে একজন লোক ছিল যে আটত্রিশ বছর ধরে রোগে ভুগছিল ''।

দমিয়ে রাখা,অত্যাচারের দ্বারা

বর্তমান যুগে শয়তানের পরিকল্পনা

প্রেরিত পৌল তার জীবন ও পরিচর্যায় শয়তানের আক্রমণকে বর্ণনা করেছিলেন। কিভাবে শয়তানের সমস্ত প্রচেষ্টা প্রভুর জন্য পৌল এর পরিচর্যা বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছে তা থেকে আমরা উৎসাহ পাই।

২ করিন্থিয় ৪:৮,৯ '' আমরা সবদিক দিয়েই নানা কষ্টদায়ক চাপের মধ্যে রয়েছি, কিন্তু ভেঙ্গে পড়ি নি। আমরা জানি না কি করব, অথচ হাল ছেড়ে দিই না। আমরা অত্যাচারিত হলেও ঈশ্বর কখনও আমাদের ছেড়ে দেন না। আমাদের মেরে ধরাশায়ী করে দিলেও আমরা ধ্বংস হচ্ছি না''।

আমাদের জীবনের সমস্ত ভালো এবং ধনাত্মক বিষয়গুলীর উপর আঘাত করে থাকেঃ

*বিবাহ

*সন্তান

*পরিবার

*বন্ধুবান্ধব

*সেবাকাজ

*স্বাস্থ্য

*আনন্দ

*শান্তি

আমাদের রক্ষা

শত্রুর কৌশলকে জানা

জ্ঞানের অভাবে পুরুষ ও মহিলা বিনষ্ট হয়। তারা যদি শয়তানের লক্ষ্যগুলী অর্থাৎ চুরি, হত্যা এবং ধ্বংসকে রুখতে চায় তাহলে অবশ্যই তাদের শত্রুর কৌশল সম্পর্কে জানতে হবে।

শয়তান মৃত্যু নিয়ে আসে – ঈশ্বর জীবন নিয়ে আসেন

শয়তান ঘৃণা নিয়ে আসে – ঈশ্বর ভালোবাসা নিয়ে আসেন

যীশু

*মৃত্যুকে ধ্বংস করলেন

যীশু মৃত্যুকে ধ্বংস করেছিলেন এবং জীবন ও অমরতা নিয়ে এসেছিলেন।

বর্তমান যুগে শয়তানের পরিকল্পনা

২ তিমথিয় ১:১০ '' কিন্তু সেই অনুগ্রহ আমাদের ত্রাণকর্তা খ্রীষ্ট যীশু না আসা পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি। যীশু এসে সেই মৃত্যুকে শক্তিহীন করলেন ও তাঁর সুসমাচারের মাধ্যমে জীবনের ও অমরতার পথ দেখালেন ''।

*দুষ্ট শক্তিকে ধ্বংস করলেন

যীশু দুষ্টকে শক্তিকে ধ্বংস করলেন এবং আমাদের মৃত্যুর ভয় হতে রক্ষা করলেন ।

ইব্রিয় ২:১৪,১৫ '' ভাল, সেই সন্তানরা যখন রক্তমাংসের মানুষ, তখন যীশু নিজেও তাদের স্বরূপের অংশীদার হলেন। যীশু এইরকম করলেন য়েন মৃত্যুর মাধ্যমে মৃত্যুর অধিপতি দিয়াবলকে ধ্বংস করতে পারেন। আর যাঁরা মৃত্যুর ভয়ে যাবজ্জীবন দাসত্বে কাটাচ্ছে তাদের যুক্ত করেন''।

*দাসত্ব থেকে মুক্তি

শয়তানের আমাদের উপর দাসত্ব করার কোন অধিকার নেই। আমরা, যীশু খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসের মাধ্যমে শয়তান ও তার রাজ্যের দাসত্বের দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছি।

শয়তান বা তার মন্দদূতরা যখন চুরি করতে, হত্যা করতে এবং ধ্বংস করতে আসে, তখন তারা যেন আমাদের মধ্যে দুর্বল, অনিরাপদ বা প্রতিরক্ষামূলক ভাবনা খুজে না পায়। পরিবর্তে, ঈশ্বরের বাক্য জ্ঞানের মাধ্যমে, আমাদের অবশ্যই যীশুর রক্তে নিজেদেরকে ঢেকে রাখতে হবে। আমাদের অবশ্যই আমাদের বিশ্বাসের ঢাল নিয়ে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে হবে। আমাদের অবশ্যই ভাববাদী যিশাইয়ের মত ঈশ্বরের বাক্য সাহসের সাথে এবং নির্ভীকভাবে বলতে হবে।

যিশাইয় ৫৪:১৭ক '' "মানুষ তোমাকে ধ্বংস করার জন্য অস্ত্র বানাবে| কিন্তু সেই অস্ত্রগুলি তোমাকে পরাস্ত করতে পারবে না.....

<u>আমাদের মধ্য থেকে ঈশ্বরের বাক্যকে চুরি করে নেওয়াই হল শয়তানের সবথেকে মূল অগ্রাধিকার</u>

আপনার তরোয়ালকে ধার দিন

যদি আমাদের মনে এবং আমাদের আত্মার মধ্যে বাক্য না থাকে তবে আমরা শয়তান এবং তার অনুসারীদেরকে বাক্য দিয়ে পরাস্ত করতে পারব না। যীশু আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের প্রচুর পরিমাণে থাকতে চান। আমাদের মধ্যে যদি এটি না থাকে তবে শয়তান আমাদের সমস্ত কিছু চুরি করে নেবে।

বর্তমান যুগে শয়তানের পরিকল্পনা

আমরা অবশ্যই জানতে পারি যে আমরা খ্রীষ্টের মধ্যে রয়েছি আর বুঝতে পারি যে আমরা ইতিমধ্যে যুদ্ধে জয়ী হয়েছি!

বীজবপকের দৃষ্টান্ত - জয়ী হবার প্রকাশ

দৃষ্টান্ত **মার্ক ৪:৩-৮**	**যীশুর দৃষ্টান্তের ব্যখ্যা করলেন** **মার্ক ৪:১৪-২০**
শোন! এক চাষী বীজ বুনতে গেল। **বোনার সময় কতকগুলো বীজ পথের পাশে পড়ল, তাতে পাখিরা এসে তা খেয়ে ফেলল।** **আবার কতকগুলো বীজ পাথুরে জমিতে পড়ল, সেখানে বেশী মাটি ছিল না। বেশী মাটি না থাকাতে খুব তাড়াতাড়ি বীজ থেকে অঙ্কুর বের হল।** **কিন্তু সূর্য ওঠার সাথে সাথে অঙ্কুরগুলো শুকিয়ে গেল, কারণ এর শেকড় গভীরে ছিল না।** **কতকগুলো বীজ কাঁটাঝোপের মধ্যে গিয়ে পড়ল, কাঁটাবন বেড়ে গিয়ে চারাগাছগুলোকে বাড়তে দিল না, ফলে সে গাছে কোন ফল হল না।** **কতকগুলো বীজ ভাল জমিতে পড়ল এবং তার থেকে অঙ্কুর বের হল, আর তা বেড়ে ফল দিল। যা বোনা হয়েছিল তার ত্রিশ গুণ, ষাট গুণ ও একশো গুণ ফল দিল।**	**সেই চাষী হল সেই লোক, যে ঈশ্বরের শিক্ষা মানুষেব কাছে নিয়ে যায় ।** **কিছু লোক সেই পথের পাশে পড়া বীজের মতো, যাদের মধ্যে ঈশ্বরের শিক্ষা বোনা যায়, আর তারা শোনার সঙ্গে সঙ্গে শয়তান এসে তাদের মন থেকে যে শিক্ষা বোনা হয়েছিল তা নিয়ে যায়।** **কিছু লোক সেই পাথুরে জমিতে পড়া বীজের মতো, যাঁরা শিক্ষা শোনার সাথে সাথে তা আনন্দে গ্রহণ করে।** **কিন্তু তাদের হৃদয়ের গভীরে মূল যায় না, তারা অল্প সময় স্থির থাকে। সেই শিক্ষা গ্রহণের জন্য যেই তাদের ওপর কষ্ট অথবা তাড়না আসে, অমনি তারা সেই পথ ছেড়ে দেয় ।** **কিছু লোক সেই কাঁটাঝোপে বোনা বীজের মতো যাঁরা শিক্ষা শোনে** **কিন্তু সংসারের চিন্তা, অর্থের মায়া ও অন্যান্য বিষয়ের অভিলাষ মনের ভেতর গিয়ে ঐ বাক্য চেপে রাখে, আর তাই তাতে কোন ফল হয় না।** **আর কিছু লোক সেই উর্বর জমিতে পড়া বীজের মত, যাঁরা সেই বাক্য সকল শুনে গ্রহণ করে এবং ত্রিশ গুণ, কেউ ষাট গুণ ও কেউ শত গুণ ফল উত্পন্ন করে ।**

বর্তমান যুগে শয়তানের পরিকল্পনা

অনেকেই এই দৃষ্টান্ত থেকে এটি বুঝতে পেরেছেন যে পরিত্রানের বীজ বপন করা হচ্ছে এবং সুসমাচার প্রচারের বিভিন্ন ফল পাওয়া যাচ্ছে, আর এটা সত্য ।

তবে, যীশু বলেছিলেন যে তিনি ঈশ্বরের বাক্য নিয়ে কথা বলছেন। যীশু শিখিয়েছিলেন যে, আমরা যখন ঈশ্বরের বাক্য সম্বন্ধে একটি নতুন উপলব্ধি পাই, তখন শয়তান তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের কাছ থেকে তা চুরি করতে আসবে। এটি আমাদের জীবনের যে কোনও ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আর সেটি ঈশ্বরের বাক্যও হতে পারে।

আপনি কতবার লোককে বলতে শুনেছেন যে প্রভুর নিকটবর্তী হওয়ার পরে সর্বদা পরিক্ষা আসে? একটি দুর্দান্ত সম্মেলন বা সেমিনারের পরে, সমস্ত কিছু "বিচ্ছিন্ন" বলে মনে হচ্ছে। যীশু বলেছিলেন যে এইভাবেই শয়তান বাক্য চুরি করতে আসবে।

তিনটির মধ্যে একটি বিষয়

বাক্য বপন করার পর তিনটি জিনিস হতে পারেঃ

*শয়তান যখন আমাদের জীবনে দুর্দশা ও অত্যাচার নিয়ে আসে তখন আমরা যদি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠি শয়তান সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্য থেকে হরন করে নিতে পারে।

*এই জীবনের উদ্বেগ, সম্পদের চাহিদা বা পাপের বাসনা ফলে বাক্য ঢাকা পরে যায়।

*বাক্যকে আমাদের হৃদয়ের মূলে গাঁথতে হবে এবং সেটিকে বৃদ্ধি পেতে দিতে হবে।

দুর্দশা / তাড়না

যীশু তাদের সতর্ক করেছিলেন যে বাক্যের জন্য তাদের উপর কষ্ট ও তাড়না আসবে।

মার্ক ৪:১৭ '' কিন্তু তাদের হৃদয়ের গভীরে মূল যায় না, তারা অল্প সময় স্থির থাকে। সেই শিক্ষা গ্রহণের জন্য য়েই তাদের ওপর কষ্ট অথবা তাড়না আসে, অমনি তারা সেই পথ ছেড়ে দেয়''।

শয়তান তৎক্ষণাৎ চলে আসে

শয়তান জানে যে ঈশ্বরের বাক্যের প্রকাশ যদি আমাদের হৃদয়ে থেকে যায় তবে সেই একই বাক্য দ্বারা সে পরাজিত হতে পারে। যদিও আমাদের জীবনে পরাজয় আনতে তাঁর অনেক পরিকল্পনা এবং কৌশল রয়েছে, তবে তাঁর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হল সর্বদা আমাদের মধ্যে থেকে ঈশ্বরের বাক্যের প্রকাশকে দূরে সরিয়ে রাখা। যীশু বললেন যখন তারা শুনে তখন সর্বদা শয়তান আসে।

বর্তমান যুগে শয়তানের পরিকল্পনা

মার্ক ৪:১৫ '' কিছু লোক সেই পথের পাশে পড়া বীজের মতো, যাদের মধ্যে ঈশ্বরের শিক্ষা বোনা যায়, আর তারা শোনার সঙ্গে সঙ্গে শয়তান এসে তাদের মন থেকে যে শিক্ষা বোনা হয়েছিল তা নিয়ে যায় ''।

যীশু সমুদ্রকে শান্ত করলেন

যীশু যখন শিক্ষা দেওয়া শেষ করলেন, তখন তিনি ও তার শিষ্যরা নৌকায় চড়লেন। শীঘ্রই যীশু নৌকার পিছন দিকে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। তখন শয়তান জীবনের উদ্বেগ নিয়ে চলে এল।

মার্ক ৪:৩৫-৪১ '' ঐদিন সন্ধ্যে হলে তিনি শিষ্যদের বললেন, 'চল, আমরা হ্রদের ওপারে যাই। তখন তাঁরা লোকদের বিদায় দিয়ে, তিনি নৌকায় যে অবস্থায় বসেছিলেন, তেমনিভাবেই তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন, সেখানে আরও নৌকা তাদের সঙ্গে ছিল। দেখতে দেখতে প্রচণ্ড ঝড় উঠল এবং ঢেউগুলো নৌকায় এমন আছড়ে পড়তে লাগল যে নৌকা জলে ভরে উঠতে লাগল। সেইসময় যীশু নৌকার পিছন দিকে বালিশে মাথা দিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। তাঁরা তাঁকে জাগিয়ে বললেন, 'গুরু, আপনার কি চিন্তা হচ্ছে না যে আমরা সকলে ডুবতে বসেছি?' তখন তিনি জেগে উঠে ঝড়কে ধমক দিলেন ও সমুদ্রকে বললেন, 'থাম! শান্ত হও!' সঙ্গে সঙ্গে ঝড় থেমে গেল, আর সবকিছু শান্ত হল। তখন তিনি তাদের বললেন, 'তোমরা এত ভীতু কেন? তোমাদের কি এখনও বিশ্বাস হয় নি? কিন্তু শিষ্যরা আরও ভয় পেয়ে পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, 'ইনি তবে কে? এমন কি ঝড় এবং সমুদ্রও এঁর কথা শোনে ''।

সেরকম ঝড়টি হল সেই কষ্ট ও তাড়না যেমনটা যীশু বলেছিলেন বাক্য বপন করার সাথে সাথে শয়তান চলে আসে।

শিষ্যদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করুন। তারা বিক্ষুব্ধ ছিল। "গুরু, আপনার কি চিন্তা নেই যে আমরা মরে যাচ্ছি?" তারা অসন্তুষ্ট হয়েছিল কারণ যীশু ঘুমোচ্ছিলেন এবং তাদের মত ভীতও ছিলেন না, এবং তিনি তাদের প্রতি চিন্তিত ছিলেন না।

আমাদের কাছে বিকল্প রয়েছে

শয়তান যখন ঈশ্বরের বাক্য আমাদের থেকে কেড়ে নেওয়ার প্রয়াসে আমাদের বিরুদ্ধে বিপদ ও তাড়না নিয়ে আসে, তখন

বর্তমান যুগে শয়তানের পরিকল্পনা

আমাদের কাছে একটি বিকল্প থাকে। আমাদের সতর্ক করার জন্য আমরা প্রভুকে ধন্যবাদ জানাতে পারি যাতে আমরা শয়তানের পরিকল্পনা সম্পর্কে অজ্ঞ হতে পারি এবং তারপরে তাকে তিরস্কার করতে পারি। কিন্তু যদি আমরা অসন্তুষ্ট হয়ে পরি,তাহলে আমরা আমাদের আনন্দ হারাব এবং এর মাধ্যমে শয়তান আমাদের কাছ থেকে ঈশ্বরের বাক্য যা আমাদের হৃদয়ে বপন করা হয়েছিল তা হরন করে নিয়ে যায় ।

যখনি আমাদের জীবনে কষ্ট এবং তাড়না আসে আমরা ঈশ্বরকে দোষারোপ করে থাকি।

*'' গুরু, আমরা যে ডুবে যাচ্ছি, আপনার কি কোন চিন্তা নেই ?

*'' ঈশ্বর আমার সন্তানেরা যে বিপদে যাচ্ছে আপনার কি কোন চিন্তা নেই''।

*'' ঈশ্বর তোমার কি কোন চিন্তা নেই যে আমার জীবনে অসুস্থতা ঘিরে রয়েছে?

*'' ঈশ্বর তোমার কি কোন চিন্তা নেই যে আমি আর্থিক সমস্যার মধ্যে রয়েছি''।

আমরা যখন আমাদের জীবনে ঝড়ের জন্য বিরক্ত হই এবং ঈশ্বরকে দোষারোপ করি, তখন আমরা শয়তানকে ঈশ্বরের বাক্যের মূল্যবান বীজ ছিনিয়ে নেওয়ার সুযোগ দিয়ে দিই।

বিশ্বাসের দ্বারা বলা

যদি আমরা বাক্যের বীজকে আমাদের হৃদয়ে গাঁথি এবং আশা করি যে তার দ্বারা আমরা ত্রিশগুন, ষাটগুন এমনকি একশোগুন ফল উৎপন্ন করব তবে আমাদের অবশ্যই বিশ্বাসের দ্বারা কাজ করতে হবে।

মার্ক ৪:৪০ '' তখন তিনি তাদের বললেন, 'তোমরা এত ভীতু কেন? তোমাদের কি এখনও বিশ্বাস হয় নি ''?

কর্তৃত্বের সাথে বলা

জীবনের ঝড় যখন আমাদের নৌকার বিরুদ্ধে আসে, তখন আমাদের বিরক্ত হওয়ার পরিবর্তে, অবশ্যই শয়তানের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে এবং বিশ্বাসের সাথে ঈশ্বরের বাক্যকে সাহসের সাথে বলতে হবে।

মার্ক ৪:৩৯'' তখন তিনি জেগে উঠে ঝড়কে ধমক দিলেন ও সমুদ্রকে বললেন, 'থাম!শান্ত হও!' সঙ্গে সঙ্গে ঝড় থেমে গেল, আর সবকিছু শান্ত হল ''।

সাবধান থাকুন!

বর্তমান যুগে শয়তানের পরিকল্পনা

শয়তান যদিও পরাজিত শত্রু, তবুও সে আমাদের ঈশ্বরের প্রদত্ত কর্তৃত্বের পথে চলতে বাধা দেওয়ার জন্য সমস্ত কিছু করে। আমাদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে এবং আমাদের জীবনের বিরুদ্ধে প্রতিটি আক্রমণকে কাটিয়ে উঠতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

১পিতর ৫:৮ '' তোমরা সংযত ও সতর্ক থাক, তোমাদের মহাশত্রু দিয়াবল গর্জনকারী সিংহের মত কাকে গ্রাস করবে তা খুঁজে বেড়াচ্ছে''।

ঈশ্বরের ঢাল

বিশ্বাসের দ্বারা, আমরা ঈশ্বরের বর্ম পরিধান করতে হবে যাতে আমরা শয়তানের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারি।

ইফিষীয় ৬:১০,১১ '' চিঠি শেষ করার আগে তোমাদের এই কথাই বলি, তোমরা প্রভুতে বলবান হও, তাঁরই মহাশক্তিতে শক্তিমান হও''। তোমরা ঈশ্বরের দেওয়া সমগ্র যুদ্ধসাজ পরে নাও, যেন দিয়াবলের সমস্ত কৌশলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পার ''।

যখন আমরা এটি করব, আমরা ঝড়ের মাঝেও নিজেকে শয়তানের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারব।

ইফিষীয় ৬:১৩ '' এইজন্যই ঈশ্বরের প্রতিটি যুদ্ধসাজ তোমাদের পরে নেওয়া দরকার, তাহলে শয়তানের আক্রমণের সামনে তোমরা স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারবে, এবং যুদ্ধের শেষেও তোমরা দাঁড়িয়ে থাকবে ''।

আমাদের অধিকার

যীশুর কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে! তিনি শয়তান এবং তার অনুগামীদের ইতিমধ্যে পরাস্ত করেছেন।

পৃথিবীতে, তিনি পুরুষ ও মহিলাদেরকে কর্তৃত্বের পথে চলার জন্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধার করেছেন এবং এখন, আমাদের অবশ্যই উঠে দাঁড়াতে হবে এবং শয়তানকে পরাজিত শত্রু বলে প্রমাণ করতে হবে। আমাদের এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্যকে স্থাপন করতে হবে।

পুনরালোচনার জন্য প্রশ্ন

১। যোহন ১০:১০ অনুসারে, শয়তান আমাদের জীবনে তিনিটি প্রাথমিক উদ্দেশ্য নিয়ে আঘাত করে থাকে। সেই তিনটি উদ্দেশ্যের নাম লেখ।

২। বীজবপকের দৃষ্টান্ত অনুসারে চোর হিসাবে শয়তানের প্রধান অগ্রাধিকারটি কি ?

৩। কেন আমাদের কর্তৃত্বের সাথে কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ এবং কেন আমরা যখন দুর্দশা ও তাড়নার মুখোমুখি হব তখন নিজেকে নিয়ন্ত্রন করব ?

নবম অধ্যায় (CHAPTER 9)

মণ্ডলী এবং কর্তৃত্ব

মণ্ডলী কি ?

প্রথম উল্লেখ

পুরাতন নিয়মে, মিলনতাম্বু, মন্দির এবং উপাসনালয়ে আরাধনা হত। এখনকার মত এখন মণ্ডলী ছিল না।

যীশু যখন প্রথম মণ্ডলীর কথা উল্লেখ করেছিলেন, তখন তিনি তিনটি বিষয় প্রকাশ করেছিলেন যা এটির অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলির উপরে এটির বৈশিষ্ট্যযুক্ত ছিল। এটি যীশু দ্বারা নির্মিত হবে। এটি ছিল একটি বিজয়ী সেনাবাহিনী যা নরকের দরজার বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে। এর কোন কিছু বাঁধা বা খোলার ক্ষমতা রয়েছে ।

মথি ১৬:১৩-১৮ '' এরপর যীশু কৈসরিয়া, ফিলিপী অঞ্চলে এলেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের জিজ্ঞেস করলেন, 'মানবপুত্রকে?' এবিষয়ে লোকে কি বলে? তাঁরা বললেন, 'কেউ কেউ বলে আপনি বাপ্তিস্মদাতা য়োহন, কেউ বলে এলীয়,আবার কেউ বলে আপনি যিরমিয়বা ভাববাদীদের মধ্যে কেউ একজন হবেন। তিনি তাঁদের বললেন, 'কিন্তু তোমরা কি বল, আমি কে? এর উত্তরে শিমোন পিতর বললেন, 'আপনি সেইমশীহ (খ্রীষ্ট), জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র। এর উত্তরে যীশু তাঁকে বললেন, 'য়োনার ছেলে শিমোন, তুমি ধন্য, কোনো মানুষের কাছ থেকে একথা তুমি জাননি, কিন্তু আমার স্বর্গের পিতা একথা তোমায় জানিয়েছেন। আর আমিও তোমাকে বলছি, তুমি পিতরআর এইপাথরের ওপরেই আমি আমার মণ্ডলী গেঁথে তুলব। মৃত্যুর কোন শক্তিতার ওপর জয়লাভ করতে পারবে না ''।

মূল সত্য

পিতর ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রকাশ জানতে পারল যে যীশুই হলেন ঈশ্বরের পুত্র। এই সত্যই ছিল যার উপরে মণ্ডলী গঠিত হয়েছিল।

যীশুর দ্বারা গঠিত

মণ্ডলীর প্রথম বৈশিষ্ট্য হ'ল যীশু এটি নির্মাণ করেছিলেন। এটি মনুষ্যদের ঐতিহ্য বা হস্ত দ্বারা নির্মিত নয় ।

নরকের দ্বারকে পরাস্ত করে

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল নরকের দরজাও মণ্ডলীকে রুখতে পারবে না।

বাইবেলে আমরা দেখতে পাই যে,

মণ্ডলী এবং কর্তৃত্ব

'' আর আমিও তোমাকে বলছি, তুমি পিতরআর এইপাথরের ওপরেই আমি আমার মণ্ডলী গেঁথে তুলব। মৃত্যুর কোন শক্তিতার ওপর জয়লাভ করতে পারবে না''।

বাঁধা এবং খোলার চাবি

মণ্ডলী, তার দেহ, সমস্ত বিশ্বাসীর কাছে বাঁধা এবং খোলার ক্ষমতা রয়েছে।

মথি ১৬:১৯ '' আমি তোমাকে স্বর্গরাজ্যের চাবিগুলি দেব, তাতে তুমি এইপৃথিবীতে যা বাঁধবে তা স্বর্গেও বেঁধে রাখা হবে। আর পৃথিবীতে যা হতে দেবে তা স্বর্গেও হতে দেওযা হবে''।

যীশু প্রথমবার মণ্ডলী সম্পর্কে যে তিনিটি বিষয় বলেছিলেন সেগুলিকে আমাদের জানতে হবে।

ঈশ্বর পিতা যীশু খ্রীষ্টকে, জীবিত ঈশ্বরের পুত্ররুপে প্রকাশের মাধ্যমে মণ্ডলী যীশুর দ্বারা নির্মিত হবে।

নরকের কোন শক্তি মণ্ডলীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে পারবে না।

মণ্ডলীর কাছে স্বর্গরাজ্যের চাবি থাকবে, এবং মণ্ডলীর কাছে বাঁধার এবং খোলার ক্ষমতা থাকবে।

চাবিগুলী পুনরুদ্ধিত হয়েছে

আমরা বুঝতে পেরেছি করেছি যে চাবিগুলী এই পৃথিবীর কর্তৃত্বকে বোঝায়। চাবি হয় যেগুলি দরজা খুলতে বা বন্ধ করতে পারে । যা আমরা দেখেছি যে কোনও ব্যক্তি, পরিবার, সংস্থা, শহর, একটি রাষ্ট্র বা জাতির উপরে শয়তান এতদিন শাসন করে আসছে সেই আবদ্ধতাকে খোলার জন্য আমারা চাবির প্রয়োগ করব।

শাসন করার চাবি

নিজের প্রতিমূর্তিতে পুরুষ এবং মহিলাকে তৈরি করার সময় এই কর্তৃত্বের চাবিগুলি ঈশ্বর মনুষ্যকে দিয়েছিলেন।

আদিপুস্তক ১:২৬ '' তখন ঈশ্বর বললেন, "এখন এস, আমরা মানুষ সৃষ্টি করি। আমাদের আদলে আমরা মানুষ সৃষ্টি করব। মানুষ হবে ঠিক আমাদের মত। তারা সমুদ্রের সমস্ত মাছের ওপরে আর আকাশের সমস্ত পাখীর ওপরে কর্তৃত্ব করবে। তারা পৃথিবীর সমস্ত বড় জানোয়ার আর বুকে হাঁটা সমস্ত ছোট প্রাণীর উপরে কর্তৃত্ব করবে ''।

শয়তান চুরি করে নিল

মণ্ডলী এবং কর্তৃত্ব

এই চাবিগুলি ঈশ্বরের দ্বারা এই পৃথিবীতে ভালোর জন্য ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছিল। যাইহোক, আদম এবং হবা পাপ করার সময়, তারা চুরি, হত্যা এবং ধ্বংস করতে আসা শয়তানের কাছে চাবিগুলি সমর্পণ করে দিয়েছিল।

শয়তানের নিয়ন্ত্রণে কর্তৃত্বের চাবিগুলি মৃত্যু এবং নরকের চাবি হয়ে উঠেছিল।

প্রকাশিত ১:১৮ '' আমি সেই চির জীবন্ত, আমি মরেছিলাম, আর দেখ আমি চিরকাল যুগে যুগে জীবিত আছি। মৃত্যু ও পাতালেরচাবিগুলি আমি ধরে আছি ''।

যীশুর দ্বারা পুনরুদ্ধিত

এগুলি কর্তৃত্বের চাবি যা যীশু আমাদের পাপকে নরকের গভীরে পৌঁছে দেওয়ার পরে শয়তান থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। যীশু মৃত্যুর দরজা দিয়ে যখন বিজয়ীভাবে ফিরে এসেছিলেন তখন তিনি কর্তৃত্বের এই চাবি শয়তান থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিলেন। এই পৃথিবীতে শয়তানের আর কোন কর্তৃত্ব নেই।

মনুষ্যের জন্য পুনরুদ্ধার করা হয়েছে

এই চাবিগুলি হল সেই কর্তৃত্ব যা যীশু পুনরুত্থান এবং স্বর্গে পিতার কাছে আরোহণের পর মনুষ্যজাতিকে এক নতুন সৃষ্টির জন্য পুনরুদ্ধার করেছিলেন ।

স্বর্গের চাবি

মথি ১৬:১৯ '' আমি তোমাকে স্বর্গরাজ্যের চাবিগুলি দেব, তাতে তুমি এইপৃথিবীতে যা বাঁধবে তা স্বর্গেও বেঁধে রাখা হবে। আর পৃথিবীতে যা হতে দেবে তা স্বর্গেও হতে দেওযা হবে''।

এই চাবুগুলির দ্বারা আমারা ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং রাজ্য এই পৃথিবীতে স্থাপন করতে পারি।

এই জয়ী হবার কথাই যীশু তার শিস্যদের প্রারথনার দ্বারা শিখিয়েছিলেন।

মথি ৬:৯,১০ '' তাইতোমরা এইভাবে প্রার্থনা করো,'হে আমাদের স্বর্গের পিতা, তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হোক্। তোমার রাজত্ব আসুক। তোমার ইচ্ছা য়েমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও পূর্ণ হোক''।

আমরা খ্রীস্টের দেহ হওয়া নাতে, তাঁর ইচ্ছা অনুসারে আমাদের ঈশ্বর-প্রদত্ত কর্তৃত্ব চাবিগুলি ব্যবহার করার দ্বারা, আমরা এই পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করছি।

মণ্ডলী এবং কর্তৃত্ব

নরকের দ্বার

মণ্ডলীর উপর আক্রমন

যখন যীশু প্রথম মণ্ডলীর বিষয়ে উল্লেখ করলেন তিনি বলেছিলেন যে নরকের দরজা একে প্রতিরোধ করতে পারবে না।

মথি ১৬:১৮খ '' মৃত্যুর কোন শক্তি তার ওপর জয়লাভ করতে পারবে না''।

আমাদের এটা বোঝা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে যীশু নরকের দরজা মণ্ডলীর উপর জয়লাভ করতে পারবে না বলতে কি বুঝিয়েছেন।

আমাদের সময়ে, আমরা একটি বেড়া বা প্রাচীরের দ্বারকে বুঝি । এই চিন্তা করে বাক্যটি দেখলে আমরা সেটির আসল সত্যকে বুঝতে পারব না। আমরা কখনই দরজা দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হই নি।

দ্বার কি ?

বাইবেলের সময়ে, ব্যবসা এবং সরকারি কাজ শহরের দ্বারে সম্পন্ন করা হত।তাই সেই দ্বারকে সুরক্ষা প্রদান করার জন্য প্রাচির দেওয়া হত। এর দ্বারা কোন শহর বা রাজ্যকেও চিহ্নিত করা হত।রাজা সলোমন তার হিতপদেশ পুস্তকে এই বিষয়ে উল্লেখ করেছেন।

হিতপদেশ ৩১:২৩ '' তার স্বামী হয় দ্বারের নেতাদের একজন যাকে সকলেই শ্রদ্ধা করে''।

দ্বারের অধিকার

যখন ঈশ্বর আব্রাহামকে আশীর্বাদ করলেন, তিনি বললেন যে, ''তুমি শয়তানের দ্বার সকলের অধিকারী হবে;;।এটি ছিল একটা আশীর্বাদ।

আদিপুস্তক ২২:১৭ '' আমি তোমাকে অবশ্য আশীর্বাদ করব। আকাশে যত তারা, আমি তোমার উত্তরপুরুষদেরও সংখ্যাও তত করব। সমুদ্রতীরে যত বালি, তোমার উত্তরপুরুষরাও তত হবে। এবং তোমার বংশ তাদের সমস্ত শত্রুদের পরাস্ত করবে''।

রিবিকাকে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছিল সেখানেও শত্রুদের দ্বারের উপর অধিকারের কথা বলা হয়েছিল।

আদিপুস্তক ২৪:৬০ '' যখন রিবিকা যাত্রা শুরু করল তাঁরা তাকে বললেন,"আমাদের বোন, তুমি হও লক্ষ লক্ষ জনের জননী।

তোমার উত্তরপুরুষগণ শত্রুদের পরাজিত করে দখল করুক তাদের নগরগুলি''।

শত্রুর দ্বার দখল করার অর্থ তার রাজ্যকে দখল করা এবং নিয়ন্ত্রণ করা। আজ আমাদের আত্মিক রাজ্যে আমাদের শত্রুদের দ্বার অধিকার করতে হবে। কর্তৃত্ব, আধিপত্যবাদ এবং আক্রমণাত্মক দ্বারা সহিংস আধ্যাত্মিক যুদ্ধের দ্বারা দ্বারগুলিকে আমাদের অধিকার করতে হবে।

রাজা সলোমন এই বিষয়ে বলেছিলেন,

হিতোপদেশ ১৪:১৯ '' দুর্জনদের বিরুদ্ধে সজ্জনদের জয় হবেই। দুর্জনরা সজ্জনদের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হবেই''।

অনেকে উদ্বেগের ভয়ে দ্বারের ভিতরে থাকার সময় নিজেকে শয়তানের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার চিত্র তুলে ধরেছে। তবে, এটি হল মণ্ডলী ,শয়তান নয় যাকে আক্রমনাত্মক হতে হবে।

আমরা মণ্ডলী তাই আমরা নরকের দ্বারগুলিতে ঝড় তুলবো এবং অধিকারের করে বিশ্বজুড়ে ঈশ্বরের রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করব।

রাজ্যের চাবি

যীশু যখন প্রথম মণ্ডলীর কথা উল্লেখ করলেন, তিনি বললেন, '' আমি তোমাদের চাবিগুলী দেব''। ভবিষ্যৎে এই ঘটনা ঘটবে। পরে,তার মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের পর তিনি পিতাকে বললেন, '' আমার কাছে চাবি রয়েছে!''

চাবি হচ্ছে মানুষের হারানো কর্তৃত্ব উদ্ধারের প্রতীক। এটি হল সেই চাবি যা শয়তানকে পরাজিত করার পর যীশু তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল।

যীশু হলেন রাজাদের রাজা, তিনি পিতার সাথে এই সম্পূর্ণ মহাবিশ্বের উপর রাজত্ব করেন। পৃথিবীতেও তার রাজত্বকে স্থাপন করতে হবে।

উদ্ধারপ্রাপ্ত মনুষ্য যখন পুনরুদ্ধিত চাবিগুলিকে আত্মিক কর্তৃত্বের দ্বারা ব্যবহার করবে তখনই ঈশ্বরের রাজ্য এই পৃথিবীতে বৃদ্ধি পাবে।

এগুলি হল সেই চাবি যার দ্বারা আমরা কোন কিছু খুলতে বা বাঁধতে পারি।শয়তান ও তার মন্দদুতদের বাঁধার ক্ষমতা আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। যারা শয়তানের কাছে পরাধীনতার বন্ধনে রয়েছে তাদের খোলার অধিকারও আমাদের দেওয়া হয়েছে। আমরা যখন আত্মার রাজ্যের যুদ্ধটি জিতে থাকি তখন এটি প্রাকৃতিক বা মাংসিক জগতের মধ্যেও প্রকাশিত হয়ে থাকে।

মণ্ডলী এবং কর্তৃত্ব

বাঁধা ও খোলার নীতি

যীশু বললেন , ''আমি তোমাকে স্বর্গরাজ্যের চাবিগুলি দেব, তাতে তুমি এইপৃথিবীতে যা বাঁধবে তা স্বর্গেও বেঁধে রাখা হবে। আর পৃথিবীতে যা হতে দেবে তা স্বর্গেও হতে দেওযা হবে''।

এর অর্থ কি ?

যীশু শক্তিশালী মানুষকে বাঁধলেন

যীশু শক্তিশালি মানুষকে বাঁধার কথা বলেছেন।

মথি ১২:২৮,২৯ '' কিন্তু আমি যদি ঈশ্বরের আত্মার শক্তিতে ভূতদের তাড়াই, তবে ঈশ্বরের রাজ্য তো তোমাদের কাছে এসে গেছে ''।আবার বলছি, কোন শক্তিমান লোককে আগে না বেঁধে কেউ কি তার বাড়িতে ঢুকে তার সবকিছু লুট করতে পারে? তাকে বাঁধবার পর তবেই তো তার বাড়ির সবকিছু লুট করতে পারবে''।

এই শক্তিশালি মানুষটি কে?

সেই শক্তিশালি মানুষটি হল শয়তান ও তার মন্দদূতেরা যারা এই পৃথিবীতে মানুষদের, শাসকদের উপর কর্তৃত্ব করার জন্য নিয়োজিত হয়েছে।

যীশু সেই শক্তিশালী লোকের ঘরে ঢুকলেন এবং তাকে বাঁধলেন – অর্থাৎ শয়তান ও তার মন্দদূতদের।

আমরাও শয়তানের ও তার মন্দদূতদের কর্তৃত্বের সাথে এই কথা বলে বাঁধতে পারি যে,

'' শয়তান, আমি তোকে যীশুর নামেতে বাঁধি ''।

আমরা সেই মন্দ আত্মাকেও বাঁধতে পারেই এই বলে যে,

'' বোকা মন্দ শক্তি, আমি তোকে যীশুর নামেতে বাঁধি''।

বাঁধা কি ?

শয়তান ও তার মন্দদূতদের বাঁধার অর্থ হল ঈশ্বরের পরিচালিত আত্মিক যুদ্ধে তাদের ক্ষমতাকে হ্রাসমান করা।

উদাহরণস্বরূপ, আমরা যখন একটি কুকুরকে একটি শৃঙ্খলে বেঁধে রাখি তখন কুকুরটি কেবল একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্তই যেতে পারে। শৃঙ্খল দিয়ে আবদ্ধ করার দ্বারা আমরা কুকুরটা তার প্রভাবের ক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ করি। এটিই হল '' বাঁধা ''শব্দের অর্থ ।

তার গৃহকে লুণ্ঠন করা

মণ্ডলী এবং কর্তৃত্ব

এর পরে, আমরা তার বাড়িটি লুণ্ঠন করব। আমরা শক্তিশালী ব্যক্তির কর্তৃত্বের অধীনে মন্দ আত্মাদের আদেশ দিয়ে থাকি,

*'' যীশুর নামেতে বেরিয়ে যাও''।

বাক্যের জ্ঞান এবং আত্মিক দানের সঠিক ব্যবহারের দ্বারা আমরা এইসব মন্দ আত্মাদের পরিচয়কে বুঝতে পারি। আমরা তাদের কার্যপ্রণালী দ্বারাও তাদেরকে চিনতে পারি।সেগুলি হলঃ

*গুপ্ত আত্মা

*বিষ্মতার আত্মা

*অশুচি আত্মা –লালসা, বিকারগ্রস্ত আত্মা

*দুর্বলতার আত্মা

*যন্ত্রণাদায়ক আত্মা

*আত্মহত্যার আত্মা

মন্দ আত্মাকে বের করা!

মন্দ আত্মাকে বের করে দেওয়ার দ্বারা আমরা সেই শক্তিশালী মানুষটির ঘরকে ধ্বংস করে দিই। যখন তার ঘোর বিনষ্ট হয়ে যায়, তখন সে অসহায় হয়ে পরে তারপর আমরা তাকে যীশুর নামেতে বের হয়ে যাওয়ার আদেশ দিই।

লুক ১১:২১,২২ '' যখন কোন শক্তিশালী লোক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তার ঘর পাহারা দেয়, তখন তার ধনসম্পদ নিরাপদে থাকে। কিন্তু তার থেকে পরাক্রান্ত কোন লোক যখন তাকে আক্রমণ করে পরাস্ত করে, তখন নিরাপদে থাকার জন্য যে অস্ত্রশস্ত্রের ওপর সে নির্ভর করেছিল, অন্য শক্তিশালী লোকটি সেগুলো কেড়ে নেয় আর ঐ লোকটির ঘরের সব জিনিসপত্র লুটে নেয়''।

যীশু ইতিমধ্যে শয়তানের ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বগুলিকে নিরস্ত্র করেছেন এবং তাদের একটি সর্বজনীন দর্শনীয় করেছেন। তিনি তাদের সবার থেকে অনেক উপরে উঠেছেন এবং পিতার ডানদিকে বসে আছেন। এটি স্বর্গে একটি সাধিত সত্য।

বিশ্বাসীর কর্তৃত্ব

বিশ্বাসী হিসাবে, আমাদের অবশ্যই পৃথিবীতে আমাদের কর্তৃত্ব এবং অধিকার প্রয়োগ করতে হবে। আমাদের এখন অবধি পৃথিবীতে যা অর্জন করা উচিত এবং বাকি মহাবিশ্বের মধ্যে ইতিমধ্যে সম্পাদন করা উচিত - তা স্বর্গে একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য। পৃথিবীতে, আমাদের অবশ্যই শয়তান এবং তার শাসক মন্দ আত্মাদের বেঁধে

রাখতে হবে এবং বন্দীদের মুক্ত করতে হবে। আমাদের অবশ্যই তাঁর প্রভাবের ক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ করতে হবে।

মথি ১৬:১৯থ '' তাতে তুমি এইপৃথিবীতে যা বাঁধবে তা স্বর্গেও বেঁধে রাখা হবে। আর পৃথিবীতে যা হতে দেবে তা স্বর্গেও হতে দেওয়া হবে ''।

আমরা এটি করার সাথে সাথে আমরাও শয়তানের ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বগুলিকে নিরস্ত্রীকরণ করছি এবং ক্রুশ দ্বারা তাদের উপর জয়লাভ করছি, তাদের একটি সর্বজনীন দর্শনীয় করে তুলছি।

শয়তানের অবস্থান

কোন প্রভাব নেই

যীশু মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের দ্বারা শয়তানের সমস্ত ক্ষমতাকে বিনষ্ট করে দিয়েছে।

ইব্রিয় ২:১৪ '' ভাল, সেই সন্তানরা যখন রক্তমাংসের মানুষ, তখন যীশু নিজেও তাদের স্বরূপের অংশীদার হলেন। যীশু এইরকম করলেন য়েন মৃত্যুর মাধ্যমে মৃত্যুর অধিপতি দিয়াবলকে ধ্বংস করতে পারেন''।

আর আমরা বন্দি নই

আমরা মৃত্যু এবং দাসত্বের ভয় থেকে মুক্তি পেয়েছি।

ইব্রিয় ২:১৫ '' আর যাঁরা মৃত্যুর ভয়ে যাবজ্জীবন দাসত্বে কাটাচ্ছে তাদের যুক্ত করেন''।

যীশুর মৃত্যু এবং বিজয়ী পুনরুত্থানের দ্বারা সমস্ত কিছু সপন্ন করেছেন তাই মনুষ্যকে আর মৃত্যুর ভয়ে আবদ্ধ থাকার দরকার নেই। যখন আমরা এই সত্যকে বুঝতে পারি ,তখন আমরা মুক্ত হই এবং শয়তানের ভয় এবং পরাধীনতা থেকে মুক্তি পাই।

কাজসকল ধ্বংস হয়েছে

কেন ঈশ্বরের পুত্রকে প্রকাশিত করা হয়েছে?

*শয়তানের কাজকে ধ্বংস করার জন্য!

*শয়তানকে জনসমক্ষে হাস্যকর করে তোলার জন্য

১যোহন ৩:৮ '' দিয়াবল সেই শুরু থেকেই পাপ করে চলেছে। য়ে ব্যক্তি পাপ করেই চলে সে দিয়াবলের। দিয়াবলের কাজকে ধ্বংস করার জন্যই ঈশ্বরের পুত্র প্রকাশিত হয়েছিলেন''।

মণ্ডলী এবং কর্তৃত্ব

কলসিয় ২:১৫ '' আর এইভাবে সমস্ত (আত্মিক) শাসক ও আধিপত্যকে পরাস্ত করলেন। ঈশ্বর জগতকে দেখালেন যে তারা শক্তিহীন''।

ঘুমন্ত মণ্ডলী জেগে উঠছে!

যীশু যখন এই পৃথিবীতে শয়তানের কাজগুলি ধ্বংস করতে এসেছিলেন, তখন তিনি ঈশ্বর হিসাবে তাঁর কর্তৃত্বকে আলাদা করেছিলেন। সর্বশেষ আদম হিসাবে পৃথিবীতে, তিনি পরিচালিত হয়ে কর্তৃত্ব এবং আধিপত্যের সাথে কাজ করেছিলেন।

শয়তান সম্পূর্ণরূপে যীশুর কাছে পরাজিত হয়েছিল। তাকে অকার্যকর করা হয়েছিল এবং তার কোনও প্রভাব আর নেই। যীশু শয়তানকে "শূন্যতে" নামিয়ে এনেছেন।

এখন এই কর্তৃত্ব এবং আধিপত্য হ'ল সেই চাবিগুলি যা তিনি মনুষ্যের জন্য পুনরুদ্ধিত করেছিলেন তা বিশ্বাসের মাধ্যমে, এখন তাঁর মণ্ডলী অর্থাৎ পৃথিবীতে তাঁর দেহকে প্রদান করা হয়েছে।

পরাজিত শত্রু হিসাবে, এই পৃথিবীতে শয়তান কেবলমাত্র যা করতে পারে তা হ'ল আমরা আমাদের অজ্ঞতায় তাকে করতে দিই। ঈশ্বরের বাক্য থেকে শিক্ষা নিয়ে, আমরা উঠে দাঁড়াতে পারি এবং শয়তান এবং তার শাসক মন্দ আত্মাদের বেঁধে রাখতে পারি। আমরা শয়তানের শক্তিশালী দুর্গকে ভেঙ্গে দিতে পারি । যখন আমরা যীশুর নামেতে আদেশ দিই তখন শয়তান ও তার মন্দ দূতরা পালিয়ে যায়।

২ করিন্থিয় ১০:৪ '' জগত্ যে যুদ্ধের অস্ত্র ব্যবহার করে, আমরা তার থেকে স্বতন্ত্র যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করি। আমাদের যুদ্ধের অস্ত্র ঈশ্বরের পরাক্রম; এই যুদ্ধাস্ত্র শত্রুর সুদৃঢ় ঘাঁটি ধ্বংস করতে পারে। লোকদের বাজে বিতর্ক আমরা বিফল করতে পারি''।

যীশু বলেছিলেন যে মণ্ডলী তিনি তৈরি করবেন তা একটি ঘুমন্ত দৈত্য। এখন, এটি তার -ঈশ্বর-প্রদত্ত কর্তৃত্বকে পরিচালনা করার জন্য জাগ্রত হচ্ছে এবং এটি শয়তানের দুর্গগুলি ধ্বংস করছে!

মণ্ডলী এবং কর্তৃত্ব

পুনরালোচনার জন্য প্রশ্ন

১। যীশু যখন বললেন যে '' নরকের দ্বার মণ্ডলীর কোন ক্ষতি করতে পারব না'', এর অর্থ কি ?

২। যীশু বলেছিলেন যে আমরা বাঁধব এবং খুলব। আপনি কীভাবে যীশুর কাছ থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশাবলী পালন করার পরিকল্পনা করছেন তা বর্ণনা করুন।

৩। শক্তিশালী লোকটিকে শয়তানের অন্যতম দুর্গের উপর আবদ্ধ করে রেখে যীশু বলেছিলেন যে একজনকে তার জিনিসপত্র নষ্ট করা উচিত। কাকে শক্তিশালী মানুষ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে? তার জিনিসপত্র বিনষ্ট করার পদ্ধতি কী?

দশম অধ্যায় (CHAPTER 10)

রাজ্যের চাবি

যীশুর কাছে চাবি রয়েছে

আপনার কি মনে আছে যীশু স্বর্গে ফিরে এসে কোন বিজয়ীর স্বরে কথাটি বলেছেন?

প্রকাশিত বাক্য ১:১৮ '' আমি সেই চির জীবন্ত, আমি মরেছিলাম, আর দেখ আমি চিরকাল যুগে যুগে জীবিত আছি। মৃত্যু ও পাতালেরচাবিগুলি আমি ধরে আছি ''।

যীশু শয়তানের থেকে মৃত্যু এবং নরকের চাবি নিয়ে নিয়েছিলেন। একবার যীশু আমাদের পাপকে নরকের গভীরে পৌঁছে দিয়েছিলেন, আর সেখানে আর তাঁকে বন্দী করে রাখা সম্ভব ছিল না।

প্রেরিত ২:২৪ '' যীশু মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করলেন, কিন্তু ঈশ্বর সেই বিভীষিকা থেকে তাঁকে উদ্ধার করলেন। ঈশ্বর যীশুকে মৃতদের মধ্য থেকে তুলে আনলেন। মৃত্যু যীশুকে তার কবলে রাখতে সক্ষম হল না''।

যীশু মৃত্যুকে জয় করলেন!

যীশু কর্তৃত্ব, অধিকার এবং রাজত্বকে মানুষের কাছে পুনরুদ্ধার করেছিলেন। শয়তান যা চুরি করেছিল তা তিনি আমাদের ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

আমরা জানি যে ঈশ্বর চান যে আমরা শয়তানের উপরে পুরোপুরি আধিপত্য ও কর্তৃত্বের মধ্যে থাকতে পারি কারণ তিনি আমাদের এই পৃথিবীতে যা কিছু করতে এবং তৈরি করতে সৃষ্টি করেছিলেন তা পুনরুদ্ধার করতে তাঁর নিজের পুত্রকে উত্সর্গ করেছিলেন।

যীশু এই পৃথিবীতে, তাঁর জীবন, তাঁর মৃত্যু এবং তাঁর পুনরুত্থিত হয়েছিলেন যাতে আমরা আবারও পুনরুদ্ধার হতে পারি। তিনি এটি করেছিলেন যাতে আমরা কর্তৃত্বের সাথে চলতে পারি এবং শয়তান, তার মন্দদূত এবং এই পৃথিবীতে সমস্তের উপরে বিজয়ী হতে পারি।

রাজ্যের চাবি

যীশুর রক্ত - জয়ী হবার চাবি

যখন ঈশ্বর আদমকে সৃষ্টি করেছিলেন, তখন তিনি তাঁর মধ্যে নিজের জীবন শ্বাস দিয়েছিলেন। এই জীবনটি আদমের দেহের মধ্যে এক বিচ্ছিন্ন অংশে সীমাবদ্ধ ছিল না। ঈশ্বর তাঁর জীবনকে আদমের রক্তের মধ্যে দিয়েছেন। এটি নিয়মিত আদমের দেহের প্রতিটি অংশে প্রবাহিত হচ্ছিল।

মশি বলেছেন যে মানুষের জীবন রক্তের মধ্যে রয়েছে।

লেবীয় ১৭:১১ক '' কারণ দেহটির জীবন রক্তের মধ্যে রয়েছে। আমি সেই রক্ত বেদীর ওপর ঢেলে তোমাদের নিজেদের শুচি করার জন্য দিয়েছি। রক্তে প্রাণ আছে বলেই তা প্রায়শ্চিত্ত সাধন করে ''।

আদমের পাপ - মৃত্যু

পাপের মধ্য দিয়ে আদম তাঁর রক্তে ঈশ্বরের জীবনকে হারিয়েছিলেন। এই জীবন কেবলমাত্র ঈশ্বরের মুক্তির পরিকল্পনার মাধ্যমেই মানুষের কাছে পুনরুদ্ধার করা যায়। মানুষকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে ফিরিয়ে আনতে তার রক্তে আবারও ঈশ্বরের জীবন থাকতে হবে।

ঈশ্বরের উদ্ধারের পরিকল্পনায়, তার পুত্র যীশু নিজের রক্তকে ঝরাবেন।

ইব্রিয় ৯:২২ '' কারণ বিধি-ব্যবস্থা বলে য়ে প্রায় সব কিছুই রক্ত ছিটিয়ে শুচি করা প্রযোজন, আর রক্তপাত ব্যতিরেকে পাপের মোচন হয় না ''।

পাপের শাস্তি হল মৃত্য, এর উদ্ধারের জন্য এমন একজনের রক্তের প্রয়োজন যার মধ্যে কোন পাপ নেই।

পবিত্র আত্মা দ্বারা কুমারীর গর্ভ থেকে জন্ম নেওয়া, যীশু আদমের রক্ত উত্তরাধিকার সূত্রে পান নি। তিনি সেই নিখুঁত বিকল্প হয়ে ওঠেন যিনি স্বেচ্ছায় নিজের নিরীহ রক্ত বর্ষণ করে প্রাণ দিয়েছিলেন।

যীশুর রক্ত দ্বারা আমরা

*পাপের ক্ষমা পাই

যীশুর রক্তের মধ্যে আমাদের পরিত্রান রয়েছে।

রাজ্যের চাবি

ইফিষীয় ১:৭ '' খ্রীষ্টের রক্তের দ্বারা আমরা মুক্ত হয়েছি। ঈশ্বরের মহানুগ্রহের ফলে আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা পেয়েছে''।

১পিতর ১:১৮,১৯ '' তোমরা তো জান যে অতীতে তোমরা উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করতে, যা তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পেয়েছিলে, কিন্তু এখন সেই রকম জীবনযাপন করা থেকে তোমরা মুক্তি পেয়েছ। ঈশ্বর নশ্বর সোনা বা রুপোর বিনিময়ে তোমাদের মুক্তি ক্রয় করেন নি। কিন্তু নির্দোষ ও নিখুঁত মেষশাবক, খ্রীষ্টের বহুমূল্য রক্ত দিয়ে তোমাদের ক্রয় করেছেন ''।

*ধার্মিক বলে গণিত হই

*পরিত্রান

যীশুর রক্তের দ্বারা আমাদের জীবনে ঈশ্বরের ধার্মিকতা পুনরুদ্ধিত হয়েছে এবং আমরা উদ্ধার লাভ করেছি।

রোমীয় ৫:৮,৯ '' কিন্তু আমরা যখন পাপী ছিলাম খ্রীষ্ট তখনও আমাদের জন্য প্রাণ দিলেন; আর এইভাবে ঈশ্বর দেখালেন যে তিনি আমাদের ভালবাসেন। ঈশ্বর খ্রীষ্টের রক্তের মাধ্যমে আমাদের ধার্মিক প্রতিপন্ন করেছেন; তবে এই সত্যটি আরও কত সুনিশ্চিত যে খ্রীষ্টের মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের ক্রোধ থেকে রক্ষা পাব ''।

ঈশ্বরের নিখুঁত ন্যায়বিচার সম্পন্ন হয়েছিল এবং আমরা ঈশ্বরের ক্রোধ থেকে রক্ষা পেয়েছি। যীশু আমাদের বিকল্প হয়ে ওঠেন এবং ক্রুশের উপরে তাঁর রক্ত ঝরিয়ে আমাদের মৃত্যুর শাস্তি বহন করেছিলেন।

কেবলমাত্র যীশুর রক্তের মধ্যে দিয়েই যার মধ্যে ঈশ্বরের জীবন রয়েছে, আমরা আবার আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের জীবনকে লাভ করতে পারি।

যোহন ৬:৫৩ '' যীশু তাদের বললেন, 'আমি তোমাদের সত্যিই বলছি; তোমরা যদি মানবপুত্রের মাংস না খাও ও তাঁর রক্ত পান না কর, তাহলে তোমাদের মধ্যে জীবন নেই''।

*সহভাগীতা

যীশুর রক্ত আমাদের জীবনের স্বমস্ত পাপের সমস্ত প্রভাব মুছে ফেলে যাতে ঈশ্বরের জীবন আবার আমাদের মধ্যে পুনরুদ্ধিত হয় ।

১যোহন ১:৭ '' ঈশ্বর জ্যোতিতে আছেন, আমরা যদি সেই রকম জ্যোতিতে বাস করি, তবে বলা যায় আমাদের পরস্পরের মধ্যে সহভাগীতা আছে। ঈশ্বরের পুত্র যীশুর রক্ত আমাদের সমস্ত পাপ থেকে শুচিশুদ্ধ করে ''।

*মুক্তি

তার রক্তের দ্বারাই আমরা সম্পূর্ণরুপে আমাদের পাপ থেকে মুক্তি পেতে পারি।

কলসিয় ১:১৩,১৪ '' তিনিই অন্ধকারের কর্তৃত্ব থেকে আমাদের উদ্ধার করে তাঁর প্রিয় পুত্রের রাজত্বে স্থান দিয়েছেন । তাঁর মাধ্যমেই আমরা মুক্ত হই ও আমাদের সব পাপের ক্ষমা হয় ''।

যীশুর রক্তপাতের মাধ্যমে মুক্তি এবং ঈশ্বরের পরিত্রাণের উপহার গ্রহণ ছাড়া মানুষকে ক্ষমা করা ও পুনরুদ্ধার করার কোনও উপায় নেই।

ইব্রিয় ৯:২২ '' কারণ বিধি-ব্যবস্থা বলে য়ে প্রায় সব কিছুই রক্ত ছিটিয়ে শুচি করা প্রযোজন, আর রক্তপাত ব্যতিরেকে পাপের মোচন হয় না''।

ইব্রিয় ৯:১২ '' খ্রীষ্ট একবার চিরতরে সেই মহাপবিত্রস্থানে প্রবেশ করেছেন। তিনি মহাপবিত্রস্থানে প্রবেশের জন্য ছাগ বা বাছুরের রক্ত ব্যবহার করেন নি, কিন্তু তিনি একবার চিরতরে নিজের রক্ত নিয়ে মহাপবিত্রস্থানে প্রবেশ করেছিলেন। খ্রীষ্ট সেখানে প্রবেশ করে আমাদের জন্য অনন্ত মুক্তি অর্জন করেছে ''।

*দাগ বিহীন

*সেবার যোগ্য

যীশুর রক্তের দ্বারা শুচি হয়ে আমরা ঈশ্বরের সেবাকাজের জন্য যোগ্য হয়েছি।

ইব্রিয় ৯:১৪ '' তবে এটা কি ঠিক নয় য়ে খ্রীষ্টের রক্ত আরও কত অধিক কার্য়করী হতে পারে? অনন্তজীবি আত্মার মাধ্যমে খ্রীষ্ট ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিজেকে বলিদান করলেন পরিপূর্ণ উত্সর্গরূপে। তাই খ্রীষ্টের রক্ত আমাদের সমস্ত হৃদয়কে পাপ থেকে শুদ্ধ ও পবিত্র করবে, যাতে আমরা জীবন্ত ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারি ''।

*আত্মবিশ্বাসের সাথে

আদম যেমন পাপ করার আগে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে প্রতিদিন সহভাগীতায় চলতেন, তেমনি যীশুর রক্তের দ্বারা, সমস্ত অপরাধ ও পাপ থেকে মুক্তি প্রাপ্ত মানুষ ঈশ্বরের সামনে আবারও সাহসের সাথে চলতে পারে।

ইব্রিয় ১০:১৯ '' তাই আমার ভাই ও বোনেরা, মহাপবিত্র স্থানে প্রবেশ করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আমাদের আছে। যীশুর রক্তের গুণে আমরা নির্ভীকতার সঙ্গে সেখানে প্রবেশ করতে পারি ''।

*শান্তির সাথে

তার রক্তের দ্বারা শান্তি ও সহভাগীতা পুনস্থাপন হয়েছে।

রাজ্যের চাবি

কলসিয় ১:১৯,২০ '' তাই ঈশ্বর তাঁর সমস্ত পূর্ণতায় খ্রীষ্টে বাস করে খুশী হয়েছিলেন । আর খ্রীষ্টের ক্রুশের ওপর পতিত রক্তের দ্বারা শান্তি স্থাপন করে কি স্বর্গের, কি মর্য়েতর সব কিছু খ্রীষ্টের মাধ্যমে তাঁর কাছে পুনরায় ফিরিয়ে এনেছিলেন''।

*পুরাতন অবস্থার পুনরুদ্ধার

এটি যীশুর রক্ত যা শয়তানকে পরাস্ত করেছিল এবং নতুন জন্মের মাধ্যমে মানবজাতিকে ঈশ্বরের জীবনে পুনরুদ্ধার করেছিল।

শয়তান সেই মানুষটিকে চুরি করতে, হত্যা করতে এবং ধ্বংস করতে এসেছিল যাকে ঈশ্বর তাঁর পৃথিবীতে তাঁর যথাযথ উপমা এবং প্রতিমূর্তিতে তৈরি করেছিলেন। পাপের মাধ্যমে, মানুষ ঈশ্বরের জীবনকে হারিয়েছিল। মানুষ তার জীবনে শয়তানের আক্রমণে অসহায় ছিল। ঈশ্বর তাঁর নিজের পুত্রের রক্ত প্রবাহের মাধ্যমে উদ্ধারের পরিকল্পনারকরলেন, যাতে মানুষ সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের সাথে তাঁর মূল নির্মিত অবস্থান এবং সম্পর্ককে পুনরুদ্ধার করতে পারে। যীশুর রক্তের দ্বারা, মানুষ হতাশ পরাজয় থেকে আবারও বিজয়ী হতে পেরেছে।

*রক্ষার আচ্ছাদন

পুরাতন নিয়মের যাজক যেমন উৎসর্গের ভেড়ার রক্ত নিয়ে গিয়ে তা মানুষের ঈশ্বরের বিরুদ্ধে করা পাপকে ঢাকতেন বা প্রায়শ্চিত্ত করতেন। তেমনি আজও বিশ্বাসের দ্বারা মেষশাবকের রক্ত হয়ে যায় উদ্ধারকৃত মানবজাতির জন্য সুরক্ষার আচ্ছাদন।

*বিজয়

যীশুর রক্তের দ্বারা আমরা জয়ী হয়েছি!

আমরা যখন ঈশ্বরের বাধ্য হয়ে বিশ্বাসের দ্বারা চলি তখন আমরা বলতে পারি যে,

'' শয়তান আমি যীশুর রক্তের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়েছি''।

আমার পরিবার ও সম্পত্তি যীশুর রক্তের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়েছে ''।

আমি যীশুর রক্তের দ্বারা তোমার উপর জয়লাভ করেছি''

যীশুর রক্তের কারনে, তুমি আমাকেও স্পর্শও করতে পারবে না''।

যেমন যীশু তাঁর রক্ত দ্বারা শয়তানকে পরাস্ত করেছিলেন, আমরাও যীশুর রক্ত দিয়ে শয়তানকে পরাস্ত করতে পারি! তাঁর রক্তের রক্ষার দ্বারা, আমাদের বিরুদ্ধে গঠিত কোনও অস্ত্রই সফল হতে পারে না।

রাজ্যের চাবি

প্রকাশিত বাক্য ১২:১১ক '' তারা মেষশাবকের রক্তে ও নিজের নিজের সাক্ষ্য দ্বারা সেই নাগকে পরাস্ত করেছে''।

যীশুর রক্তের দ্বারা আমরা শয়তানকে পরাস্ত করতে পারি

যীশুর রক্তের কর্তৃত্বের চাবি আমাদের প্রত্যেককে দেওয়া হয়েছে যারা সেই রক্তের মধ্য দিয়ে মুক্তি পেয়েছে তাঁর রক্তের শক্তিশালী চাবি দিয়ে আবদ্ধ হয়েছে এবং শয়তান তাদের কাছে সর্বদা পরাজিত হতে থাকবে।

ঈশ্বরের বাক্য - জয়ী হবার একটি চাবি

আত্মার তরোয়াল

ইফিষীয় পুস্তকে বলে, '' আর পরিত্রাণরূপ শিরস্ত্রাণ ও পবিত্র আত্মার তলোয়ার, অর্থাত্ ঈশ্বরের শিক্ষা সঙ্গে নিও। (ইফিষীয় ৬:১৭)

যখন আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে বলবো তখন সেটি শক্তিশালী অস্ত্রে পরিনত হয় যার কাছে শয়তানের কোন জবাব থাকে না। ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা আমরা শয়তানের উপর জয় লাভ করতে পারি।

প্রকাশিত বাক্য ১২:১১ক '' তারা মেষশাবকের রক্তে ও নিজের নিজের সাক্ষ্য দ্বারা সেই নাগকে পরাস্ত করেছে ''।

সাক্ষ্যের বাক্য

"তাদের সাক্ষ্যের বাক্যটি" ঠিক তাদের যথাযথভাবে অনুবাদ করা যেতে পারে "তাদের সাক্ষ্যের বাক্যটি"। আমাদের সাক্ষ্য হ'ল আমরা যা বলি। যখন আমরা সমস্যা, আমাদের চিন্তাভাবনা, ভযকে ছেড়ে আমাদের পরিস্থিতি সম্পর্কে ঈশ্বরের বাক্য যা বলেছে তা সাহসের সাথে বলতে শুরু করব, তখন আমরাও জয়ী হয়ে উঠব।

বাক্য জয় নিয়ে আসে

ঈশ্বরের বাক্য ক্রমাগত আমাদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য, আমাদের বাক্যকে পড়তে, অধ্যয়ন করতে এবং ধ্যান করতে হবে। তাহলেই এটি আমাদের জীবনের অভ্যন্তরে গভীরভাবে বদ্ধমূল বিশ্বাসে পরিণত হবে।

১ যোহন ২:১৩,১৪ '' পিতারা, আমি তোমাদের লিখছি কারণ যিনি শুরু থেকে আছেন তোমরা তাঁকে জান। যুবকেরা, আমি

রাজ্যের চাবি

তোমাদের লিখছি কারণ তোমরা সেই পাপাত্মার ওপর জয়লাভ করেছ। শিশুরা, আমি তোমাদের নিকট লিখছি কারণ যিনি শুরু থেকে আছেন তোমরা তাঁকে জান। যুবকরা, আমি তোমাদের লিখছি কারণ তোমরা শক্তিশালী, ঈশ্বরের বার্তা তোমাদের অন্তরে আছে; আর তোমরা সেই পাপাত্মার ওপর জয়লাভ করেছ''।

এই যুবকেরা শক্তিশালী বিজয়ী বলে বলা হয়েছিল কারণ তাদের মধ্যে ঈশ্বরের বাক্য ছিল। তারা ঈশ্বরের দেওয়া কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতার মধ্যে তাদের মুখ থেকে বাক্য সাহসের সাথে বলেছিল এবং দুষ্টকে জয় করেছিল।

ইফিষীয় ৬:১৭ '' আর পরিত্রাণরূপ শিরস্ত্রাণ ও পবিত্র আত্মার তলোয়ার, অর্থাত্ ঈশ্বরের শিক্ষা সঙ্গে নিও''।

আত্মার তরোয়াল হল ঈশ্বরের বাক্য।

প্রকাশিত বাক্য ১৯:১৩-১৬ '' রক্তে ডোবানো পোশাক তাঁর পরণে; তাঁর নাম ঈশ্বরের বাক্য। স্বর্গের সেনাবাহিনী সাদা ঘোড়ায় চড়ে তাঁর পেছনে পেছনে চলেছিল। তাদের পরণে ছিল শুচিশুভ্র মসীনার পোশাক। একটি ধারালো তরবারি তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে আসছিল, যা দিয়ে তিনি পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে আঘাত করবেন। লৌহ যষ্টি হাতে জাতিবৃন্দের ওপর তিনি শাসন পরিচালনা করবেন। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রচণ্ড ক্রোধের কুণ্ডে তিনি সব দ্রাক্ষা মাড়াই করবেন। তাঁর পোশাকে ও উরুতে লেখা আছে এই নাম:

'রাজাদের রাজা ও প্রভুদের প্রভু''।

বাক্যকে বলুন

যীশু বলেছিলেন যে বিশ্বাসের সর্বাধিক উদাহরণ হ'ল এক ব্যক্তি যেন কর্তৃত্বকে বুঝতে পারে এবং বাক্যকে ব্যবহার করে সেটিকে এটি প্রয়োগ করতে পারে।

মথি ৮:৮-১০ '' সেইশতপতি তখন যীশুকে বললেন, 'প্রভু, আমি এমন য়োগ্য নইয়ে আমার বাড়ীতে আপনি আসবেন। আপনি কেবল মুখে বলে দিন, তাতেইআমার চাকর ভাল হয়ে যাবে। আমি নিজে অপরের কর্তৃত্বের অধীন আর আমার সৈন্যদের উপরে আমি কর্তৃত্ব করি। আমি কাউকে 'যাও' বললে সে যায়, আবার কাউকে 'এস' বললে সে আসে; আর আমার চাকরকে 'এটা কর' বললে সে তা করে । যীশু একথা শুনে আশ্চর্য হলেন; যাঁরা তাঁর পিছনে পিছনে যাচ্ছিল তাদের বললেন, 'আমি তোমাদের সত্যি বলছি সমগ্র ইস্রায়েলে আমি এত বেশী বিশ্বাস কারও মধ্যে দেখতে পাইনি ''।

বাক্যতে নিশ্চিত হতে হবে

ঈশ্বরের বাক্য চিহ্ন এবং আশ্চর্য কাজের দ্বারা নিশ্চিত হয়ে থাকে।

মার্ক ১৬:১৯-২০ '' তাঁদের সঙ্গে কথা বলার পর প্রভু যীশুকে স্বর্গে তুলে নেওয়া হল এবং তিনি ঈশ্বরের ডানদিকে বসলেন । আর তাঁরা গিয়ে সব জায়গায় সুসমাচার প্রচার করতে লাগলেন, এবং প্রভু তাঁদের সঙ্গে কাজ করলেন, আর অলৌকিক কাজের মধ্য দিয়ে তাঁর সুসমাচারের সত্যতা প্রমাণ করলেন ''।

যীশুই বাক্য

যীশুই হলেন স্বয়ং ঈশ্বরের বাক্য।

প্রকাশিত বাক্য ১৯:১৩ '' রক্তে ডোবানো পোশাক তাঁর পরণে; তাঁর নাম ঈশ্বরের বাক্য''।

যোহন ১:১ '' আদিতে বাক্যছিলেন, বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন আর সেই বাক্যই ঈশ্বর ছিলেন''।

বাক্য খালি ফিরে আসে না

যিশাইয়ের দ্বারা ঈশ্বর তার শক্তিশালী বাক্যকে বললেন,

যিশাইয় ৫৫:১১ '' ঠিক সে ভাবেই আমার মুখ নিঃসৃত বাণী নিজেকে বাস্তবায়িত না করে ফিরে আসে না। আমি যা করতে চাই আমার কথা তাই করে। আমি যা করতে পাঠাই আমার কথা সফল ভাবে তাই করে ফিরে আসে ''।

দাউদের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর তার বাক্যের সুস্থতার ক্ষমতার কথা বললেন,

গীতসংহিতা ১০৭:২০ '' ঈশ্বর আজ্ঞা দিয়েছিলেন এবং ওদের সমস্যা মুক্ত করেছিলেন। তাই ওই লোকরা মৃত্যু থেকে রক্ষা পেয়েছিলো ''।

আমরা কর্তৃত্বের সাথে যে কথাটি বলি তা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে এমন জিনিসগুলি সম্পাদন করতে কার্যকর। ঈশ্বরের বাক্য আমাদের প্রতিশ্রুতি দেয় এটি সফল হবে!

বাক্য সৃষ্টি করে

বাক্যের মধ্যে সৃষ্টি করার শক্তি রয়েছে।

ইব্রিয় ১১:৩ '' বিশ্বাসে আমরা বুঝতে পারি য়ে বিশ্ব ভুমণ্ডল ঈশ্বরের মুখের কথাতেই সৃষ্ট হয়েছিল, তাই চোখে যা দেখা যায় সেই দৃশ্য কোন কিছু প্রত্যক্ষ বস্তু থেকে উত্পন্ন হয় নি ''।

বাক্যের মধ্যে কর্তৃত্ব রয়েছে

যীশুর কর্তৃত্বের সাথে বাক্যকে বলেছিলেন।

রাজ্যের চাবি

লুক ৪:৩৬ '' এই দেখে লোকেরা অবাক হয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, 'এর মানে কি? সম্পূর্ণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের সঙ্গে তিনি অশুচি আত্মাদের হুকুম করেন আর তারা বের হয়ে যায় ''।

বাক্য ভিতরে - বাক্য বাইরে

বাক্যকে জানা ভাল, তবে যতক্ষণ না আমরা আমাদের মুখ থেকে ঈশ্বরের বাক্যকে পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োগ করব , ততক্ষণ আমরা জয়ী হতে পারব না!

যীশু কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতার দ্বারা বাক্যকে বলেছিলেন।

ঈশ্বরের মত বিশ্বাস

***বাক্যতে বিশ্বাস**

***বাক্যকে বলা**

***বাক্যের দ্বারা আশ্চর্য কাজকে হতে দেখা**

আমরা যদি কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতার সাথে ঈশ্বরের বাক্যকে বলতে থাকি তবে ঈশ্বরের বাক্যের চাবি কখনও ব্যর্থ হবে না।

আমাদের পৃথিবীতে আধিপত্য চালানোর জন্য যার জন্য আমাদের সৃষ্টি হয়েছিল, যীশু আমাদের তাঁর মণ্ডলীকে দিয়েছেন, বিজয়ী আধ্যাত্মিক যুদ্ধের কর্তৃত্বের চাবি। যখন আমরা এই চাবিগুলী গ্রহন করি এবং সেগুলিকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করি, তখনি আমরা আমাদের নিজের জীবন সংগ্রামে বিজয়ী হতে পারব। যীশুর আমাদের জন্য ইতিমধ্যেই যা করেছেন তা আমরা বুঝতে পারব এবং সেভাবে আমরাও প্রস্তুত হতে পারব।

আমরা বিজয়ীর থেকেও বড়

আমরা তার নামেতে বিজয়ী হয়েছি

রাজ্যের চাবি

পুনারলোচনার জন্য প্রশ্ন

১। কেন যীশুর রক্ত শয়তান বা মন্দ আত্মার আক্রমণকে কাটিয়ে উঠতে এত কার্যকর?

২। কীভাবে ঈশ্বরের বাক্য বলার দ্বারা আপনার নিজের জীবনে আপনাকে বিজয় এনে দিয়েছে তার একটি উদাহরণ দিন।

৩। আপনার আধ্যাত্মিক লড়াইয়ে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করার জন্য আপনি কোন শাস্ত্রাংস মুখস্থ করতে চলেছেন?

একাদশ অধ্যায় (CHAPTER 11)

যীশুর নাম

যীশুর নাম - বিজয়ী হবার চাবি

আমরা যখন যীশুর নাম ব্যবহার করি, আমরা যীশুর কর্তৃত্বের সাথে বলি। আমরা যখন সেই নামে কথা বলি তখন এর একই প্রভাব হয় যেন যীশু স্বয়ং সেখানে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতিটির সাথে কথা বলছেন। তিনি আমাদের তাঁর নাম ব্যবহার করার অধিকার দিয়েছেন।

তার নামেতে বিশ্বাসের চিহ্ন

যারা যীশুর নামেতে বিশ্বাস করে তাদের জীবনে এইসব চিহ্নগুলি কাজ করে

মার্ক ১৬:১৫-১৮ '' আর তিনি তাঁদের বললেন, 'তোমরা সমস্ত পৃথিবীতে যাও, এবং সব লোকের কাছে সুসমাচার প্রচার কর। যাঁরা বিশ্বাস করে বাপ্তাইজ হবে, তারা রক্ষা পাবে, কিন্তু যাঁরা বিশ্বাস করবে না, তাদের দোষী সাব্যস্ত করা হবে। যাঁরা বিশ্বাস করবে এই চিহ্নগুলি তাদের অনুবর্তী হবে। আমার নামে তারা ভূত তাড়াবে; নতুন নতুন ভাষায় কথা বলবে। হাতে করে সাপ তুলবে এবং মারাত্মক কিছু খেলেও তাদের কোন ক্ষতি হবে না; আর তারা অসুস্থ লোকের ওপর হাত রাখলে তারা সুস্থ হবে ''।

গ্রীক ভাষায় কোনও বিরামচিহ্ন ছিল না, যে ভাষায় নতুন নিয়ম মূলত রচিত হয়েছিল। আমাদের বাইবেলে যে বিরামচিহ্ন রয়েছে তা অনুবাদকরা তাদের নিজস্ব রায় অনুসারে যুক্ত করেছিলেন।

মথি ১৬:১৭ বলে,

যাঁরা বিশ্বাস করবে এই চিহ্নগুলি তাদের অনুবর্তী হবে। আমার নামে তারা ভূত তাড়াবে; নতুন নতুন ভাষায় কথা বলবে...

যদি এই অংশটি সঠিকভাবে অনুবাদ হলে এমন হত,

'' যারা আমার নামেতে বিশ্বাস করবে চিহ্নগুলি তাদের জীবনে কাজ করবে.....

যীশু বলেছিলেন যে আমরা তাঁর নামকে বিশ্বাস করি এটা গুরুত্বপূর্ণ। যীশুর নামে আমাদের যে কর্তৃত্ব রয়েছে তা আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে এবং যীশুর নাম ব্যবহার করার সময় আমাদের অবশ্যই সাহসের সাথে সেই কর্তৃত্ব বিশ্বাসে প্রকাশ করতে হবে।

যীশুর নাম

আমরা যখন সাহসের সাথে কথা বলতে এবং যীশুর নামে বিশ্বাসের সাথে কাজ করব, তখন আমরা মন্দদূতদের বিতারিত করতে পারব। আমরা অসুস্থ লোকদের উপর আমাদের হাত রাখব এবং তারা সুস্থ হয়ে উঠবে।

একটি অসাধারন অধিকার

যীশুর ক্রুশেতে কাজ সম্পন্ন করার আগে কেউই ঈশ্বরের নামকে নিতে সাহস পেত না।ঈশ্বরের নামকে নেওয়া খুব পবিত্র বলে মান্য করা হত। সেই নাম শুধু মহাপবিত্রস্থানে খোদিত ছিল এবং শুধুমাত্র মহাপুরোহিত সেই নামকে নিতে পারত।

যীশুর আমাদের তার নামকে নেবার অধিকার দিয়েছেন, এটি একটি অসাধারন অধিকার, এবং আমাদের এটিকে হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয়।

যীশুর কর্তৃত্বকে প্রকাশ করে

কারন যীশু হলেন ঈশ্বরের পুত্র

*তার কাছে স্বর্গের সমস্ত কর্তৃত্ব রয়েছে।

কারন যীশু হলেন মনুষ্যপুত্র

*তার কাছে পৃথিবীর সমস্ত কর্তৃত্ব রয়েছে।

মথি ২৮:১৮ '' তখন যীশু কাছে এসে তাদের বললেন, 'স্বর্গে ও পৃথিবীতে পূর্ণ ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্ব আমাকে দেওযা হয়েছে''।

যখন আমরা তাঁর নাম ব্যবহার করি, তখন একটি অপ্রতিরোধ্য কর্তৃত্ব এবং শক্তি প্রকাশিত হয়। এটি যেন আমরা তাঁর জায়গায় দাঁড়িয়ে তাঁর কর্তৃত্বকে ব্যবহার করতে পারি।

মোক্তারনামা

যীশু যখন তাঁর নাম ব্যবহারের আইনী অধিকার আমাদের দিয়েছেন, তখন তিনি তাঁর উপর আমাদের সবচেয়ে বেশি আস্থা রেখেছিলেন। আইনী ভাষায়, তিনি আমাদের তাঁর নাম ব্যবহারের জন্য মোক্তারনামা দিয়েছেন।

আমাদের বিচার ব্যবস্থাতে মোক্তারনামা একটি আইনী দলিল যা কোনও ব্যক্তিকে অন্যের নাম ব্যবহার করার অধিকার এবং সুযোগ দেয়। যে ব্যক্তিকে এর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সেই ব্যক্তির পক্ষে চুক্তি স্বাক্ষর করে এবং সেই চুক্তিতে মোক্তারনামার একটি অনুলিপি সংযুক্ত করে, এটি একই আইনী বাধ্যতামূলক প্রভাব হিসাবে দেখা যায় যে ব্যক্তি সেই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে।

যীশুর নাম

ঈশ্বরের থেকে শোনা

যীশু এই পৃথিবীতে সেবাকাজ করার সময় তার পিতার আদেশকে পালন করছিলেন।

যোহন ৫:১৯ '' এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, 'আমি তোমাদের সত্যি বলছি; পুত্র নিজে থেকে কিছু করতে পারেন না। পিতাকে যা করতে দেখেন কেবল তাই করতে পারেন। পিতা যা কিছু করেন পুত্রও তাই করেন''।

এখন আমরা যখন পৃথিবীতে সেবাকাজ করছি, আমরা পুত্রের পক্ষে কাজ করছি। ঈশ্বরের কাছ থেকে না শুনে আমরা শুধুমাত্র নিজের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য যীশুর নাম ব্যবহার করা উচিত নয়।

অযথা নাম না নেওয়া

প্রথমে ঈশ্বরের ইচ্ছা বিবেচনা না করে আমাদের নিজস্ব ইচ্ছা পূরণ করার জন্য যীশুর নাম ব্যবহার করার চেষ্টা করার অর্থ হ'ল তাঁর নাম নিরর্থকভাবে ব্যবহার করা।

দ্বিতীয়বিবরন ৫:১১ '' তোমরা অবশ্যই ভুলভাবে তোমাদের প্রভু ঈশ্বরের নাম ব্যবহার করবে না। যদি কোনো ব্যক্তি ভুলভাবে প্রভুর নাম ব্যবহার করে, তাহলে সেই ব্যক্তি দোষী এবং প্রভু তাকে নিরপরাধী বলে মনে করবেন না''।

সমস্ত নামের উপরে নাম

যীশুর নাম সমস্ত নামের উপরে রয়েছে।

ফিলিপিয় ২:৫-১১ '' খ্রীষ্ট যীশুর মধ্যে যে ভাব ছিল, তোমাদের মধ্যেও সেই মনোভাব থাকুক। যদিও সমস্ত দিক দিয়ে খ্রীষ্ট ছিলেন ঈশ্বরের মতো। তিনি ঈশ্বরের সমান ছিলেন; কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে সমান থাকাটা তিনি আঁকড়ে ধরে থাকার মত এমন কিছু বলে মনে করেন নি। তিনি ঈশ্বরের স্তর থেকে নামলেন। নিজের উচ্চস্থান ছেড়ে দিলেন এবং একজন ক্রীতদাসের মতো হলেন। তিনি মানুষের মত হয়ে জন্ম নিলেন ও একজন দাসের মতো হলেন। তিনি যখন মানব জীবনযাপন করলেন, তখন তিনি সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের বাধ্যতা স্বীকার করলেন। সেই বাধ্যতার দরুণ তাঁর মৃত্যু হল, আর ক্রুশের ওপর তাঁকে প্রাণ দিতে হল। খ্রীষ্ট ঈশ্বরের বাধ্য হলেন তাই ঈশ্বর তাঁকে পুনরুত্থিত করে সব কিছুর ওপরে উন্নত করলেন এবং সেই ঈশ্বর খ্রীষ্টের নামকে সবথেকে শ্রেষ্ঠ করলেন। যেন যাঁরা স্বর্গে আছে, যাঁরা মর্ত্যের লোক আর যাঁরা পাতালের তারা সকলেই সেই যীশু নামের কাছে নতজানু হয়। আর প্রত্যেকে যেন মুখে স্বীকার করে, 'যে যীশু খ্রীষ্টই প্রভু।' এতেই পিতা ঈশ্বর মহিমান্বিত হবেন।

যীশুর নাম

*প্রত্যেক মন্দশক্তির নাম আছে।

*প্রত্যেক ব্যক্তির নাম রয়েছে।

*প্রত্যেক রোগ এবং ব্যাধির নাম রয়েছে।

*মন্দ শক্তির প্রত্যেক কাজের নাম রয়েছে।

*যীশুর নামেতে মন্দ শক্তি পালিয়ে যায়।

*যীশুর নামেতে, ক্যান্সার এবং বাকি সমস্ত রোগ দূরে পালায়।

*যীশুর নামেতে শয়তানের সমস্ত চাতুরতা পরাস্ত হয়।

যীশুর নাম সমস্ত নামের উপরে। তার নামকে বিশ্বাসের সাথে নেবার দ্বারা প্রত্যেক হাঁটু যীশুর প্রভুত্বের কাছে নতজানু হয়।

মন্দ শক্তি তার নামের কাছে পরাস্ত হয়

মন্দআত্মা যীশুর নামের শক্তিকে জানে, এবং তারা অবশ্যই সেই নামের কাছে পরাস্ত হয়।

লুক ১০:১৭,১৯ '' এরপর সেই বাহাত্তরজন আনন্দের সঙ্গে ফিরে এসে বললেন, 'প্রভু, আপনার নামে এমন কি ভূতরাও আমাদের বশ্যতা স্বীকার করে! শোন! সাপ ও বিছেকে পায়ে দলবার ক্ষমতা আমি তোমাদের দিয়েছি; আর তোমাদের শত্রুর সমস্ত শক্তির ওপরে ক্ষমতাও আমি তোমাদের দিয়েছি; কোন কিছুই তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না''।

মথি ২৮:১৮ '' তখন যীশু কাছে এসে তাদের বললেন, 'স্বর্গে ও পৃথিবীতে পূর্ণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আমাকে দেওযা হয়েছে''।

সমস্ত কর্তৃত্ব যীশুকে দেওয়া হয়েছে, এবং যীশুর নামের ব্যবহার দ্বারা আমরাও সেই একই কর্তৃত্বের অধিকারী হই।

নামতে বিশ্বাস করা

আমাদের যীশুর নামে বিশ্বাস করার জন্য আদেশ করা হয়েছে।

১যোহন ৩:২৩ '' তাঁর আদেশ হল আমরা যেন তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টের নামে বিশ্বাস করি ও পরস্পরকে ভালবাসি''।

আমাদের অনন্তকাল ধরে যীশুর নামেতে বিশ্বাস করতে হবে।

যোহন ৩:১৮ '' যে কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে তার বিচার হয় না। কিন্তু যে কেউ তাঁকে বিশ্বাস করেনা, সে দোষী সাব্যস্ত হয়, কারণ সে ঈশ্বরের একমাত্র পুত্রের ওপর বিশ্বাস করে নি''।

যোহন ২০:৩১ '' কিন্তু এসব লেখা হয়েছে যাতে তোমরা বিশ্বাস করতে পার যে যীশুই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র; আর এই বিশ্বাসের দ্বারা তাঁর নামের মধ্য দিয়ে তোমরা সকলে যেন শাশ্বত জীবন লাভ করতে পার''।

যীশুর নাম

আমরা আমাদের পরিত্রানের বিষয়ে আশ্বস্ত কারন আমরা যীশুর নামেতে বিশ্বাস করি।

১যোহন ৫:১৩ '' তোমরা যাঁরা ঈশ্বরের পুত্রের ওপর বিশ্বাস করেছ আমি তোমাদের কাছে এই কথা লিখছি য়েন তোমরা জানতে পার য়ে তোমরা অনন্ত জীবন পেয়েছ ''।

তার নামেতে যাচ্ঞা করা

আমরা যীশুর নামেতে যাচ্ঞা করি।

যোহন ১৪:১২-১৪ '' আমি তোমাদের সত্যি বলছি, য়ে আমার ওপর বিশ্বাস রাখে, আমি য়ে কাজই করি না কেন, সেও তা করবে, বলতে কি সে এর থেকেও মহান মহান কাজ করবে, কারণ আমি পিতার কাছে যাচ্ছি। আর তোমরা আমার নামে যা কিছু চাইবে, আমি তা পূর্ণ করব, য়েন পিতা পুত্রের দ্বারা মহিমান্বিত হন। তোমরা যদি আমার নামে আমার কাছে কিছু চাও, আমি তা পূর্ণ করব''।

যীশু যখন পিতার কাছে যাচ্ছিলেন, তিনি তাঁর অনুসারীদের তাঁর নাম ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি তাদের বললেন তোমরা আমার নামে যা কিছু চাইবে তা তোমাদের জন্য করা হবে যাতে পুত্রের মধ্যে দিয়ে পিতা মহিমান্বিত হন।

যোহন ১৫:১৬ '' তোমরা আমায় মনোনীত করনি, বরং আমিই তোমাদের মনোনীত করেছি। আমি তোমাদের নিযোগ করেছি য়েন তোমরা যাও ও ফলবন্ত হও, আর তোমাদের ফল য়েন স্থায়ী হয় এই আমার ইচ্ছা। তোমরা আমার নামে যা কিছু চাও, পিতা তা তোমাদের দেবেন''।

যোহন ১৬:২৩,২৪ '' সেদিন তোমরা আমার কাছে কিছু চাইবে না। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমরা আমার নামে যদি পিতার কাছে কিছু চাও, তিনি তোমাদের তা দেবেন। এ পর্যন্ত তোমরা আমার নামে কিছু চাও নি। তোমরা চাও, তাহলে তোমরা পাবে। তোমাদের আনন্দ তখন পূর্ণতায় ভরে যাবে''।

আমাদের যীশুর নামে যাচ্ঞা করার জন্য বলা হচ্ছে।

তার নামেতে সমস্ত কিছু করা

আমাদের যীশুর নামেতে সমস্ত কিছু করতে হবে। কত সুন্দর এক অধিকার আমাদের দেওয়া হয়েছে!

কলসিয় ৩:১৭ '' কথায় বা কাজে যা কিছু করো, সবই প্রভুর নামে কর এবং পিতা ঈশ্বরকে যীশুর মাধ্যমে ধন্যবাদ দাও''।

যীশুর নাম

আমরা যীশুর নামেতে সমস্ত কাজ যেন করতে পারি আর অবশ্যই সেগুলি ঈশ্বরের চোখে সঠিক হওয়া চাই।এর দ্বারা আমাদের জীবনে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আসবে।

প্রেরিতেরা যীশুর নামকে ব্যবহার করেছিলেন

প্রেরিতেরা এবং প্রথম বিশ্বাসীরা যীশুর নামকে সাহসের সাথে ব্যবহার দ্বারা অনেক আশ্চর্যকাজ করেছিলেন।

তার নামেতে শক্তি রয়েছে

প্রেরিত ৩:১-১০ '' একদিন পিতর ও য়োহন মন্দিরে গেলেন, তখন বেলা প্রায় তিনটে। এই সময়েই মন্দিরে রোজ প্রার্থনা হত। যখন তাঁরা মন্দির প্রাঙ্গনে যাচ্ছিলেন, সেখানে একটা লোককে দেখা গেল। সে জন্ম থেকেই খোঁড়া, চলতে পারত না। তার বন্ধুরা প্রতিদিন তাকে মন্দির চত্বরে বয়ে নিয়ে আসত আর মন্দিরের 'সুন্দর' নামে য়ে ফটক আছে সেখানে নিয়ে গিয়ে তাকে বসিয়ে রাখত। যাঁরা মন্দিরে ঢুকত, সে তাদের কাছে কিছু অর্থ ভিক্ষা চাইত। সেদিন এই লোকটা পিতর ও য়োহনকে মন্দিরে ঢুকতে দেখে তাদের কাছ থেকে ভিক্ষা চাইতে লাগল। পিতর ও য়োহন সেই খোঁড়া লোকটির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বললেন, 'আমাদের দিকে তাকাও! সেই লোকটা তখন কিছু অর্থ পাবার আশায় তাঁদের দিকে তাকালো। কিন্তু পিতর তাকে বললেন, 'আমার কাছে সোনা বা রুপো নেই, আমার কাছে যা আছে আমি তোমাকে তাই দিচ্ছি। নাসরতীয় যীশুর নামে তুমি উঠে দাঁড়াও ও হেঁটে বেড়াও। এই বলে পিতর তার ডান হাত ধরে তাকে তুললেন, সঙ্গে সঙ্গে সে তার পায়ে ও গোড়ালিতে বল পেল। আর লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ও চলতে লাগল। তারপর সে তাদের সঙ্গে মন্দিরের মধ্যে ঢুকে সেখানে হেঁটে লাফিয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে লাগল। লোকেরা দেখল সেই লোকটি হাঁটছে ও ঈশ্বরের প্রশংসা করছে। তারা চিনতে পারল মন্দিরের 'সুন্দর' নামে ফটকের সামনে বসে ভিক্ষা করত য়ে লোক, সেই লোকই হেঁটে বেড়াচ্ছে ও ঈশ্বরের প্রশংসা করছে। ঐ লোকটির জীবনে যা ঘটেছে তা দেখে তারা আশ্চর্য হয়ে গেল, তারা বুঝে উঠতে পারল না এমন বিস্ময়কর ব্যাপার কি করে ঘটল''।

তার নামেতে বিশ্বাস রয়েছে

পিতর যীশুর নাম ব্যবহারের মূল কথাটি ব্যাখ্যা করেছিলেন, তাঁর মধ্যে বিশ্বাসের দ্বারা তাঁর নামের কর্তৃত্ব প্রকাশিত হয়ে থাকে।

যীশুর নাম

প্রেরিত ৩:১২ '' এই দেখে পিতর জনতার উদ্দেশ্যে বললেন, 'হে আমার ইহুদী ভাইয়েরা, আপনারা এতে আশ্চর্য হচ্ছেন কেন? আপনারা আমাদের দিকে এমনভাবে দেখছেন, য়েন আমরা নিজেদের ক্ষমতার গুণে একে চলবার শক্তি দিয়েছি। আপনারা কি মনে করেন য়ে আমরা খুব ধার্মিক, তাই এই কাজ করতে পেরেছি?

প্রেরিত ৩:১৬ '' এই যীশুর পরাক্রমেই এই খোঁড়াটি সুস্থতা লাভ করেছে। এসব ঘটেছে কারণ আমরা যীশুর ক্ষমতায় বিশ্বাস করেছি। আপনারা এই লোকটিকে দেখেছেন ও তাকে চেনেন। যীশুর উপর নির্ভর করায় সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে; নিজ চক্ষে আপনারা তা দেখেছেন''।

তার নামেতে সুস্থতা আছে

এই নিরাময়ের ফলে পিতর এবং যোহনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, রাতারাতি কারাগারে রাখা হয়েছিল এবং ধর্মীয় নেতারা হুমকি দিয়েছিলেন যে যীশুর নামে আর কোনও কথা তারা যেন না বলুক। পিতর সাহসের সাথে এই আশ্চর্য কাজের বিষয়ে তাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বলেছিলেন:

প্রেরিত ৪:১০ '' তাহলে আপনারা সকলে ও ইস্রায়েলের সকল লোক একথা জানুক, য়ে এটা সেই নাসরতীয় যীশু খ্রীষ্টের শক্তিতে হল! যাকে আপনারা ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করেছিলেন, ঈশ্বর তাকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন। হ্যাঁ, তাঁরই মাধ্যমে এই লোক আজ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে''।

তার নামেতে পরিত্রান আছে

পিতর এবং যোহনের যীশুর নাম ব্যবহারের দ্বারা খোঁড়া ব্যক্তির সুস্থতার পর প্রায় ৫০০০ জন যীশুকে বিশ্বাস করেছিল।

প্রেরিত ৪:৪ '' কিন্তু অনেকে যাঁরা পিতর ও য়োহনের মুখ থেকে সেই শিক্ষা শুনেছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই যীশুর উপর বিশ্বাস করল। যাঁরা বিশ্বাস করল, সেই বিশ্বাসীদের মধ্যে পুরুষ মানুষই ছিল প্রায় পাঁচ হাজার''।

যীশুর শক্তিশালী নামেতে আমাদের মুল্যবান পরিত্রান রয়েছে।

প্রেরিত ৪:১২ '' যীশুই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি মানুষকে উদ্ধার করতে পারেন। জগতে তাঁর নামই একমাত্র শক্তি যা মানুষকে উদ্ধার করতে পারে ''।

যীশুর নাম

তার নামেতে মনুষ্যের মধ্যে ভয় রয়েছে

ধর্মীয় নেতারা পিতর এবং যোহনকে যীশুর নাম না বলার জন্য হুমকি দিয়েছিল।

প্রেরিত ৪:১৭,১৮ '' কিন্তু একথা য়েন লোকদের মধ্যে আর না ছড়ায়, তাই এস আমরা এদের ভয় দেখিয়ে সাবধান করে দিই, য়েন এই লোকের নামের বিষয় উল্লেখ করে তারা কোন কথা না বলে। তাই তারা পিতর ও য়োহনকে আবার ভেতরে ডাকল; আর যীশুর নামে কোন কিছু বলতে বা শিক্ষা দিতে নিষেধ করল''।

তার নামেতে সাহস আছে

সেই মুহূর্তে সাহসের আত্মা পিতর এবং যোহনের মধ্যে কাজ করেছিল।

প্রেরিত ৪:২৯,৩০ '' আর এখন, হে প্রভু, তাদের এই শাসানি তুমি শোন। প্রভু আমরা তোমার দাস; তোমার এই দাসদের সাহসের সঙ্গে তোমার কথা বলবার ক্ষমতা দাও। লোককে সুস্থতা দেবার জন্য তোমার হাত তুমি বাড়িয়ে দাও; তোমার পবিত্র দাস যীশুর নামে য়েন অলৌকিক ও আশ্চর্য সব কাজ সম্পন্ন হয় ''।

ফিলিপ তার নামকে প্রচার করেছিলেন

প্রেরিত ৮:১২ ''কিন্তু ফিলিপ যখন তাদেরকে ঈশ্বরের সুসমাচার, তাঁর রাজ্য ও যীশু খ্রীষ্টের নামের বিষয় জানালেন, তখন স্ত্রী-পুরুষ সকলে ফিলিপকে বিশ্বাস করে বাপ্তিস্ম নিল''।

তার নামের জন্য গ্রেপ্তার হলেন

যারা যীশুর নামকে প্রচার করছিল তাদের গ্রেপ্তার করতে পৌলকে পাঠানো হয়েছিল।

প্রেরিত ৯:১৪ '' আর এখানে যত লোক আপনাকে বিশ্বাস করে,তাদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবার জন্য সে প্রধান যাজকদের কাছ থেকে বিশেষ পরোয়ানা নিয়ে এসেছে ''।

তার নামকে বহন করার জন্য মনোনীত

পৃথিবীতে যীশুর নামকে বহন করার জন্য পৌলকে মনোনীত করা হয়েছিল

প্রেরিত ৯:১৫ '' কিন্তু প্রভু তাকে বললেন, 'তুমি যাও, কারণ অইহুদীদের কাছে, রাজাদের ও ইস্রায়েলীয়দের কাছে আমার নাম নিয়ে যাবার জন্য আমি তাকে মনোনীত করেছি ''।

তার নামেতে নির্ভীক হয়ে প্রচার করলেন

প্রেরিত ৯:২৭ '' কিন্তু বার্ণবা শৌলকে গ্রহণ করে তাঁকে নিয়ে প্রেরিতদের কাছে গেলেন। দম্মেশকের পথে শৌল কিভাবে

যীশুর নাম

যীশুর দেখা পেয়েছেন ও প্রভু যীশু য়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন আর কিভাবে তিনি দম্মেশকে সাহসের সঙ্গে যীশুর নাম প্রচার করেছেন, সেসব কথা তাদের সবিস্তারে জানালেন ''।

তার নামেতে মুক্তি আছে

প্রেরিত ১৬:১৮ '' এভাবে সে অনেকদিন ধরে বলতে লাগল। শেষে পৌল এতে বিরক্ত হয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে সেই আত্মাকে বললেন 'যীশু খ্রীষ্টের নামে আমি তোকে আদেশ করছি য়ে তুই এর থেকে বেরিয়ে যা।' তাতে সেই মন্দ আত্মা সঙ্গে সঙ্গে বের হয়ে গেল'।

তার নামেতে উচ্চসম্মান আছে

প্রেরিত ১৯:১৭,১৮ '' ইহুদী ও গ্রীক যাঁরা ইফিষে থাকত, তারা সবাই এই ঘটনার কথা জানতে পারল। এর ফলে তাদের সকলের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হল; আর প্রভুর নাম সমাদৃত হল। লোকেরা যীশুর নামকে আরও উচ্চ সম্মান দিতে লাগল। অনেকে যাঁরা বিশ্বাসী হল তারা নিজের নিজের অপকর্মের কথা প্রকাশ্যে স্বীকার করল ''।

যীশুর নামেতে আশ্চর্য কাজ ও চিহ্ন সকল হয়

আমরা যখন ঈশ্বরের কথা শুনি এবং তাঁর বাক্যকে মেনে চলি, তখন আমাদের অবশ্যই সাহসের সাথে পদক্ষেপ নিতে হবে এবং বিশ্বাসের দ্বারা যীশুর নামের শক্তিশালী কর্তৃত্বকে ব্যবহার করতে হবে। যখন আমরা এটি করব, তখন আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবন এবং পরিচর্যায় লক্ষণ ও আশ্চর্যের অভিজ্ঞতা অর্জন করব।

প্রেরিত ৪:২৯-৩১ '' আর এখন, হে প্রভু, তাদের এই শাসানি তুমি শোন। প্রভু আমরা তোমার দাস; তোমার এই দাসদের সাহসের সঙ্গে তোমার কথা বলবার ক্ষমতা দাও। লোককে সুস্থতা দেবার জন্য তোমার হাত তুমি বাড়িয়ে দাও; তোমার পবিত্র দাস যীশুর নামে য়েন অলৌকিক ও আশ্চর্য সব কাজ সম্পন্ন হয়। সেই বিশ্বাসীরা প্রার্থনা শেষ করলে, তাঁরা য়েখানে একত্রিত হয়েছিলেন সেই জায়গা কেঁপে উঠল। তাঁরা সকলে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হলেন আর অসীম সাহসে ঈশ্বরের কথা বলতে লাগলেন ''।

আমরা যখন যীশুর নামের কর্তৃত্ব এবং শক্তিকে ব্যবহার করার দ্বারা আমারাও শক্তিশালী এবং অসাধারন ঈশ্বরের উপস্থিতিতে এই পৃথিবীকে কাপিয়ে দিতে পারব।

যীশুর নামকে নিয়ে চলাই হল বিজয়ী খ্রিষ্টীয় জীবনের মূল চাবিকাঠি।

যীশুর নাম

যেমনটা প্রেরিত পুস্তকে বর্ণিত প্রথম মণ্ডলীর বিশ্বাসীরা কর্তৃত্বের সাথে যীশুর নাম ব্যবহার করেছিল ঠিক একইভাবে আমরাও একই কর্তৃত্বের সাথে জীবনযাপন করতে পারি।

পুনারলোচনার জন্য প্রশ্ন

১। প্রেরিত পুস্তকে প্রেরিতদের দ্বারা যীশুর নামকে ব্যবহারের দুটি উদাহরন দিন।

২।যীশুর নামেতে সমস্ত ক্ষমতা আছে এটির অর্থ কি ?

৩। এখনই আপনি কোন সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন, আপনি কি যীশুর নাম ব্যবহার করে বিজয় অর্জন করার পরিকল্পনা করছেন? আপনার অভিজ্ঞতাটি এখানে লিখুন।

দ্বাদশ অধ্যায় (CHAPTER 12)

বিজয়ী আত্মিক যুদ্ধ

যুদ্ধের জন্য সুসজ্জিত হওয়া!

ঐশ্বরিক শক্তি

এখন আমরা চিরন্তন সংঘাতকে বুঝতে পেরেছি এবং আমাদের কর্তৃত্ব এবং আমাদের শক্তিশালী অস্ত্রগুলিকেও জানি, আমরা এখন শক্তিশালী, বিজয়ী, যুদ্ধকে কাটিয়ে উঠার জন্য সুসজ্জিত হয়েছি।

পৌল লিখেছিলেন,

২ করিন্থিয় ১০:৪ '' জগত্ যে যুদ্ধের অস্ত্র ব্যবহার করে, আমরা তার থেকে স্বতন্ত্র যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করি। আমাদের যুদ্ধের অস্ত্র ঈশ্বরের পরাক্রম; এই যুদ্ধাস্ত্র শত্রুর সুদৃঢ় ঘাঁটি ধ্বংস করতে পারে। লোকদের বাজে বিতর্ক আমরা বিফল করতে পারি''।

এই প্রকাশের বিনাই অনেকে যুদ্ধে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছে।তারা যীশুতে কি কর্তৃত্বের অধিকারী তারা তা বুঝতেই পারিনি।

তাদের কাছে আধ্যাত্মিক যুদ্ধ শক্তিশালী শত্রুর সাথে তীব্র এবং অবিরাম লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে। তারা শয়তান এবং তার মন্দদূতদের কাছে বন্দী হয়ে গেছে। তারা তাদের মনোযোগ যত শয়তান ও মন্দশক্তির মধ্যে কেন্দ্রিত করে ফেলেছে, ততই শয়তান তাদের কাছে আরও বৃহৎ, শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

পরাজিত শত্রু

ভাবাবাদী যিশাইয় শয়তানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে লিখেছিলেন। তিনি আমাদের বিশ্বাসের একটি স্পষ্ট ছবি দিয়েছেন।

যিশাইয় ১৪:১৫-১৭ '' কিন্তু সেটা ঘটেনি। তুমি ঈশ্বরের সঙ্গে স্বর্গে যেতে পারো নি। তোমাকে সমাধিস্থলের গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত করা হয়েছে। লোকরা তোমাকে দেখে তোমার কথা ভাববে। দেখবে তুমি শুধুই একটা মৃতদেহ। তারা দেখবে যে তুমি একটি শবদেহের চেয়ে বেশী কিছু নও এবং বলবে: "এ-ই কি সেই একই ব্যক্তি যে পৃথিবীর সমস্ত রাজ্যের প্রচণ্ড ভয়ের কারণ ছিল। এ কি সেই ব্যক্তি যে নগরের পর নগর ধ্বংস করে তাকে মরুভূমিতে পরিণত করত? এ কি সেই ব্যক্তি যে যুদ্ধবন্দী লোকদের বাড়ি ফিরতে দিত না''।

যখন আমরা বুঝতে পারব যে যীশুতে আমরা কারা তখন আমরা আর শয়তানের অধিকৃত থাকব না।বরং সর্বদা যীশুতে অধিকৃত হয়ে থাকব!

বিজয়ী আত্মিক যুদ্ধ

শয়তান হচ্ছে এক পরাজিত শত্রু। তার সমস্ত ক্ষমতা ধ্বংস করা হয়েছে। যীশু তাকে শূন্যতে পরিনত করেছে।তাকে নিরস্ত্র, অক্ষম এবং প্রকাশ্য লজ্জার মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

তাকে শূন্যতে পরিনত করা হয়েছে

ইব্রিয় ২:১৪খ '' যীশু এইরকম করলেন য়েন মৃত্যুর মাধ্যমে মৃত্যুর অধিপতি দিয়াবলকে ধ্বংস করতে পারেন''।

শয়তান এবং তার মন্দদূতদের সাথে লড়াই করতে আমাদের কোনও অসুবিধা নেই। শত্রুর সমস্ত শক্তির উপরে আমাদের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

আমাদের যুদ্ধে প্রবেশের সাথে সাথে এটি নিশ্চিত হতে হবে যে আমরা আত্মবিশ্বাসের আশ্বাস এবং বিশ্বাসের জয় পেতে চলেছি। আমরা যীশুতে রয়েছি এবং তার নামকে নিয়ে যুদ্ধে নামতে হবে। আমরা শক্তিশালী শত্রুর সাথে তীব্র লড়াইয়ের পরিকল্পনা করব না। পরিবর্তে আমরা আনন্দিত বিজয়ের প্রত্যাশায় রয়েছি কারণ আমরা এই সত্যটি জানি যে শয়তান ইতিমধ্যে পরাজিত হয়েছে।

শয়তান কোন ''বড় বিষয়!'' নয়।

যীশু হলেন '' **বড় বিষয়**''!

সমস্ত কিছু তার মধ্য দিয়েই সম্ভব!

ফিলিপিয় ৪:১৩ '' যিনি আমাকে শক্তি দেন, সেই খ্রীষ্টের শক্তিতে আমি সকল অবস্থাতেই বলবান''।

আধ্যাত্মিক শক্তি এবং কর্তৃত্ব আমাদের নিজস্ব স্বার্থপর বাসনা পূর্ণ করতে একটি "খেলনা" নয়। আমাদের ইচ্ছা অবশ্যই ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সম্পূর্ণ মিল থাকতে হবে।

জয়ের পদক্ষেপ

পাপের স্বীকারোক্তি

আমাদের আধ্যাত্মিক যুদ্ধে যদি বিজয়ী হতে হয় তবে অবশ্যই পাপের জন্য প্রথমে অনুতাপ করতে হবে এবং ঈশ্বরের কাছে আমাদের পাপ স্বীকার করতে হবে এবং তাঁর ক্ষমা পেতে হবে। আমরা এটি কিভাবে করতে হবে সেই বিষয়ে প্রেরিত যোহন বলেছেন,

১ যোহন ১:৯ '' আমরা যদি নিজেদের পাপ স্বীকার করি, বিশ্বস্ত ও ধার্মিক ঈশ্বর আমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করবেন ও সকল অধার্মিকতা থেকে আমাদের শুদ্ধ করবেন''।

বিজয়ী আত্মিক যুদ্ধ

অঙ্গীকার

যীশুকে আমাদের জীবনের প্রভু হিসাবে সম্পূর্ণ জীবন সমর্পণ করতে হবে।

রোমীয় ১২:১,২ '' ভাই ও বোনেরা আমার মিনতি এই, ঈশ্বর আমাদের প্রতি দয়া করেছেন বলে তোমাদের জীবন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে জীবিত বলিরূপে উত্সর্গ কর, তা তাঁর কাছে পবিত্র প্রীতিজনক হোক। ঈশ্বরের উপাসনা করার জন্য তোমাদের কাছে এ এক আত্মিক উপায়। এই জগতের লোকদের মতো নিজেদের চলতে দিও না, বরং নতুন চিন্তাধারায় নিজেদের পরিবর্তন কর; যেন বুঝতে পার ঈশ্বর কি চান, কোনটা ভাল,কোনটা তাঁকে খুশী করে ও কোনটা সিদ্ধ''।

জগত থেকে আলাদা হতে হবে

জগতের বিষয় থেকে আমাদের অবশ্যই আলাদা করে রাখতে হবে।

২ তিমথিয় ২:৪ '' সৈনিক, যুদ্ধ করার সময় তার সেনাপতিকে সন্তুষ্ট করবার কথা মনে রাখে, জনসাধারণের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে না ''।

আমাদের চাহিদাগুলিকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে

আমাদের অবশ্যই আমাদের নিজস্ব আকাঙ্ক্ষা দূরে রাখতে হবে এবং ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা পরিচালিত হতে হবে। যীশুর মতো আমাদের অবশ্যই বলতে হবে, "আমি কেবল আমার পিতাকে যা করতে দেখি তাই করি"

যোহন ৫:১৯ '' এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, 'আমি তোমাদের সত্যি বলছি; পুত্র নিজে থেকে কিছু করতে পারেন না। পিতাকে যা করতে দেখেন কেবল তাই করতে পারেন। পিতা যা কিছু করেন পুত্রও তাই করেন''।

ঈশ্বর সমস্ত বিশ্বাসীদের কিছু বিষয়ের উপর অধিকার দিয়েছেনঃ

বিবাহ, সন্তান এবং পরিবার

যেখানে তারা থাকে – প্রতিবেশী, শহর, দেশ

যেখানে ঈশ্বর তাদের সেবাকাজ করার জন্য পাঠান।

আমরা যখন ঈশ্বর-প্রদত্ত কর্তৃত্বের রাজত্বের বাইরে গিয়ে শয়তানের শক্ত ঘাঁটিতে গিয়ে যুদ্ধ করতে যাই তখন আমরা সফলতা পাই না ।ঈশ্বর চান যেন বিশ্বাসীরা তাদের কর্তৃত্বকে বুঝতে পারে এবং ঈশ্বরের শক্ত ঘাটিতে বসবাস করে।

বিজয়ী আত্মিক যুদ্ধ

প্রেমের মনোভাব থাকা

ঈশ্বরের সৈন্যদলের একজন বিশ্বাসী পুরুষ বা মহিলা হওয়া নাতে আমাদের অপরের প্রতি খারাপ বা অহঙ্কারপূর্ণ ব্যবহার থাকা উচিত নয়।

ফিলিমন ১:৪,৫ '' আমি যখন প্রার্থনার সময় তোমাকে মনে করি, তখন তোমার জন্য সর্বদা আমার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই।প্রভু যীশুর প্রতি তোমার বিশ্বাস ও ঈশ্বরের সমস্ত পবিত্র লোকের প্রতি তোমার ভালবাসার কথা আমি শুনতে পাই ও ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই''।

আমাদের অবশ্যই শয়তান এবং মন্দশক্তির প্রতি কঠোর হতে হবে, তবে অন্য ব্যক্তির প্রতি প্রেমে চলতে হবে। আমরা শয়তানকে ঘৃণা করি, তবে আমরা মানুষকে ভালবাসি।

আমাদের সর্বদা আমাদের কর্তৃত্বকে স্মরণ রাখতে হবে কারণ বিশ্বাসীরা অন্য লোকদের উপর কর্তৃত্ব করার জন্য নয় বরং শয়তান ও তার মন্দদূতদের উপর কর্তৃত্ব করার জন্য মনোনীত হয়েছে ।

শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধের বিষয়ে ক্রমাগত চিন্তা আমরা যেন না করে আমরা যেন ঈশ্বর এবং মানুষের প্রতি প্রেমের পথে চলতে পারি।

কোনোরকম আপস নয়

আমরা ঈশ্বরের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পথে চলতে চলতে – আমাদের জীবনে আপোষ, পাপ বা বিশ্বজগতের মিশ্রণ ছাড়াই – ঈশ্বর আত্মার বিচক্ষণতার আধ্যাত্মিক উপহারের ক্রিয়াকলাপ আমাদের শয়তানের কৌশল সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়। আমরা যত ঈশ্বরের কাছাকাছি থাকব ততই শয়তানের উপস্থিতি, কৌশল, সম্বন্ধে অবগত থাকব।

আমাদের দৃষ্টি সর্বদা যীশুর উপর রাখতে হবে। শয়তান বা তার মন্দদূতরা যদি আপনার পথে চলে আসে তবে তাদের সাথে মোকাবিলা করুন, তাদেরকে প্রতিহত করুন, তাদের পরাস্ত করুন। – যেসব চিন্তাভাবনা ঈশ্বর থেকে আসে না সেগুলিকে বর্জন করে শুধুমাত্র যীশুর দিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে এবং সমস্ত কিছুর জন্য তাকে ধন্যবাদ দিতে হবে।

২করিন্থিয় ২:১৪ '' কিন্তু ঈশ্বর ধন্য, কারণ তিনি খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে সর্বদাই আমাদের জয়লাভের পথ দেখান এবং আমাদের মধ্য দিয়ে সর্বত্র তাঁর সম্বন্ধে জ্ঞান সৌরভের মত ছড়িয়ে দেন ''।

বিজয়ী আত্মিক যুদ্ধ

কোন আধ্যাত্মিক বিশেষজ্ঞ নয়

ঈশ্বরের রাজ্যে এটি তাঁর সেরা পরিকল্পনা নয় যে আধ্যাত্মিক যুদ্ধ এবং উদ্ধার কোনও বিশেষজ্ঞ বা "উচ্চ-শক্তিধর মন্দশক্তি ছাড়াবার" কাউকে ডেকে বা মাধ্যমে গিয়ে সাধিত করতে হবে। পরিবর্তে, প্রেরিত যাকোব যেমন লিখেছিলেন, প্রতিটি বিশ্বাসী শয়তানকে প্রতিহত করতে পারে।

যাকোব ৪:৭ '' তাই তোমরা নিজেদের ঈশ্বরের কাছে সঁপে দাও। দিয়াবলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও, তাহলে সে তোমাদের ছেড়ে পালিয়ে যাবে''।

ঈশ্বরের যুদ্ধকবচ

ঈশ্বর আমাদের যুদ্ধের জন্য বর্ম সরবরাহ করেছেন। প্রেরিত পৌল আমাদের বর্ম পরিধান করার জন্য নয় বরং ঈশ্বরের বর্ম পরিধান করতে বলেছেন।

মধ্যযুগীয় নাইটরা যখন তাদের বর্ম এবং তাদের হেলমেট লাগিয়ে দিয়ে মুখের উপর মুখাবরন ফেলেছিল তখন তারা সবাই শত্রুর কাছে শক্তিশালী, পেশীবহুল, বিপজ্জনক যোদ্ধাদের মতো দেখাচ্ছিল। সেই বর্মটির অভ্যন্তরে শরীরের ত্রুটিগুলি নির্বিশেষে তারা শক্তিশালী যোদ্ধাদের মতো দেখতে লাগছিল।

আমরা যখন ঈশ্বরের বর্ম পরিধান করি তখন আমরা ঈশ্বরের মতো দেখতে হয়ে যাই। তারপর যুদ্ধ জেতার জন্য যা করা দরকার অর্থাৎ, ঈশ্বরের মত চলা, তার মত কথা বলা, তার মত ব্যবহার করতে হবে।

আমাদের ক্ষমতা

আমাদের ঈশ্বরের শক্তিশালী ক্ষমতার দ্বারা কার্যশীল হতে হবে।আমরা নিজেদের শক্তিতে যুদ্ধক্ষেত্রে যাব না।

ইফিষীয় ৬:১০,১১ '' চিঠি শেষ করার আগে তোমাদের এই কথাই বলি, তোমরা প্রভুতে বলবান হও, তাঁরই মহাশক্তিতে শক্তিমান হও। তোমরা ঈশ্বরের দেওয়া সমগ্র যুদ্ধসাজ পরে নাও, য়েন দিয়াবলের সমস্ত কৌশলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পার''।

বিজয়ী আত্মিক যুদ্ধ

আমাদের সংগ্রাম

১২ পদ '' রক্তমাংসের দেহধারী মানুষের সঙ্গে আমাদের সংগ্রাম নয়। শাসকগণ, কর্তৃত্বের অধিকারীসকল, এই অন্ধকার যুগের মহাজাগতিক ক্ষমতার সঙ্গে এবং স্বর্গরাজ্যের মন্দ শক্তি সমূহের সঙ্গে আমাদের সংগ্রাম''।

পৌল আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে আমাদের লড়াই মাংস ও রক্তের সাথে নয়, বরং শাসক, কর্তৃত্বকারী এবং দুষ্টের আধ্যাত্মিক শক্তির সাথে। আমাদের সংগ্রাম প্রাকৃতিক বিশ্বের মধ্যে নয়, বরং আধ্যাত্মিক রাজ্যে।

আমাদের যুদ্ধকবচ

*সত্যের কোমরবন্ধ

*ধার্মিকতার ঢাল

*সুসমাচারের পাদুকা

১৩-১৫ পদ '' এইজন্যই ঈশ্বরের প্রতিটি যুদ্ধসাজ তোমাদের পরে নেওয়া দরকার, তাহলে শয়তানের আক্রমণের সামনে তোমরা স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারবে, এবং যুদ্ধের শেষেও তোমরা দাঁড়িয়ে থাকবে।সুতরাং শক্ত হয়ে দাঁড়াও, কোমর বেঁধে নাও; আর ন্যায়পরায়ণতার ঢালও নাও।দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে সুসমাচারের শান্তির পাদুকা তোমাদের পায়ে পরে নাও''।

পৌল তিনবার "দাঁড়াও" শব্দটি পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। প্রথমে তিনি বলেছিলেন যখন মন্দ দিন আসে; আমরা আমাদের স্থানে দাঁড়াতে সক্ষম হব। তারপরে তিনি বলেছিলেন সবকিছু করার পরে আমাদের দাঁড়ানো উচিত। অবশেষে, তিনি বলেছিলেন, ন্যায়পরায়ণতার বক্ষবন্ধন নিয়ে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াও, এবং শান্তির সুসমাচার প্রস্তুত করার জন্য আমাদের পায়ে পাদুকা পরতে হবে।

ঈশ্বরের বাক্য হল সত্য।বাক্য আমাদের রক্ষাকবচ তাই আমদের সেটিকে জানতে হবে।

ধার্মিকতার ঢাল হল ঈশ্বরের ধার্মিকতা। আমাদের নিখুঁত হওয়ার দরকার নেই, তবে এই বক্ষঢাল থাকার জন্য আমাদের জীবনের আমাদের জানা-পাপ থাকলে হবে না।

সুসমাচারের শান্তির প্রস্তুতির জন্য আমাদের পায়ে পাদুকে পরিহিত করতে হবে। ঈশ্বরের বাক্যের অধ্যায়নের দ্বারা আমরা এর প্রস্তুতি নিতে পারি।

পৌল তিমথিয়কে লিখেছিলেন,

বিজয়ী আত্মিক যুদ্ধ

২ তিমথিয় ২:১৫ '' যে কর্মী সঠিকভাবে সত্য শিক্ষাকে ব্যবহার করে এবং নিজের কাজকর্ম সম্বন্ধে লজ্জিত নয় এমন একজন কর্মী হিসেবে ঈশ্বরের অনুমোদন পাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা কর''।

*বিশ্বাসের ঢাল

*পরিত্রানের শিরস্থান

*আত্মার তরোয়াল

ইফিষীয় ৬:১৬,১৭ '' এর দ্বারা তোমরা সেই মন্দ শক্তির সমস্ত রকমের অগ্নিবাণ নিভিয়ে দিতে পারবে। আর পরিত্রাণরূপ শিরস্ত্রাণ ও পবিত্র আত্মার তলোয়ার, অর্থাত্ ঈশ্বরের শিক্ষা সঙ্গে নিও''।

শয়তানের অগ্নিময় তীরকে রুখতে আমরা বিশ্বাসের ঢাল ব্যবহার করব। জ্বলন্ত তীরগুলি হ'ল চিন্তা, প্রলোভন, অসুস্থতা এবং শয়তান আমাদের দিকে ছুড়ে দেয়। আমরা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস এবং তাঁর বাক্যে বিশ্বাসের মাধ্যমে সেসবকে নিভিয়ে ফেলতে পারি।

যখন আমরা পরিত্রাণ পাই তখন পরিত্রাণের শিরিস্থানকে পরিধান করি। এটি এমন একটি পরিত্রাণ যা কেবলমাত্র আমাদের চিরন্তন নিয়তি স্থির করে তা নয় বরং আমদের সৃষ্টির সময়ের অবস্থাকে পুনস্থাপিত করে।পরিত্রানের শিরস্থান আমাদের পরিত্রানের সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে আমাদের মনকে রূপান্তরিত করে।

রোমীয় ১২:২ক '' এই জগতের লোকদের মতো নিজেদের চলতে দিও না, বরং নতুন চিন্তাধারায় নিজেদের পরিবর্তন কর;''।

ঈশ্বরের বাক্য অধ্যায়ন, ধ্যান করার দ্বারা আমরা আমাদের মনকে ঈশ্বরের বাক্যের জীবন্ত জল দিয়ে ধুয়ে নুতুনীকরন করতে পারি।

ইফিষীয় ৫:২৬ '' মণ্ডলীকে পবিত্র করার জন্য খ্রীষ্ট মৃত্যুভোগ করলেন। সুসমাচারের বাক্যরূপ জলে ধুয়ে তাকে পরিষ্কার করলেন, যাতে তিনি তা নিজেকে উপহার দিতে পারেন''।

আমাদের একটি রক্ষাকারী অস্ত্র দেওয়া হয়েছে এবং তা হ'ল আত্মার তরোয়াল যা ঈশ্বরের বাক্য। পৌল ইব্রীয় পুস্তকে আত্মার তরোয়াল সম্পর্কে আমাদের জানিয়েছেন।

ইব্রিয় ৪:১২ '' ঈশ্বরের বাক্য জীবন্ত ও সক্রিয়। তাঁর বাক্য দুপাশে ধারযুক্ত তলোয়ারের ধারের থেকেও তীক্ষ্ন। এটা প্রাণ ও আত্মার গভীর সংয়োগস্থল এবং সন্ধি ও অস্থির কেন্দ্র ভেদ করে মনের চিন্তা ও ভাবনার বিচার করে''।

বিজয়ী আত্মিক যুদ্ধ

ঈশ্বরের বাক্য আমাদের সত্যের কোমরবন্ধ, আমাদের পা এবং আমাদের তরোয়ালের আচ্ছাদন! বাক্য অধ্যয়নের গুরুত্ব নিয়ে কি আর কোন সন্দেহ থাকতে পারে?

বিজয়ীর প্রার্থনা

যখন আমরা বিশ্বাসে ঈশ্বরের সমস্ত বর্মকে ধারন করি তখন আমরা সর্ব বিষয়ে আত্মায় প্রার্থনা করব।

ইফিষীয় ৬:১৮ '' সবসময় পবিত্র আত্মাতে প্রার্থনা কর। সব রকম প্রার্থনায় প্রার্থনা করে তোমাদের যা প্রয়োজন সে সবই জানাও। এর জন্য সব সময় সজাগ থেকো, কখনও হাল ছেড়ে দিও না। ঈশ্বরের সমস্ত লোকদের জন্য প্রার্থনা কর''।

আমরা যখন আমাদের পুনরুদ্ধারকৃত কর্তৃত্ব ব্যবহার করে সমস্ত বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করব তখন শয়তানের দুর্গগুলির পতন হতে দেখব।আমরা যুদ্ধে অপ্রতিরোধ্য হয়ে পড়ব এবং শয়তানকে পদতলে দলিত করতে পারব।

ইব্রিয় ১১:৩৩,৩৪ '' তাঁরা বিশ্বাসের দ্বারা রাজ্যসকল জয় করেছিলেন। তাঁরা যা ন্যায় তাই করলেন এবং ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিগুলি পেলেন। তাঁরা সিংহদের মুখ বন্ধ করেছিলেন। কেউ কেউ আগুনের তেজ নিস্প্রভ করলেন, তরবারির আঘাতে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেলেন। এঁদের বিশ্বাস ছিল তাই এঁরা এসব করতে পেরেছিলেন। বিশ্বাসের বলেই দুর্বল লোকেরা বলশালী লোকে রূপান্তরিত হয়েছিলেন; তাঁরা যুদ্ধের সময় মহাবিক্রমী হয়ে শত্রু সৈন্যদের পরাস্ত করেছিলেন ''।

পরিচর্যা কাজের জন্য সজ্জিত হওয়া

যীশু বলেছিলেন যে আমরা যেন সমস্ত জগতে যাই এবং সুসমাচার প্রচার করি।

মার্ক ১৬:১৫ '' আর তিনি তাঁদের বললেন, 'তোমরা সমস্ত পৃথিবীতে যাও, এবং সব লোকের কাছে সুসমাচার প্রচার কর''।

যারা সুসমাচারকে নিয়ে আসবে তাদের বিষয়ে যিশাইয় বললেন,

যিশাইয় ৫২:৭ '' এটা একটা খুবই চমত্কার ব্যাপার যে পাহাড় থেকে বার্তাবাহক সুসংবাদ নিয়ে এসেছে। বার্তাবাহকের ঘোষণাটিও চমত্কার, "সেখানে শান্তি বিরাজ করছে। রক্ষা পাচ্ছি আমরা। তোমাদের ঈশ্বর আমাদের রাজা ''!

বিজয়ী আত্মিক যুদ্ধ

পৌল বলেছেন যে আমরা বিজয়ীর চেয়েও বড়, কোনকিছুই ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ হতে দেবে না।

রোমীয় ৮:৩৭-৩৯ '' কিন্তু ঈশ্বর, যিনি আমাদের ভালবাসেন তাঁর দ্বারা আমরা ঐ সবকিছুতে পূর্ণ বিজয়লাভ করি। কারণ আমি নিশ্চিতভাবে জানি য়ে কোন কিছুই প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নিহিত ঐশ্বরিক ভালবাসা থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না, মৃত্যু বা জীবন, কোন স্বর্গদূত বা প্রভুত্বকারী আত্মা, বর্তমান বা ভবিষ্যতের কোন কিছু, উর্দ্ধের বা নিম্নের কোন প্রভাব কিংবা সৃষ্ট কোন কিছুই আমাদের সেই ভালবাসা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না ''।

যীশু বলেছিলেন যে,বাপ্তিস্মদাতা য়োহনের সময় থেকে আজ পর্যন্ত স্বর্গরাজ্য ভীষণভাবে আক্রান্ত হচ্ছে। আর শক্তিধর লোকরা তা জোরের সাথে অধিকার করতে চেষ্টা করছে।

মথি ১১:১২ '' বাপ্তিস্মদাতা য়োহনের সময় থেকে আজ পর্যন্ত স্বর্গরাজ্য ভীষণভাবে আক্রান্ত হচ্ছে। আর শক্তিধর লোকরা তা জোরের সাথে অধিকার করতে চেষ্টা করছে।

পৌল আমাদের দেখালেন যে জোরটি হল বিশ্বাস!

ইব্রিয় ১১:৩৩ '' তাঁরা বিশ্বাসের দ্বারা রাজ্যসকল জয় করেছিলেন। তাঁরা যা ন্যায় তাই করলেন এবং ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিগুলি পেলেন। তাঁরা সিংহদের মুখ বন্ধ করেছিলেন''।

বিজয়ী আত্মিক যুদ্ধ

পুনরালোচনার জন্য প্রশ্ন

১। ঈশ্বরের বর্ম' বলতে কী বোঝায় তা বর্ণনা করুন যা আমরা আধ্যাত্মিক যুদ্ধে জড়িত থাকার সময় আবৃত করি।

২। ইফিষীয় ৬:১৬,১৭ পদে যে শক্তিশালী যুদ্ধের অস্ত্রের কথা বলা হয়েছে তা বর্ণনা করুন।

৩। ইব্রিয় ১১:৩৩ এবং ৩৪ পদ অনুযায়ী আত্মিক যুদ্ধ জয়ী হবার জন্য বিশ্বাস কতটা গুরুত্বপূর্ণ ?

অবশেষে

যীশুর কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে!

তিনি শয়তানকে পরাজিত করেছেন

এবং শয়তান যা আদম ও হবার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল তা ফিরিয়ে নিয়েছেন।

তিনি পৃথিবীতে তার কর্তৃত্বকে মনুষ্যএবং , তার মণ্ডলী তার শক্তিশালী সৈন্যেরজন্য পুন্নুদ্ধিত ! করেছেন।

এখন আপনার উপরে রয়েছে!

আমাদের সুসমাচারকে বহন করতে হবে

এবং পৃথিবীতে সকলের মধ্যে পরিত্রানকে নিয়ে আসতে হবে।

আমাদের অধিকারের সাথে ঈশ্বরের রাজ্যকে বিস্তার করতে হবে।

যীশুর শত্রুকে তার পায়ের তলায় আনতে হবে।

আমরা এই পৃথিবীতে কর্তৃত্বের সাথে চলব।

মুখস্থ পদ (MEMORY VERSE)

ইফিষীয় ৬:১২ '' আমরা চাই না য়ে তোমরা অলস হও; কিন্তু আমরা চাই যাঁরা বিশ্বাস ও ধৈর্য্যের দ্বারা ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি লাভ করে, তোমরাও তাদের মতো হও''।

১পিতর ৫:৮,৯ '' তোমরা সংযত ও সতর্ক থাক, তোমাদের মহাশত্রু দিয়াবল গর্জনকারী সিংহের মত কাকে গ্রাস করবে তা খুঁজে বেড়াচ্ছে। তোমরা দিয়াবলের প্রতিরোধ কর, বিশ্বাসে বলবান হও। তোমরা জান, সারা বিশ্বে তোমাদের বিশ্বাসী ভাইরাও এই রকম দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়েই দিন কাটাচ্ছে''।

যোহন ১০:১০ '' চোর কেবল চুরি, খুন ও ধ্বংস করতে আসে। আমি এসেছি, যাতে লোকেরা জীবন লাভ করে, আর য়েন তা পরিপূর্ণ ভাবেই লাভ করে ''।

আদিপুস্তক ১:২৬ '' তখন ঈশ্বর বললেন, "এখন এস, আমরা মানুষ সৃষ্টি করি। আমাদের আদলে আমরা মানুষ সৃষ্টি করব। মানুষ হবে ঠিক আমাদের মত। তারা সমুদ্রের সমস্ত মাছের ওপরে আর আকাশের সমস্ত পাখীর ওপরে কর্তৃত্ব করবে। তারা পৃথিবীর সমস্ত বড় জানোয়ার আর বুকে হাঁটা সমস্ত ছোট প্রাণীর উপরে কর্তৃত্ব করবে ''।

আদিপুস্তক ৩:১৫ '' তোমার এবং নারীর মধ্যে আমি শত্রুতা আনব এবং তার সন্তানসন্ততি এবং তোমার সন্তান সন্ততির মধ্যে এই শত্রুতা বয়ে চলবে। তুমি কামড় দেবে তার সন্তানের পায়ে কিন্তু সে তোমার মাথা চূর্ণ করবে ''।

ইব্রিয় ২:১৪ '' ভাল, সেই সন্তানরা যখন রক্তমাংসের মানুষ, তখন যীশু নিজেও তাদের স্বরূপের অংশীদার হলেন। যীশু এইরকম করলেন য়েন মৃত্যুর মাধ্যমে মৃত্যুর অধিপতি দিয়াবলকে ধ্বংস করতে পারেন''।

১ যোহন ৩:৮ '' দিয়াবল সেই শুরু থেকেই পাপ করে চলেছে। য়ে ব্যক্তি পাপ করেই চলে সে দিয়াবলের। দিয়াবলের কাজকে ধ্বংস করার জন্যই ঈশ্বরের পুত্র প্রকাশিত হয়েছিলেন''।

কলসিয় ২:১৫ '' আর এইভাবে সমস্ত (আত্মিক) শাসক ও আধিপত্যকে পরাস্ত করলেন। ঈশ্বর জগতকে দেখালেন য়ে তারা শক্তিহীন''।

প্রকাশিত বাক্য ১:১৮ '' আমি সেই চির জীবন্ত, আমি মরেছিলাম, আর দেখ আমি চিরকাল যুগে যুগে জীবিত আছি। মৃত্যু ও পাতালেরচাবিগুলি আমি ধরে আছি ''।

ইফিষিয় ১:২২,২৩ '' ঈশ্বর সবকিছুই খ্রীষ্টের চরণের নীচে স্থাপন করেছেন। তাঁকেই সকলের ওপরে মস্তক স্বরূপ করে মণ্ডলীকে দান করেছেন। মণ্ডলী হল খ্রীষ্টের দেহ; আর তাঁর পরিপূর্ণতা সব কিছুই সমস্ত দিকে দিয়ে পূর্ণ করে''।

মুখস্থ পদ

কলসিয় ১:১৩ '' তিনিই অন্ধকারের কর্তৃত্ব থেকে আমাদের উদ্ধার করে তাঁর প্রিয় পুত্রের রাজত্বে স্থান দিয়েছেন''।

রোমীয় ১৬:২০ '' শান্তির ঈশ্বর শীঘ্রই তোমাদের পায়ের নীচে শয়তানকে পিষে ফেলবেন। আমাদের প্রভু যীশুর অনুগ্রহ তোমাদের সবার সঙ্গে থাকুক''।

লুক ১০:১৯ '' শোন! সাপ ও বিছেকে পায়ে দলবার ক্ষমতা আমি তোমাদের দিয়েছি; আর তোমাদের শত্রুর সমস্ত শক্তির ওপরে ক্ষমতাও আমি তোমাদের দিয়েছি; কোন কিছুই তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না''।

মথি ১৬:১৮,১৯ '' আর আমিও তোমাকে বলছি, তুমি পিতরআর এইপাথরের ওপরেই আমি আমার মণ্ডলী গেঁথে তুলব। মৃত্যুর কোন শক্তিতার ওপর জয়লাভ করতে পারবে না। আমি তোমাকে স্বর্গরাজ্যের চাবিগুলি দেব, তাতে তুমি এইপৃথিবীতে যা বাঁধবে তা স্বর্গেও বেঁধে রাখা হবে। আর পৃথিবীতে যা হতে দেবে তা স্বর্গেও হতে দেওযা হবে''।

প্রকাশিত বাক্য ১২:১১ '' তারা মেষশাবকের রক্তে ও নিজের নিজের সাক্ষ্য দ্বারা সেই নাগকে পরাস্ত করেছে। তারা নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে খ্রীষ্টের জন্য মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত ছিল''।

১ যোহন ২:১৩,১৪ '' পিতারা, আমি তোমাদের লিখছি কারণ যিনি শুরু থেকে আছেন তোমরা তাঁকে জান। যুবকেরা, আমি তোমাদের লিখছি কারণ তোমরা সেই পাপাত্মার ওপর জয়লাভ করেছ। শিশুরা, আমি তোমাদের নিকট লিখছি কারণ যিনি শুরু থেকে আছেন তোমরা তাঁকে জান। যুবকরা, আমি তোমাদের লিখছি কারণ তোমরা শক্তিশালী, ঈশ্বরের বার্তা তোমাদের অন্তরে আছে; আর তোমরা সেই পাপাত্মার ওপর জয়লাভ করেছ''।

ফিলিপিয় ২:৯,১০ '' খ্রীষ্ট ঈশ্বরের বাধ্য হলেন তাই ঈশ্বর তাঁকে পুনরুত্থিত করে সব কিছুর ওপরে উন্নত করলেন এবং সেই ঈশ্বর খ্রীষ্টের নামকে সবথেকে শ্রেষ্ঠ করলেন। য়েন যাঁরা স্বর্গে আছে, যাঁরা মর্ত্যের লোক আর যাঁরা পাতালের তারা সকলেই সেই যীশু নামের কাছে নতজানু হয়''।

একটি সম্পূর্ণ প্রশিক্ষন ক্রম

সুন্দর বাইবেল প্রশিক্ষন স্থান - বাইবেল স্কুল, সানডে স্কুল এবং ব্যক্তিগত ,অধ্যায়ন দল , অধ্যায়ন

হোশেয়তে আমরা পড়েছি, আমার লোকেরা জ্ঞানের অভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে (৪:৬)। আমরা এতটা হারিয়েছি কারণ আমরা জানি না যে ঈশ্বর আমাদের জন্য কী সরবরাহ করেছেন। আমরা জানি না বলে বিশ্বাস ও করতে পারছি না। প্রশিক্ষন শিবির এই কারনেই করা হয় যাতে আমরা শক্তি ও সামর্থ্যের সাথে ঈশ্বরের রাজ্যের মধ্যে বসবাস করতে পারি।

> আমাদের বিশ্বাসীদের একটি শক্তিশালী, অলৌকিক কাজকারী হতে হবে। এই শক্তিশালী, ভিত্তিশীল, বাস্তব জীবন-পরিবর্তনশীল শিক্ষাটি এই উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে – পরিচর্যা কাজের জন্য বিশ্বাসীদের সজ্জিত করা, খ্রিস্টের দেহকে সংশোধন করার জন্য,যতক্ষন না আমরা ঈশ্বরের পুত্রের জ্ঞানে এবং বিশ্বাসে ঐক্য না হতে পারি। আমরা যেন এক নিখুঁত ব্যক্তি হতে পারি। ঈশ্বরের লোকদেরকে প্রস্তুত করার জন্য ও সেবার কাজ সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে খ্রীষ্ট এইসব বরদান করেছেন। খ্রীষ্টের দেহরূপে মণ্ডলীকে গঠন করার জন্য তিনি সেইসব বর দিয়েছেন।য়ে পর্যন্ত না আমরা ঈশ্বরের পুত্রের বিষয়ে একই বিশ্বাস ও তত্ত্বজ্ঞানে সুষ্ঠভাবে যুক্ত হব, সেই পর্যন্ত এই কাজ চলতে থাকবে। আমাদের পরিণত মানুষের মতো হতে হবে। আমরা ততদিন বৃদ্ধি পেতে থাকব য়ে পর্যন্ত না খ্রীষ্টের মত হই ও তাঁর মত সম্পূর্ণ সিদ্ধ হই''। (ইফিষীয় ৪:১২,১৩)।
>
> আপনারা এইভাবে অধ্যায়ন করুন।
>
> **নতুন সৃষ্টি** - খ্রিষ্টে আপনি কি তা জানা

জানার চেষ্টা করুন যে আমরা কার জন্য সৃষ্ট হয়েছি! "নতুন জন্ম '' হবার অর্থ কি। ধার্মিকতার এই উদ্ঘাটন বিশ্বাসীদেরকে অপরাধ, নিন্দা, হীনমন্যতা এবং খ্রিস্টের ভাবমূর্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়ার অপ্রতুলতার চিন্তাভাবনা থেকে মুক্তি দেয়।

বিশ্বাসীর কর্তৃত্ব -কিভাবে পরাজিত থেকে বিজিত হতে হবে

ঈশ্বর মানবজাতির জন্য তাঁর চিরন্তন উদ্দেশ্য প্রকাশ করেছেন যখন তিনি বলেছিলেন, "তাদের রাজত্ব হোক!" আপনি তাই এখন নতুন সাহসের সাথে চলবেন। আপনি আপনার প্রতিদিনের জীবন এবং পরিচর্যায় শয়তান এবং মন্দ শক্তিগুলির বিরুদ্ধে বিজয়ের সাথে বেঁচে থাকব।

অতিপ্রাকিতিক জীবন - পবিত্র আত্মার শক্তির দ্বারা

আমাদের পবিত্র আত্মার সাথে একটি নতুন, অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। পবিত্র আত্মার সমস্ত নয়টি উপহারকে কীভাবে পরিচালনা করতে হয় তা বুঝতে হবে। আপনি অতি প্রাকৃতিক জীবনযাত্রার নতুন জীবনে প্রবেশের সাথে আগ্রহের সাথে এই উপহারগুলিকে শেখার ও জীবনে তা কাজ করার জন্য আকাঙ্ক্ষা করুন, গ্রহণ করুন এবং ধ্যান করুন।

বিশ্বাস – অতিপ্রাকৃতিকভাবে জীবনযাপনের জন্য

আপনি কীভাবে বিশ্বাসের ক্ষেত্রগুলিতে যেতে পারেন তা শিখুন। কীভাবে আপনি ঈশ্বরের পক্ষে শক্তিশালী ব্যবহার করতে পারেন। বিশ্বাসীদের বিশ্বাস সহকারে ঈশ্বরের অতিপ্রাকিতিক রাজ্যের মধ্যে আমাদের চলতে হবে যাতে সমস্ত পৃথিবী ঈশ্বরের মহানতাকে দেখতে পায়।
সুস্থতার জন্য ঈশ্বরের ব্যবস্থা

সুস্থতার জন্য ঈশ্বরের উপায় – ঈশ্বরের সুস্থতার শক্তিকে গ্রহন এবং পরিচর্যা করা

বাক্যের দৃঢ় ভিত্তির যা সুস্থতার পরিচর্যায় বিশ্বাসকে কার্যকরভাবে প্রকাশ করে। এটির দ্বারা আমারা যীশু এবং প্রেরিতদের মত সুস্থতার পরিচর্যাকে করতে পারি।
আরাধনা এবং গৌরব – ঈশ্বরের আরাধনাকারী হওয়া

প্রশংসা ও উপাসনা ঈশ্বরের চিরন্তন উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করে। বিশ্বাসীদের উচ্চ প্রশংসা বাইবেলের বিভিন্ন রোমাঞ্চকর বিষয়গুলিকে প্রকাশ করে থাকে। অন্তরঙ্গ উপাসনায় দ্বারা আমরা ঈশ্বরের উপস্থিতিকে অনুভব করতে পারি।
মহিমা – ঈশ্বরের উপস্থিতি

কত আশ্চর্যের দিনে আমরা বসবাস করছি! আমরা ঈশ্বরের মহিমাকে অনুভব করতে পারছি।তিনি আমাদের চারিদিকে ঘিরে রেখেছেন। মহিমা কি সেই বিষয়ে শিখুন এবং তা অনুভব করুন।
আশ্চর্য পরিচর্যাকাজ – ঈশ্বরের পরিকল্পনা হল আমরা যেন সমস্ত পৃথিবীতে পৌছাতে পারি।

প্রেরিতের পুস্তকের মতো আমরাও আমাদের জীবনে লক্ষণ, আশ্চর্য এবং নিরাময়ের অলৌকিক ঘটনাগুলি দেখতে পারি। আমাদের মাধ্যমে অলৌকিক সুসমাচার প্রচার চালিয়ে দিয়ে আমরা দুর্দান্ত শেষ সময়ের ফলের অংশ হতে পারি!
প্রার্থনা – স্বর্গকে পৃথিবীতে নামিয়ে আনা

কিভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা স্বর্গ যেমন পৃথিবীতে পূর্ণ হতে পারে তা জানুন। মধ্যস্থ্যতা প্রার্থনা, বিশ্বাসে প্রার্থনার দ্বারা আপনারা আপানদের জীবন এবং পৃথিবীকে পরিবর্তন করতে পারেন।
বিজয়ী মণ্ডলী – প্রেরিত পুস্তকের দ্বারা

যীশু বলেছিলেন, "আমি আমার মণ্ডলী তৈরি করব এবং তার বিরুদ্ধে নরকের দরজা বিজয়ী হতে পারবে না।" এই শিক্ষায়, আপনি দেখতে পাবেন কীভাবে প্রেরিত বইটি প্রথম দিকের মণ্ডলীর কার্যকরি কাহানী এবং এভাবেই আজ তাঁর মণ্ডলীর কাছে লক্ষণ ও আশ্চর্য পুনরুদ্ধার করার একটি নমুনা।
সেবাকাজের দান – প্রেরিত, ভাববাদী, সুসমাচার প্রচারকারী, পালক, শিক্ষক

যীশু মনুষ্যদের উপহার দিয়েছেন। ঈশ্বরের লোকদের কাজের জন্য প্রস্তুত করার জন্য এই উপহারগুলি কীভাবে মণ্ডলীর সাথে একত্রে প্রবাহিত হবে তা খুজে বার করুন। আপনার জীবনে ঈশ্বরের আহ্বানকে বুঝুন!
জীবনযাপনের ধাপ – পুরাতন নিয়ম থেকে ঈশ্বরের সমৃদ্ধ মৌলিক সত্যগুলি এই সাময়িক গবেষণায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আসন্ন খ্রিষ্টের ভবিষ্যদ্বাণী, উৎসব, বলিদান এবং পুরাতন নিয়মের মিশ্রণগুলি সমস্তই ঈশ্বরের চিরন্তন পরিকল্পনা প্রকাশ করে থাকে।

এল এবং জয়েস গিল লিখিত পুস্তক.

আধিপত্যের জন্য নির্ধারিত!

যীশুর নামতে সমস্ত প্রতারনার থেকে বিজয়ী

Study Guides

Breakthrough to Glory
Set Free from Iniquity

All manuals, books and study guides are available
for free download at ***www.gillministries.com***

TRANSLATED BY – Mrs. Tamashree Singh(Sengupta)